হিন্দু-মুসলমান।

বা

(বাদসাহী-দিল্লী)

(পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি, এ,
বিদ্যাবিনোদ, এম, আর এ, এস

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

সর্ব্বমঙ্গলময়ের কৃপায় আবার আসরে নেমেছি—হে বন্ধুবর্গ, হে সুধিবর্গ, হে আমার প্রিয়, হে আমার পূজনীয় আবার আমায় উৎসাহিত করবেন, সে ভরসা রাখি।

ব'লবার কথা অনেক আছে, যা চিরকাল দুঃখী লোকের থাকে; কিন্তু তার কথা কেউ শোনেনা—সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে দুঃখ। তবে এমন দিন পৃথিবীর অনেক স্থানে এসেছে —আর এখানেও যে আসবে না, তা নয়—সেই দিনে সেই দুঃখীর কথায় সুখীর টনক্ নড়েছে এবং এখানেও একদিন নড়বে; আর এই আশায় বেঁচে রইলুম।

"হিন্দু-মুসলমান" নাটকখানি তাঁদের জন্য লিখলুম যাঁরা আমার "মোগল-বাদসা"র প্রাণদান করেছেন, রঙ্গমঞ্চে "মোগল-বাদসা"কে স্থায়ী আসন দিয়েছেন এবং যাঁরা "হিন্দু-মুসলমান"কেও তাঁদের স্নেহময় পবিত্র ক্রোড়ে আদর করে' তুলে নেবেন ও "হিন্দু-মুসলমানের" জয়গানে বঙ্গ-রঙ্গালয় মুখরিত করবেন।

বড় দুঃখ যে বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য যাচাইএর কষ্টি-পাথর এমন লোকদের হাতে যারা কোন্ দাগটা কোন ধাতুর চিনতে পারে না, চিনবার ক্ষমতাও নাই, তারা শুধু মূর্খ কিম্বা ব্যবসাদার হ'লে এ আপশোষ্ করতুম না কিন্তু বিদ্যা-

মন্থার মুখোস মুখে দিয়ে কালামুখ রাঙ্গা ক'রে রাখে এইটাই অসহ্য। তবে ব্যাষ্টির অসহ্য তাই সমষ্টির মাথাব্যথা হয় না; কিন্তু একদিন আসবে যেদিন এই 'Hopeless minority'কে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, তার লেহ্য আস্ফালন অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতাও কারও হ'বে না এবং সে দিন আগতপ্রায়। দুনিয়ার ধারাই এই "একরোজ লা পর ঘোড়া আর একরোজ ঘোরা পর লা।"

তাড়াতাড়ি 'হিন্দু-মুসলমান' আত্মপ্রকাশ করলে তার দুটি কারণ। একটি নাট্য-সমাজের অপূর্ব্ব রাহাজানির ভয়; দ্বিতীয় কারণ আমার সময়ের ও অসময়ের বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সানন্দে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন। তার ঋণ, শুধু একদিকে নয়, পরিশোধ আমার ক্ষমতার বাইরে—তবে 'হিন্দু-মুসলমান' যে তাকে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট করতে পেরেছে এই আমার পরম তৃপ্তি।

একটা কথা এখন না বলাই উচিত ছিল; কিন্তু কতকটা না বললেও শান্তি পাচ্ছি না। কোন বিশেষ থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেতা বইখানি পড়ে ও শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন ও তাঁর রঙ্গমঞ্চে স্থান দেবেন আশাও দিয়েছেন; সজ্জনের নাম গোপন করবার কারণ অনেক, তারপর There is many a slip between the cup and the lip অর্থাৎ না আঁচালে বিশ্বাস নাই। তার উপর Stage Politics, যাক্ এখন তার কারণও আছে।

শেষ কথা মূল ইতিহাস আমার জ্ঞানমতে অবিকৃত অবস্থায় রইল, তবে খুঁটিনাটির কথা স্বতন্ত্র; শুধু আমেদসা আব্দালি ও বালাজি বাজীরাওএর মিলন দৃশ্যটি অনৈতিহাসিক কিন্তু নাটকীয় উৎকর্ষ বিধান হেতু এইটুকু মাত্র কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি—আর বাধ্যবাধকতার কাজ, আইনও মাঝে মাঝে শোনে, কাজেই আশা করতে পারি এই অপরাধ লোকের কাছে মার্জ্জনীয় বিবেচিত হ'বে। ইতিহাসের অনেক জিনিষ বাধ্য হয়ে বাদ দিতেও হয়েছে, তার কারণও আছে। 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।'

৫৯বি বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২০শে আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

ইতি—
গ্রন্থকার।

চরিত্র

পুরুষ

আলমগীর—(দ্বিতীয়)	...	...	দিল্লীর সম্রাট
সাহআলম—(দ্বিতীয়)	...	...	ঐ পুত্র পরে সম্রাট
নাজিবৌদ্দলা	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ। (রোহিলা)
গাজিউদ্দিন	...	...	ঐ উজির।
আজিমখাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি (পাঠান)
আহম্মদখাঁ বাঙ্গাশ	...	...	উজীরের সহচর।
সুন্নায়েৎ	..	...	সম্রাটের সম্পর্কীয় ভ্রাতা (কামবক্সের পৌত্র)
বালাজি বাজীরাও	...	...	মহারাষ্ট্র পেশোয়া।
সদাশিও রাও ভাও	...	...	ঐ ভ্রাতা ও সৈন্যাধ্যক্ষ
রাঘবরাও মলহররাও হোলকার দাতাজি সিন্ধিয়া গোবিন্দরাও বুন্দেলা		}	ঐ সহচরগণ
রামরাজা	...	..	ঐ বন্ধু ও দ্বিতীয় সাহুজীর পালিত পুত্র।
আমেদসা আব্দালি (দুরানি)		..	পারস্য ও আফগানিস্থানের সুলতান।

তৈমুর	... ...	ঐ পুত্র।
জীহান খাঁ	... ...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ ও তৈমুরের শিক্ষক।
ওয়ালি খাঁ } আতাই খাঁ }	... ...	ঐ সেনাপতিদ্বয়।
স্বরজমল	.. ..	ভরতপুরের রাজা (জাট্)
সুজাউদ্দৌলা	.. ...	লক্ষ্ণৌয়ের নবাব।
নিজামত	... .	পাঞ্জাবের বালক শাসনকর্ত্তা।

জনৈক বালক, গ্রহাচার্য্য, বন্দিগণ, সৈন্যগণ, দূত, অশ্বারোহী, এয়ার বন্ধুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সাবিত্রী বাঈ	. ..	দ্বিতীয় সাহুরাজার বিধবা পত্নী।
দৌলতউন্নিসা	. ..	আমেদসা আব্দালির পত্নী ও আলমগীরের ভগ্নী।
জহরুন্নিসা	. ..	আলমগীরের কন্যা পরে তৈমুরের পত্নী।
বাসুবেগম	... ..	বালক নিজামতের অলিমাতা।
রোশেনারা	.. .	নিজামতের ভগ্নী পরে গাজিউদ্দিনের পত্নী।

মালিনী, রঙ্গিনীগণ, নর্ত্তকীগণ, তাতারিণী-পরিচারিকা ইত্যাদি।

হিন্দু-মুসলমান

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

সেতারার রাজপ্রাসাদ

সদাশিউরাও ভাও ও গোবিন্দরাও বুন্দেলার প্রবেশ।

গোবিন্দ। এরূপ কৌশলে সাবিত্রীকে বন্দী করবার প্রয়োজন এখনও বুঝতে পারছি না।

সদাশিউ। এক্‌দিকে মহান্ পেশওয়ার অধীনে এই বিপুল অজেয় মহারাষ্ট্র শক্তি অন্যদিকে এক ক্ষুদ্র নারীর ইঙ্গিতে পরিচালিত ক্ষুদ্র শক্তি কোলাপুর রাজ ও রামরাজা। এক্‌দিকে রাজশক্তি ও জয়শ্রীর গরিমা অন্যদিকে ক্ষিপ্তা নারীর উন্মাদনা। এমত অবস্থায় পেশওয়া বলপ্রয়োগ করবে কার উপর বুন্দেলা?

দামাজীর দ্রুত প্রবেশ।

দামাজি। কৈ বালাজি কোথায় ?

সদাশিউ। উন্মত্ত স্বার্থান্ধ মহারাষ্ট্র, পেশওয়াকে তার যথাযোগ্য সম্মান দানে ও কুণ্ঠিত ?

দামাজি। কে পেশওয়া ? সে শঠ বিশ্বাসঘাতক, আজ তার—

বালাজির প্রবেশ।

বালাজি। শঠ ও বিশ্বাসঘাতক পেশওয়ার কাছে সাধু ও বিশ্বস্ত কোলাপুর রাজের কি প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা কর সদাশিউ।

সাবিত্রী ও রামরাজার প্রবেশ।

সাবিত্রী। শঠের সঙ্গে সাধুর প্রয়োজন অচিরেই বুঝতে পারবে। কপটের শিরোমণি বালাজি, সাবিত্রী তোমার অসৎ অভিপ্রায় অবগত আর তার যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানে ও উত্থত।

বালাজি। উদ্ধত নারি, না শোন সাহুজি পত্নী, তোমার আব্দার আজ চরম সীমায় উপনীত, আমি তার প্রতিকার করতে চাই। ভাই সব লাহোর ও দিল্লী জয়ের পূর্ব্বেই আমি এর প্রতিকার করতে চাই। ঘরের শত্রু ঘরে ফেলে রেখে বিদেশ জয় কল্পনা বৃথা।

সাবিত্রীর। সাহুজিপত্নীর আপন প্রাসাদে তার আব্দারের প্রতিকার ব্যবস্থা করবার আগে, দেশদ্রোহী মহারাষ্ট্র, তোমার সাহসের পুরস্কার গ্রহণ কর। যাও দামাজি, যাও রামরাজা, জাতির মর্ম্ম পঞ্জরে গঠিত, হৃদয়ের শত সাধ শত আশায় অনুরঞ্জিত এই গৌরব নিকেতন

বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দাও। আয়োজন সম্পূর্ণ শুধু বারুদে অগ্নি সংযোগের আদেশ কর। যাও যাও মারহাট্টার সাধু মারহাট্টার শয়তান সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মায়ের মান সম্মান সব সমভূমি হয়ে যাক।

রামরাজা ও দামাজি যাইতেছিল এমন সময় সদাশিউ ও বুন্দেলা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইল।

সদাশিউ। কাপুরুষের দল বৃথা চেষ্টা।

রামরাজা—(তরবারি বাহির করিল) সাবধান সদাশিউ।

বালাজি। রামরাজা, দামাজি, সাবিত্রী মনে করেছিলুম দেশবাসীর প্রতি, নারীর প্রতি অত্যাচার করবো না কিন্তু জাতির অনিষ্ট সাধন করতে, মারহাট্টার সুখ স্বপ্ন হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুভ সঙ্কল্পে বাধা দিতে আজ তোমাদের বিষাক্ত ফণা দিগন্ত প্রসারিত, দুষ্ট বুদ্ধির অঙ্কুর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এমত অবস্থায় দিল্লী জয় কল্পনা বিস্মৃত হয়ে তোমাদের শাস্তি বিধান আমার প্রথম কর্ত্তব্য; আর সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যই আজ সদল বলে সেতারায় এই গুপ্ত মন্ত্রণার লীলা ভূমি সাহুজীর প্রাসাদে উপস্থিত; দেশের মঙ্গল চাও নিজের মঙ্গল চাও বন্দীত্ব স্বীকার কর।

সাবিত্রী। দামাজি, রামরাজা পুরুষ হয়ে তোমরা যদি কর্ত্তব্য পালন করতে না পার আত্মদ্রোহী জাতির কলঙ্ক এই বালাজি নিধনের মন্ত্রোচ্চারণে অক্ষম হও, শপথভঙ্গকারী সুচতুর পেশোয়ার উচ্ছেদ সাধনে ইতস্ততঃ কর, তবে দাও তোমাদের ঐ নগ্ন অসি, দাও ঐ সুতীক্ষ্ণ বরশা এই হতমান নারীর শৌর্য্য পরীক্ষা কর।

অসি লইয়া বালাজিকে আক্রমণ ও বালাজি কর্ত্তৃক আক্রমণ নিবারণ এবং সদাশিউ ও বুন্দেলা বালাজিকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল এমন সময় রামরাজা দামাজিও প্রস্থান করিল।

বালাজি। নারি, এই তুমি জগতের ধাত্রী আবার এই তুমি ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি।

রাঘবরাওয়ের দ্রুত প্রবেশ।

রাঘব। পেশওয়া, শীঘ্র এ প্রাসাদ ত্যাগ করুন।

সাবিত্রী। তবে তো হলো না। বালাজি, সাহস থাকে দাঁড়াও, সাধুতার গরিমা কর ; অপেক্ষা কর তোমার প্রায়শ্চিত্তে জাতির যশ অক্ষুণ্ণ থাকুক।

মলহরের দ্রুত প্রবেশ।

মলহর। পেশওয়া, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে চলে আসুন। দামাজি ও ষড়যন্ত্রকারীরা বারুদে অগ্নি সংযোগ করেছে।

সহচরগণের সহিত বালাজি প্রস্থানোদ্যত।

সাবিত্রী। বালাজি, ধিক্ তোমার মহারাষ্ট্র জীবন যাপনের ব্রত, শতধিক তোমায় নারীর শত্রুতায় ভীত হয়ে পলায়ন করে প্রাণধারণের স্পৃহা। কাপুরুষ!

বালাজি। কালনাগিনি, ঐ একটুখানি বুকে কত বিষ সঞ্চয় করে রেখেছিস ?

একটা বারুদ ফাটিয়া শব্দ হইল।

সদাশিউ। ভাই বিলম্ব করোনা। অপমৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আত্মনাশ, কাপুরুষতা। এস ভাই, তোমার জীবনের মূল্য, ভারতের নিকট তোমার দায়ীত্ব অনুভব করে এখুনি এস্থান ত্যাগ কর। বিষধরী এর প্রতিফল অবিলম্বেই ভোগ করতে হবে।

(বালাজি, সদাশিউ, রাঘব, বুন্দেলা ও মলহরের দ্রুত প্রস্থান)

সাবিত্রী। ষড়যন্ত্র বৃথা হোল অথচ এখুনি মৃত্যুকে বরণ করবো ! না, না তা হবে না। শত্রু জীবিত থাকতে আমি মরতে পারবো না।

[প্রস্থান।

(প্রাসাদ কাঁপিতে লাগিল ও পর মুহূর্ত্তেই পড়িয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী-দুর্গাভ্যন্তরস্থ কক্ষ।

(গাজিউদ্দিন সুন্নায়েৎ ও আমদ খাঁ বাঙ্গাশের প্রবেশ)

গাজি।—সুন্নায়েৎ, অন্যায় ও অবিচারের জন্যই কামবক্সের পৌত্র তুমি, আজ শুধু বাদসার আত্মীয় বলে পরিচিত। একদিনের একজনের

পক্ষপাতিত্বে তোমার পিতামহ সিংহাসনচ্যুত, আজ আবার সেই একই কারণে তুমিও সিংহাসন হতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত।

বাঙ্গাশ।—আলমগীর বেইমান, আমরা তার সহায়, শুভানুধ্যায়ী, আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে নিজের ভগ্নিকে আমেদসা আব্দালির সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে, তারপর আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে এক অশিতীপর বৃদ্ধ নাজিবোদ্দলাকে আমাদেরই উচ্ছেদ কল্পে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের পদে বরণ করেছে। বেইমান, দুনিয়ায় সকলেই বেইমান। উজীর সাহেব এর প্রতীকার করুন, যেমন করে হোক এর প্রতীকার করুন।

গাজি।—বাঙ্গাশ, আমরা তো শপথ করেছি, সুন্নায়েৎকে যেমন করেই হোক দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবো।

সুন্নায়েৎ।—উজীর সাহেব, সিংহাসনে বসে রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করতে পারবো সে সাহস ও শক্তি আমার নাই।

বাঙ্গাশ।—সে সাহস বালক আমরা দেব।—

গাজি।—বাঙ্গাশ, কি আশ্চর্য্য! খোদা, মোগল শক্তির এত অধগতি।

সুন্নায়েৎ।—উজীর সাহেব, মোগলের দিল্লী, বাবরের মোগল, আকবরের ভারত আজ শুধু স্মৃতিতে জীবিত, প্রাণহীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিত্রিত। সে স্মৃতি বড় জ্বালাময়ী সে চিত্র বড় যন্ত্রণাদায়ক। উজীর সাহেব এমন নিষ্ঠুর স্মৃতি এমন ব্যঙ্গ চিত্র বিস্মৃতির অনলে পুড়িয়ে দিন, ছাই হয়ে বিরাট হাহাকারে শূন্যে মিলিয়ে যাক্।

গাজি।—সুন্নায়েৎ পৌরুষ ফিরিয়ে আন। দেখ্‌বে স্মৃতি মূর্ত্ত হবে। চিত্র প্রাণময় হবে। জীবন্মৃত, সুন্নায়েৎ, জীবন্মৃত কখনও মানুষ হয় না।

বাঙ্গাশ।—জীবন্মৃতের পরমৌষধি ঐশ্বর্য্য, আর ঐশ্বর্য্য লাভ যেমন করেই হোক্ মানুষকে করতেই হবে।

সুন্নায়েং।—খাঁ সাহেব, যে ঐশ্বর্য্যের জন্য মানুষ পশু হয়, দেবতা দানব হয় সে ঐশ্বর্য্য আমার কোন লোভ নাই, তবে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় আমি প্রাণপণ আপনাদের সাহায্য করবো, কিন্তু একটি অনুরোধ উজীর সাহেব যেন রাজ্যের মঙ্গল কামনা করতে রাজার অমঙ্গল কামনা করতে না হয়।

বাঙ্গাশ।—বালক, এই সাধুতার জন্যই আমরা তোমার এত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেশ এস এখন, অশ্ব প্রস্তুত করতে আদেশ কর। তুমি আমাদের পত্র নিয়ে মারহাট্টা দরবারে যাও, আমি লাহোর যাত্রা করি; কিন্তু খুব সাবধান, পত্র যেন পেশওয়া ব্যতীত অন্য কারও হস্তগত না হয়।

সুন্নায়েং।—সে বিশ্বাস আমার উপর রাখুন খাঁ, সাহেব।

[প্রস্থান।

গাজি।—বালক একা মারহাট্টা দরবারে যাবে?

বাঙ্গাশ।—হাঁ গাজি সাহেব, পত্র বাহক হয়ে যাবে তাতে আর ক্ষতি কি? যদি ধরপাকড় হয় তবে আমরা তো আড়ালেই রইলুম। তারপর লাহোরে আমায় স্বয়ং যেতে হব। আপনার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে দূত গেছে সত্য কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে আমাকেই আগে যেতে হবে।

গাজি।—বাঙ্গাশ, শেষে দুর্গাধিকারিণীর কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তারই মাতা ও ভ্রাতাকে—

বাঙ্গাশ।—কি করবেন বলুন, উপায়ন্তর নাই। দুর্গাধিকারিণী বান্নুবেগম, তার পুত্র নিজামত এরা আমেদসা আব্দালির লোক আলমগীরের ভৃত্য। এদের উপর দয়া করলে চলবে না; কারণ পাঞ্জাব ব্যতীত

দিল্লী অধিকার বৃথা আর কৌশল ভিন্ন অন্য উপায় ও আমাদের নাই।

গাজি।—আচ্ছা বাঙ্গাশ, যদি লাহোর পরিভ্রমণের অছিলায় গিয়ে—

বাঙ্গাশ।—লাহোর দুর্গে স্থান পাবেন সত্য, কিন্তু দুর্গের খাসমহলে তো যেতে পারবেন না, কাজেই কার্য্যোদ্ধার তো হবেই না উপরন্তু বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা। কিছু চিন্তা করবেন না গাজি সাহেব, ও রক্তের দাগ ঐশ্বর্য্যের তুফানে ধুয়ে মুছে যাবে।

গাজি।—আর কোন উপায় নাই কি বাঙ্গাশ?

বাঙ্গাশ।—দিল্লীর বাদসা গিরি লাভ, দুর্দ্দান্ত আমেদসা আব্দালির হাত হতে মুক্তি জল্পনা কল্পনায় হয় না। পৌরুষ চায়, গাজি সাহেব পৌরুষ চায়।

গাজি।—যদি কখনও বিচলিত হই বল তুমি আমার সহায় হবে!

বাঙ্গাশ।—আমি আমরণ আপনার সাহায্য করবো, এ আমার জীবনের পণ।

গাজি।—তবে তাই হোক বাঙ্গাশ—আগে পাঞ্জাব তারপর দিল্লী।

[প্রস্থান।

বাঙ্গাশ।—বান্নুবেগম, তোমার স্বামী মীরমান্নুর অপমান তোমার অমর্য্যাদা এখনও বিস্মৃত হইনি। রোশেনারাকে যেমন করেই হোক অঙ্কশায়িনী করতে হবে; কিন্তু তোমাদের জীবদ্দশায় না, না অসম্ভব। বান্নুবেগম, তাই এই ঐশ্বর্য্যলোভী গাজিউদ্দীন আমার উদ্দেশ্যে সিদ্ধির পথে প্রথম চাল আর দ্বিতীয় চাল, সে আমি জানি আর জানে আমার অন্তরাত্মা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী-দেওয়ানীখাস।

আলমগীর, নাজিবৌদ্দলা ও সাহআলমের প্রবেশ।

আলম।—নাজিব, উড়িষ্যা মারহাট্টাদের হস্তগত, বিহার ও বাংলায় মোগলের প্রতিপত্তি লুপ্তপ্রায়, দাক্ষিণাত্যেও মোগলের প্রতাপ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত।

নাজিব।—জাঁহাপনা, এর প্রতিবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অতি সত্বরেই তা করতে হবে।

আলম।—নাজিব, কিছুদিনের জন্য না হয় সাহাজাদা মুঙ্গের গমন করুক। মীরকাসেমের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজশক্তি রক্ষার্থ দিল্লী হতেই যদি বাদসাহী ফৌজ পাঠাবার আবশ্যক হয় অগত্যা তাই করতে হবে, আর সাহাজাদার ও দেশ পর্য্যটন প্রয়োজন!

সাহআলম।—পিতা, রাজকার্য্যে মুঙ্গের কিম্বা অন্য স্থানে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন আমায় আজ্ঞা করুন, আমি সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করছি; কিন্তু পিতা, যে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রজা অনশনে ক্লিষ্ট, সেথায় অকারণে বিলাসী-রাজপুত্রের বিলাস বিভ্রমের পরিচয় জাহির করবার প্রয়োজন আছে কি? বিজ্ঞ আপনি, একবার চিন্তা করে দেখুন।

আলম।—পুত্র, পিতার কার্য্যে সন্দেহ করো না।

সাহআলম।—পিতা, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি স্বপ্নেও সে কল্পনা করি নাই।

আলম।—পুত্র, তোমার মনের কি দোষ, তোমার মনের কি দোষ? অভিশপ্ত মোগল-বংশের এই চিরন্তন ধারা, আর দিল্লীর বাদসাহীর অপার দুর্ভাগ্য।

সাহআলম।—পিতা, আমায় ক্ষমা করুন।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী।—(অভিবাদনান্তে) জনাবালি, একজন মারহাট্টা সর্দ্দার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আলম।—কেন? আচ্ছা ভিতরে নিয়ে এস।

অভিবাদন করিয়া প্রহরীর প্রস্থান।

নাজিব।—সম্রাট সহজে কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না, মারহাট্টারা বড় চতুর, বড় কৌশলী।

প্রহরীর সহিত রাম রাজার প্রবেশ।

রামরাজা।—কি সুনাম! সাম্রাট্ সেলাম।

নাজিব।—কি প্রয়োজনে আপনি সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থী?

রামরাজা।—যদি বিশ্বাস করেন, তবে আমি আপনাদের জানাতে এসেছি যে মুসলমানের আমন্ত্রনেই পেশোয়া—দিল্লী এবং লাহোর আক্রমণ করতে আসছে।

আলম।—তুমি তো মারহাট্টা তবে—

রামরাজা।—হাঁ মারহাট্টা, তবে পেশোয়ার সহচর কিম্বা অনুচর নই।

সাহআলম।—হাঁ তবে ঘরভেদী—

রামরাজা। সাহাজাদা, ঘরভেদী বিভীষণ হিন্দুদেরই কিন্তু বড় দুঃখ তাদের সংস্পর্শে মুসলমানের মধ্যেও সে আত্মপ্রকাশ করছে।

আলম।—(স্বগতঃ) হা সাহস আছে, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সর্দ্দার তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। যাও সাহাজাদা, ব্রাহ্মণকে বিশ্রামাগারে নিয়ে গিয়ে তুমি এর তত্ত্বাবধান কর।

রামরাজা।—সময় অতি অল্প, সম্রাট্।

আলম।—সময় অল্প কিম্বা অধিক সে বিবেচনা আমাদের করতে দাও, কিছুমনে করোনা মারহাট্টাবীর, একটু পরামর্শের আবশ্যক।

রামরাজা।—উত্তম সম্রাট্। পরামর্শ করে যেরূপ অভিরুচি হয় সংবাদ দেবেন।

সাহ আলম।—আসুন সর্দ্দার।

সাহ আলমের সহিত রামরাজার প্রস্থান।

আলমগীর।—নাজিব, পরমুখাপেক্ষীর আর উপায় কি, আফগানিস্থানে অশ্বারোহী পাঠাও। বাঃ বাঃ দিল্লীর সম্রাট আমি, আমার বড় সুখ, বড় স্বস্তি, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ভগবানের নাম নেবার সময় নাই; শুধু চিন্তা—আফগান যাচ্ছে, মারহাট্টা আসছে, রোহিলা উঠ্‌ছে, জাঠ্ বিদ্রোহী হচ্ছে, বেইমান বিশ্বাসঘাতক রাজার গলাটিপে মারছে। বাঃ বাঃ বারে মসনদ!

আলমগীর তৎপশ্চাৎ নাজিবৌদ্দলার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লাহোর-মতিমঞ্জিল।

আমদ খাঁ বাঙ্গাশ মালির ছদ্ম বেশে প্রবেশ।

বাঙ্গাশ।—একরত্তি একটা ছুঁড়ির জন্যে এত ও কর্‌তে হোল, গাজি-উদ্দিনকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে খাড়া করা, মালিসাজা, মালিনীর সন্ধান করা, তার সঙ্গে পীরিত করা আর আপাততঃ রোশেনারাকে দুবেলা দেখে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা তাও আবার আস্তে, অতি সন্তর্পণে, নইলে মালিনী বাগান ঝাড়ু দেওয়ার মত ঝেড়ে ফেল্‌বে। গেরো কি কম, গোদের উপর আবার বিষফোড়া, মালিনীর আবার গান চায়। কি করি বাবা পেটের দায়ে এ বয়সে আবার গলাটা সাধতে হোল, তান কি বেরাতে চায় তবু নাছোরবান্দা, এ জান্‌লে দিল্লীতেই তাণসেন মিঞার কবরের চারিদিকে ঘুরপাক খাওয়া যেত। ঐ যে সঙ্গীতজ্ঞা, নৃত্যগীত নিপুনা মালিনী নন্দিনী আসছেন।

মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী।—(সুর করিয়া) 'কৈ কৈ প্রাণবঁধু কোথায়।'

বাঙ্গাশ।—ঐরে আগুন ধরালে তবু তো চড়কির মত গিটকারী মারেনি, ফোঁ ফস্ ফস্ ফস্।

মালিনী। বলি ও হচ্ছে কি ?

বাঙ্গাশ। কোঁ রর—ফস্ ফস্ ফস্। দাঁড়াও প্রাণ, তুথাকি চড়কী, মনে করলে নিভিয়ে আসছে বুঝি, অমনি জোর গলায় কোঁ-রর-ফস্ উল্টো পাক খেলে; গিটকারী ও ঠিক তাই, যেমন সপ্তম হতে প্রথমে নেমেছে, অমনি মনে করলে বুঝি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আবার গ্রামে গ্রামে উঠে ধর, ধর, মার মার, করতে করতে পঞ্চমে উপস্থিত।

মালিনী।—ওঃ নাগর যে আমার অল্প দিনেই ওস্তাদ হয়ে উঠ্‌লে।

বাঙ্গাশ।—সাধনা চাই বুঝলে কিনা মনে প্রাণে সাধনা চাই কিন্তু ওস্তাদ হ'লেতো দিল্লীর আসর চলবে না, তোমাদের ছোট খাট—পাড়া-গেঁয়ে আসর চলতে পারে।

মালিনী।—আসর তো চিরকাল ওস্তাদেই রাখে, তবে দিল্লীতে বুঝি তোমার মত এয়ারে রাখে?

বাঙ্গাশ।—উহুঁ, মোটেই না, তারা সব 'উস্তাদ' জবর জবর 'উস্তাদ', বুঝেছ?

মালিনী।—আচ্ছা আচ্ছা তাই হোল, এখন গান কি রকম শিখলে একটা নমুনা দেখাও।

বাঙ্গাশ।—আহাহা, নমুনা আর বাইরে কেন, সে ঘরে হবে এখন, তবে বলে রাখিছি কিন্তু আর দুদিন পরেই তুমিও কক্কে পাবে না—একাই এক টানে সাবার করবো। ধরবো এই (সুর করিয়া) সা-আ-আ-আ—

মালিনী।—শুধু আ, আ, করলে কি হবে উ, উগুলো ও বলে ফেল না। আ তোমার মরণ দশা। এই বুঝি দুদিন দেখি নাই আর অমনি তর পিয়ে উঠেছ, আচ্ছা ধর দেখি—

বাঙ্গাশ।—আমি তো গড়রাজি নই মালিনী।

মালিনীকে ধরিল।

মালিনী।—দেখ কাজের সময় ওসব ভাল লাগে না বলছি।

বাগাশ।—আহাহা যাতে কাজের সময় ভাল লাগে তাই কর, আমি কি মানা করছি, ধর ধর।

মালিনী।—এ মুখপোড়া জ্বালালে দেখছি, গান ধররে, মুখপোড়া গান ধর।

উভয়ের দ্বৈতগীত।

মালি—আমি সাধ করে সেধেছি গলা
প্রেয়সী লো তোর তরে।
মালিনী—তাই ওই গলাতে মালাখানি
জড়িয়ে দিছি জোর করে।
মালি—আমি গাইব প্রেমের গান
মালিনী—থাক্ থাক্ আবার কেন
আগেই পায়ে বিকায়েছি প্রাণ।
মালি—আমি গাইবো, মানা মানবো না
মালিনী—ভয়ে পালাবো, গান শুনবো না
মালি—এসেছে সুরের জোয়ার কুল পাবিনে
আটকে যাবি কোন চরে,
মালিনী—ভয় কি আমার আছি বসে
কর্ণধারের কান ধরে॥

বাঙ্গাশ।—সরে পড়্ সরে পড়; বড় বড় পরী হুরী হুরী বুঝলি কিনা আসছে, ভ্যানা ঝাড়ার চোটে মারা যাবি, সরে পড়্। মালিনী ভাগ্যিস আমায় পছন্দ করেছিলিস্ তোর কৃপায় অনেক চিজ্ দেখলুম।

মালিনী।—আয়তো ঘরে তোর দেখা বের করি।

বাঙ্গাশ।—এই তো তোদের দোষ, আঃ (চুলের মুটি ধরিয়া মালিনীর প্রস্থান)।

অপর পার্শ্ব দিয়া রোশেনারার সখীদের সহিত প্রবেশ।

১ম সখী।—কি ভাই নাগর তো কাল আসছে।

রোশে।—নে নে এখন রঙ্গরস রাখ, অনেকদিন তোদের গান শুনিনি একটা গান ধর্—

২য় সখী।—হাঁ, হাঁ, এখন তো আর শুধু ভাষায় পোষাবে না, ভাব সাগর মন্থন করতে হবে।

(সখিগণের গীত)

(আজি) মিলনানন্দে কি মধু ছন্দে মাতিয়া উঠিছে মন
সখী মাতিয়া উঠিছে মন।
প্রেমের পরশে আকাশে বাতাসে জাগিয়াছে শিহরণ
একি জাগিয়াছে শিহরণ।
মুঞ্জরে তরু কাননে কুঞ্জে
গুঞ্জরে অলি কুসুম পুঞ্জে
ভুবন ভরিয়া কাহার লাগিয়া সার্থক্ আয়োজন
এই সার্থক্ আয়োজন॥

একজন তাতারিণী পরিচারিকার প্রবেশ

তাতারিণী।—(অভিবাদনান্তে) দিল্লী হতে গাজিসাহেবের লোক আপনার জন্য ভেট এনেছে তাই দেখবার জন্য হুজুরাইন আপনাকে ডাকতে বললেন।

সকলে।—চল্ চল্ আয়ি বখশিস পাবি বহুত বখশিস পাবি।

[সকলের প্রস্থান।

(বাঙ্গাশের পুনঃ প্রবেশ)

বাঙ্গাশ।—ঐ, ঐ চলে গেল। আমার ধ্যানের ধারনা স্বপ্নের প্রতিমা রোশেনারা, যৌবনের প্রথম উন্মেষে তোমায় দেখেছিলাম বালার্ক রক্তিম আভায় শতদ্রুর তীরে রূপের ডালি নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে। সেইদিন হতে তুমি আমার সমস্ত প্রাণ পূর্ণ করে আছ, এইবার এতদিনে তোমায় পেয়েছি। গর্ব্বিত মীরমান্নু, আভিজাত্যে-শ্রেষ্ঠ মীরমান্নু, বেহেস্ত কি জাহান্নম যেখানে থাক সেই স্থান হতে আজ দেখ বাঙ্গাশের প্রতিজ্ঞা পদ্মপত্রের জল কিম্বা প্রভাতের শিশির নয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আফগানিস্থান আমেদসা অব্দালির প্রাসাদ

আমেদসা আব্দালি ও দৌলত উন্নিসার প্রবেশ

আমেদ। সুলতানা মারহাট্টারা কি বীর?

দৌলত। কেন সুলতান?

আমেদ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমার প্রশ্ন করা উচিৎ ছিল সুলতানা; মারহাট্টারা বীর নয়? দিল্লীর বাদসা তোমার ভ্রাতা আলমগীর তাদেব খোরাকী সরবাহ করে কেমন? এই নাও আলমগীরের পত্র। [পত্র প্রদান ও সুলতানার পাঠ

দৌলত। সুলতান, মারহাট্টা জাতির এখন ভারতবর্ষে দোর্দ্দান্ত প্রতাপ, তারা সকলেই যোদ্ধা।

আমেদ। হুঁ মারহাট্টারা সকলেই যোদ্ধা, ভারতবর্ষের বুক তাদের অশ্বের পদচিহ্ন বহন করে ধন্য হয়ে আছে নয়? হুঁ, কৈ হ্যায়

(তইমুরের প্রবেশ)

তইমুর। পিতা—

আমেদ। তইমুর এখনি যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন কর।

দৌলত। সে কি সুলতান।

আমেদ। চুপকর সুলতানা; তইমুর সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করতে কত সময় চাও?

তইমুর। সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করতে অন্ততঃপক্ষে একপক্ষ কালের আবশ্যক।

আমেদ। কাপুরুষ! কে হায় জীহান খাঁ।

দৌলত। সুলতান আপনার এরূপ—

আমেদ। সহসা আমার রক্তবর্ণ চোকমুখ দেখে ভীত হচ্ছো, পরুষ কণ্ঠের তীব্রস্বর শুনে আশঙ্কিত হয়েছো, যুদ্ধের নামে শিউরে উঠছো মোগল রমণী? না, না বীরেরসঙ্গে যুদ্ধ আমার অন্তরের সাধ, বীরের রক্তে স্নান আমার চিরতৃপ্তি কামানের গর্জ্জনে শত্রুমাঝে গর্জ্জে উঠা আমার পরম সুখ, আর সুলতানা, বন্ধুকে সাহায্য করা আমার যে জীবনের পণ! মারহাট্টারা যোদ্ধা মারহাট্টারা বীর!

(জীহান খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন)

জীহান। সুলতান—

আমেদ। কে, জীহান খাঁ? দেখ দেখ ভাল করে দেখ তুমি জীবিত কিনা? মারহাট্টারা বীর, হুঁ বন্ধু আলমগীর বিপন্ন?

জীহান। আদেশ করুন সুলতান।

আমেদ। বলতে পার জীহান খা, আফগান পিতা, আফগান মাতার রক্তে জন্ম তৈমুরের বীর জীহান খাঁর শিক্ষাধীন তথাপি সে এত কাপুরুষ কেন?

তইমুর। পিতা, আপনার অভিসন্ধি বুঝতে না পেরে আমি সময়োচিত উত্তর দিতে পারি নি আমায় মার্জ্জনা করুন, ভারতের মারহাট্টা শক্তি উচ্ছেদ করে যে সৈন্য প্রয়োজন তা অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে সুসজ্জিত হয় খাইবার গিরিপথে অগ্রসর হতে পারে।

আমেদ। সন্তুষ্ট হয়েছি তইমুর। বালক, শক্তিমান হতে হলে সাহস ও মুষ্টিবদ্ধ অসির উপর ভর করে' আগুনের ঝলকা বুকে নিয়ে ধধুপের গতিতে লক্ষ্যপানে ছুটতে হয়। শক্তিমান কখনও

ব্যর্থকাম হয় না তইমুর, শক্তি অভিমানীই পদে পদে বিফল মনোরথ হয়। যাও আমি অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে আলমগীরের সাহায্যার্থ ভারত অভিযানে যাত্রা করবো—কিন্তু মনে রেখো তইমুর মনে রেখো জীহান খাঁ। আমেদসা—আব্দালির ভারত অভিযান এই চতুর্থবার। বৃদ্ধ বয়সের অভিযান সর্ব্বাংশে গরীয়ান হবে এই আমার অভিলাষ।

জীহান। যথা আজ্ঞা সুলতান।

[তৈমুর ও জীহান খাঁর প্রস্থান।

দৌলত। সুলতান, ভারতবর্ষে তো আপনি অনেকবার গেছেন এবার না হয়, বীর জীহান খাঁকে পাঠান।

আমেদ। বিলাসিনী রমণী স্বামীকে বিলাস পঙ্কে নিমজ্জিত, পুত্রকে স্নেহাঞ্চলে আবৃত রেখে কতদিন নিশ্চিন্ত থাকবে? ঐশ্বর্য্যের দেবতা, বিজয়লক্ষ্মী এই জড়ের আব্দার, কতদিন সইবে, সুলতানা?

(জীহান খাঁর পুনঃ প্রবেশ ও অভিবাদন)

জীহান। সুলতান, একজন মারহাট্টা যুবক।তাদের ঘর লুটবার আমন্ত্রণ নিয়ে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

আমেদ। ঐ দেখ দৌলত, দ্বারে বীরের দ্বারে, পুরুষকারের দ্বারে, অযাচিত ভাবে ভাগ্যদেবীর অনুচর উপস্থিত। জীহান খাঁ, নিয়ে যাও যুবককে মন্ত্রনা গৃহে, কিন্তু তার গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখবে। কাউকে,বিশ্বাস নাই; বিশেষতঃ এই শ্রেণীর জীবদের।

জীহান। আমার মনে হয় এই মারহাট্টা যুবকের উদ্দেশ্ত সাধু, কেন না

সে আমাদের সাহায্যে অত্যাচারী বর্ত্তমান পেশোয়াকে উচ্ছেদ করে, আমাদেরই অধীনস্থ থেকে জাতিকে উন্নত করতে চায়। সে কোলাপুরের রাজা, নাম দামাজি গাইকোয়ার।

আমেদ। জীহান খাঁ উদ্দেশ্য সাধু। সাগরের জল পুষ্করণীতে নিয়ে পুষ্করণী পরিপূর্ণ করতে চায়, অনাত্মীয়ের সাহায্যে আত্মীয়কে শাস্তি দিতে চায়। সাধু উদ্দেশ্য তার আর কোন ভুল নাই।

জীহান। সুলতান, তার অভিপ্রায় যাই হোক্ সে এখন আমাদের সাহায্য করতে চায়।

আমেদ। জীহান খাঁ, তুমি বয়সে বৃদ্ধ হয়েছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমার মস্তিষ্ক হৃদয় মন সব বৃদ্ধ হয়েছে; কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধ আমেদসা আব্দালি, অন্তরে মনে সামর্থ্যে এখনও তরুণের চেয়ে নবীন, যুবকের চেয়েও কর্ম্মঠ, তার আপন কর্ত্তব্য সে আপনিই সম্পাদন করবে, পরের ভরসা অপরের সাহায্য আশায় সে ভ্রুক্ষেপ করবে না। জীহান খাঁ, ভাগ্যলক্ষ্মী চির-আবদ্ধ শুধু সাহসের কাছে, আর আমেদসা আব্দালি এখনও সে সাহস হারা হয় নাই।

[আমেদসার প্রস্থান।

জীহান। (যাইতে যাইতে) শক্তিমান-শ্রেষ্ঠ তোমায় শতবার সেলাম করি।

[প্রস্থান।

দৌলত। বিজয় গৌরব অর্জ্জনের কি বিকট আকাঙ্খা। পত্রে প্রকাশ ভ্রাতা বিপদাপন্ন, দিল্লী প্রাণ শূন্য, মোগল গরিমা লুপ্ত প্রায়, আনন্দ মুখরিত বাসস্থানের শোভা ম্লান রেখেছি একেবার

নির্জ্জন গোরস্থানের বিষাদ মলিনরূপ দেখতে চাই, সোনার জন্মভূমি শ্মশানে পরিণত হয়েছে, আমি দেখতে চাই, আমি দেখতে চাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সম্বল নদীর তীর—মারহাট্টা শিবির।

রাঘব রাও, মলহর রাও হোলকার, দাতাজি-সিন্ধিয়া ও গোবিন্দরাও বুন্দেলা।

রাঘব। আর কালবিলম্বের প্রয়োজন কি? আজই রাত্রে মলহর ও দাতাজি তোমরা মুলতানের দিকে অগ্রসর হও; মুলতান দুর্গ অধিকার করে লাহোর আক্রমণ কর; আর আমি ও গোবিন্দরাও গাজি-উদ্দিনের পরামর্শ মত আগরা দুর্গ অধিকার করে' দিল্লী আক্রমণ করি। আমার বিশ্বাস, রামরাজা ও দামাজি উভয়েই দিল্লীতে আছে, যেমন করে হোক তাদের বন্দী করতে হবে।

মলহর। হাঁ এই দিল্লীর সম্রাট আমাদের করদ তথাপি সে কার্য্যে স্বাধীন; তাই পেশোয়ার শত্রু আজ তার আশ্রয়ে, এখন দেখছি এ স্বাধীনতাটুকু হরণ না করলে হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্র প্রতাপ সংহত করা দুঃসাধ্য।

গোবিন্দ। করদাতার নাম-মাত্র স্বাধীনতা হরণ অনায়াস সাধ্য; কিন্তু করদাতা যদি ভয়ের পরিবর্ত্তে ভক্তিতে কর দেয়, এরূপ ব্যবস্থা

করা হয়, তাহলে এসব চিন্তার তো আবশ্যক হয় না অথবা দামাজি কিম্বা রামরাজাকে আশ্রয় প্রদানের অছিলায় এ বৃথা রক্তপাতের ও প্রয়োজন থাকে না।

দাতাজি। করদাতা ভক্তিতে কর দেয় একথা তো কখনও শুনিনাই বুন্দেলা।

গোবিন্দ। কেন দেবেনা সিন্ধিয়া? মারহাট্টারা যে পেশোয়াকে কর দেয় সে ভক্তিতে না ভয়ে।

রাঘব। সিন্ধিয়া, বুন্দেলা, রাজ্যের আবশ্যকে লোককে কর দিতেই হবে, তা ভক্তিতেই হোক্ আর ভয়েই হোক্।

মলহর। নিশ্চয়ই।

গোবিন্দ। কিন্তু এই বিরাট বাহিনীর উৎকট খেয়াল চরিতার্থের জন্য অকারণে দৈনন্দিন যুদ্ধ বিগ্রহ, নির্ব্বিরোধী শান্ত প্রজার উপর অত্যাচার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের রাজশক্তির উপর অযথা উৎপীড়ন, আরও শত শত অনাচার করতেই আমাদের সংগৃহীত যাবতীয় অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, অথচ মুখে বলছ কিনা রাজ্যের আবশ্যক।

মলহর। দেশের অবস্থা বিবেচনা করে দেখ বুন্দেলা, যে মহারাষ্ট্রের এই সৈন্য সংরক্ষণ ও যুদ্ধবিগ্রহ দেশে শান্তি রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন এমন কি সে তুলনায় সৈন্য সংখ্যা ও অভিযান অনেক কম।

দাতাজি। মলহর, শুধু সৈন্য রক্ষা করতে ও তাদের খেয়াল মেটাতে মহারাষ্ট্রের সংগৃহীত ত্রিশকোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়, লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করেও সন্তুষ্ট নও কেমন? বলতে পার ভাই দেশে এই শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে আরও কত অর্থের কত প্রাণ বলিদানের আবশ্যক?

গোবিন্দ। সিন্ধিয়া, এখনও বুঝতে পারছোনা যে, এসকল দেশের পক্ষে প্রয়োজন না হ'লেও শক্তিমান মহারাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে।

রাঘব। অর্থাৎ—

গোবিন্দ। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র চায় রক্তচক্ষু দেখিয়ে দেশকে চির পদানত করে রাখতে, উৎপীড়ন করে চায় নিরন্ন দেশবাসীর কাছ হতে 'চৌথ' ও 'সরদেশ মুখী' আদায় করতে, তলোয়ার ও কামান দেখিয়ে চায় লোকদের সংযত করে রাখতে।

রাঘব। বুন্দেলা, মহারাষ্ট্র জাতরি প্রতিষ্ঠাতা দেশমান্য ছত্রপতি শিবাজীর প্রদর্শিত পথে ভক্তিপ্রণতঃ শিরে, সেই মহাত্মার সাধু নীতি অবলম্বনে মারহাট্টারা চলেছে, তাই আজও তার স্থায়ীত্ব রয়েছে, আর তুমি মহারাষ্ট্র হয়ে সেই পূণ্য চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করছো ; ছিঃ ছিঃ বুন্দেলা।

গোবিন্দ। রাঘবরাও, মহাত্মা শিবাজীর বিরাট বাহিনী রক্ষার প্রয়োজন ছিল রাজ্যবৃদ্ধি কারে তখন যুদ্ধ বিগ্রহের আবশ্যক হয়েছিল ছত্রপতির রাজত্ব গড়তে কর আদায় করবারও যথেষ্ট হেতু ছিল ; কিন্তু আজ মারহাট্টারা ভারত বিজয়ী প্রতিদ্বন্দীহীন, অপরিমেয় অর্থের অধিকারী, গড়া রাজত্বের একমাত্র মালিক আর অন্যদিকে তাদেরই অত্যাচারে, গৃহে গৃহে অশান্তি, নিত্য দুর্ভিক্ষ, প্রজা অনশনে ক্লিষ্ট। এমত অবস্থায় প্রজার মুখপানে না তাকিয়ে চণ্ড নীতি প্রচলিত রেখে দেশকে উত্যক্ত করতে চাও, চৌথের পর চৌথ আদায় করে নিস্বঃ দেশবাসীকে মৃত্যু যন্ত্রনা দিতে চাও ? রাঘবরাও, যে অধিকার একদিন সেই মহাপুরুষের ছিল আজ সে অধিকার আমাদের কিছুতেই নাই।

রাঘব। এযে তুমি বিষম ভুল করছো বুন্দেলা। রাজ্যরক্ষা অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে—

গোবিন্দ। মাপকর রাঘবরাও। মহারাষ্ট্রেরাই কি ভগবানের নির্ব্বাচিত আদৃত সন্তান? তারাই কি একা রাজ্য রক্ষা, অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, তারাই কি শুধু ধনরত্ন সঞ্চয় করিতে পারে, তারাই কি শুধু বেঁচে থেকে লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হতে পারে? এ অধিকার, এ যোগ্যতা, এক্ষমতা কি আর কারও নাই? যদি তাই হয় ভাই, তবে এস কামানের পর কামান সাজিয়ে এক একটা দেশ এক এক করে উড়িয়ে দিই—দেশের অধিবাসী তিলে! তিলে মৃত্যু-যন্ত্রনা ভোগ করবার চেয়ে একেবারে মরে বাঁচুক্। পরপার হতে তারা আমাদের আশীর্ব্বাদ করবে, আমরাও জুড়োবার সময় পাব।

দাতাজী। আচ্ছা সেই মহাপুরুষ শিবাজীর মত আর্য্যাবর্ত্তের দিকে ধাওয়া না করে, আমরা শুধু এই' দাক্ষিণাত্য নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন?

মলহর। কিন্তু সে দাক্ষিণাত্য আজ থাকবে কোথায় সিন্ধিয়া, যদি আর্য্যা-বর্ত্তে প্রভূত্ব অক্ষুন্ন রাখতে না পারি।

[শিবির মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি]

রাঘব। সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত, এখন চল, যুক্তি তর্ক পরে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

লাহোর মতি মঞ্জিল মধ্যস্থ বিরাম নিকেতন।

মালির ছদ্মবেশে বাঙ্গাশের প্রবেশ।

বাঙ্গাশ। তাইতো সন্ধ্যা হয়ে গেল, আরতো এখানে দেরী করতে পারি না, গাজিসাহেব বুঝি একলা আসতে পারলে না! তাইতো।

গাজিউদ্দিনের প্রবেশ।

গাজি। এই যে বাঙ্গাশ, কিন্তু বাঙ্গাশ অন্য কোন উপায় অবলম্বন কর।

বাঙ্গাশ। গাজিসাহেব, অন্য আর কোন উপায় নাই। এই দেখুন মহারাষ্ট্রের পত্র, আজই তৃতীয় প্রহরে তাদের একদল লাহোর অন্যদল দিল্লী আক্রমণ করবে। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কার্য্য সমাধা করে' দিল্লী গিয়ে মসনদ দখল করবো। মারহাট্টাদের কিছু বেশী ধরাট করে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে, কিন্তু পথের কাঁটা অপসারিত করতেই হবে। কিছু চিন্তা করবেন না, কিছু চিন্তা করবেন না, তুনিয়ায় আত্মীয় কেউ নাই—আত্মীয় এক ঐশ্বর্য্য।

গাজি। বাঙ্গাশ তুমি যাও, রোশেনারা আসছে, তুমি—তুমি এখন যাও।

বাঙ্গাশ। (স্বগতঃ) হাঁ এখন যাব, কিন্তু (প্রকাশ্যে) শুনুন আমি শোবার ঘর দেখে রেখেছি, দরজা খোলা থাকবে সে ব্যবস্থাও করেছি। মোদ্দাৎ আপনি ঠিক থাকবেন যেন, আজ আপনি নগণ্য গাজি উদ্দিন, কাল আপনি মহামান্য দিল্লীর বাদসা।

[প্রস্থান।

গাজি। সত্যই, তুনিয়ায় ঐশ্বর্য্যই পরমাত্মীয়। আজ আমি বাদসা হই সকলেই আমার আত্মীয়তায় ফেটে পড়বে, আবার কাল পথের

ভিখারী হই সব বিমুখ। সেই আমি কিন্তু ঐশ্বর্য্য বিহীন, আত্মীয় শূন্য। বাঃ বাঃ! বড় মজাদার দুনিয়া।

(রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। কি গো, আমায় পেছনে ফেলে বড় একলাটী চলে এলে যে?

গাজি। কে রোশেনারা?

রোশেনারা। সে কি গো এর মধ্যেই যে চিন্‌বার কষ্ট হচ্ছে?

গাজি। না রোশেনারা কিছু মনে করো না। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।

রোশেনারা। এর মধ্যেই কি রোশেনারা মন হতে সরে গেল নাকি?

গাজি। না না তা কেন।

রোশেনারা। কাজে কাজে তাই দাঁড়াচ্ছে বৈ কি! এখন অন্ততঃপক্ষে কিছুদিন তো আমিই তোমার সমস্ত মনখানি জুড়ে বসে থাকবো এ আব্দার তো আমার আছে। এই আমার মনে তুমি বই আর তো কেউ নাই।

গাজি। (স্বগতঃ) আহা, সরলা বালিকা, তুমি জান না কাকে ঐ বুকে স্থান দিয়েছ। অমৃত ভেবে কি বিষ তুমি পান করেছ।

রোশেনারা। কৈ কিছুই তো বলছ না?

গাজি। কিছু মনে করো না রোশেনারা। আজ আমি দু'দিন দিল্লী ছাড়া বাদসার হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে।

রোশেনারা। হাঁ হাঁ তাইতো, সে কথা আমার মনেই ছিল না। তুমি কিছু মনে করো না গো, আমার কথায় দোষ নিও না।

গাজি। এ যে বিষম সমস্যার ফেল্লে খোদা।

[প্রস্থান।

(রোশেনারার গীত)

কে জানে গঠিত কিসে রমণীর মন।
তারই কথায় হাসে কাঁদে হয় উচাটন॥
তারই তরে প্রাণ ধরে
তারই নাম গায়
ভুলিয়া ভাবে না কভু
কোথা তরী বায়
শুধু চলে তারই ছলে ছলছল ছনয়ন॥
প্রকৃতির একি রীতি
যে সহে সে সহে নিতি
বিপরীত এই রীতি সহি কতক্ষণ।

[প্রস্থান]

———

অষ্টম দৃশ্য।

লাহোর দুর্গের খাসমহল।

(পাশাপাশি দুইটী কক্ষ—একটীতে নিজামত নিদ্রিত অপরটীতে বায়ুবেগম নিদ্রিতা ; মধ্যে একটী বারান্দা বাঙ্গাশের ছুরিকা হস্তে প্রবেশ)

বাঙ্গাশ। এই তো পশ্চিম দিকের কক্ষ। (দরজা খুলিয়া) এই যে বালক নিদ্রিত, কিন্তু গাজি সাহেব তো এখনও এলো না, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, একটু পরেই মারহাট্টারা দুর্গ আক্রমণ করবে, তার পূর্ব্বেই সমস্ত শেষ ক'রে, রোশেনারাকে নিয়ে পলায়ন করতে হবে। মালিনীর উপকার জীবনেও ভুলতে পারবো না। তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি যাব প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি।

(গাজি উদ্দিনের প্রবেশ)

গাজি। কে বাঙ্গাশ ?

বাঙ্গাশ। হাঁ গাজি সাহেব। আপনি প্রস্তুত ?

গাজি। বাঙ্গাশ তোমার পায়ে ধরি ভাই ফিরে যাও, আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, দিল্লীর সিংহাসনও চাই না।

বাঙ্গাশ। গাজি সাহেব, সহৃদয়তা দেখাবার এ সময় নয়, মারহাট্টারা যদি বোঝে আমরা প্রতারক তবে, আপনিও যাবেন আমিও যাব। আপনি চুপ করুন, সহায়তা করতে না পারেন ফিরে যান, গোলযোগ করবেন না।

গাজি। কিন্তু বাঙ্গাশ, তুমিও

(অদূরে কিসের শব্দ হইল)

বাঙ্গাশ। না না তা হয় না, ঐ কিসের শব্দ, এখুনি হয়তো জেগে উঠবে না আর বিলম্ব নয়।

(নিজামতের কক্ষে প্রবেশ ও ছুরিকাঘাত)

নিজামত। মা—মা, চোর—চো—

(মৃত্যু)

বান্নুবেগম। কে কে, কেও?

বাঙ্গাশ। (দ্রুত বান্নুবেগমের কক্ষে প্রবেশ) বুড়ি শয়তানী, এইবার তোমার পালা।

বান্নুবেগম। উঃ—চোর—মেরে ফেল্লে— মেরে ফেল্লে—

(রোশেনারার দ্রুত প্রবেশ)

বাঙ্গাশ। (ছুরি বসাইতে বসাইতে) নিজামত মরেছে, তুমিও মর।

বান্নুবেগম। উঃ উঃ—

রোশেনারা। কে তুই নরপ্রেত! স্বামি! তুমি এখানে নীরব নিশ্চেষ্ট কেন? বুঝেছি গাজি সাহেব, ভাইকে মেরেছো, মাকে মেরেছো, এইবার স্ত্রীহত্যা করে' সুখে রাজ্য ভোগ কর। নাও, নাও, দুনিয়ায় নূতন ধারা প্রবাহিত হোক্। আয় নরপিশাচ তোর প্রভুর পথ পরিষ্কার কর।

(বাঙ্গাশের পদতলে পড়িল)

বান্নুবেগম। উঃ, নি—জা—ম—ত মা—উ—

(মৃত্যু)

রোশেনারা। (উঠিয়া) কি করলি শয়তান, কি করলি! গাজি সাহেব তুমি কি করলে? মা, মা।

(পতন ও মূর্চ্ছা)

মারহাট্টা সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) 'জয় পেশোয়া কি জয়'।

(গাজি উদ্দিন রোশেনারাকে উঠাইতে যাইবে এমন সময় বাঙ্গাশ গাজিকে টানিয়া আনিয়া)

বাঙ্গাশ। ঐ শুনুন মারহাট্টার জয়োল্লাস, পড়ে থাক্, পড়ে থাক্, এক দিকে বিশাল রাজ্য, অন্য দিকে রমণীর মোহ, মোহ পড়ে থাক্, রাজ্য গ্রহণ করুন।

আফ-সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) "আল্লা আল্লাহো সুলতান কি জয়"

(পিস্তল হস্তে আমেদসা আব্দালির প্রবেশ ও জাঁহানখাঁর সৈন্যগণের সহিত প্রবেশ)

আমেদসা। তার পূর্ব্বে নবীন রাজ্যেশ্বর, পারস্য সুলতানের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

(বন্দী করিতে ইঙ্গিত ও তথাকরণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

কুঞ্জপুর—দুর্গাভ্যন্তর

(তইমুর, জীহান খাঁ, ওয়ালি খাঁ, আতাই খাঁ ও
বন্দী গাজি উদ্দিন ও আহমদ খাঁ বাঙ্গাশ)

তইমুর। ওয়ালি খাঁ পিতার আদেশ তুমি এই দণ্ডে একদল অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে আমাদের পরম মিত্র নাজিবৌদ্দলার অনুসন্ধান কর।

ওয়ালি। সাহাজাদা, আমার বোধ হয় সে রোহিলাখণ্ডের কোন নিকটবর্ত্তী স্থানেই আছে। আর সহরেও গুজব যে সে নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় নিয়েছে।

জীহান। যাও ওয়ালি খাঁ, লক্ষ্ণৌএ যাও, বেরেলি যাও—যেখানে পাও নাজিবকে ফিরিয়ে আন, আর যদি নবাব আফগান সুলতানের বন্ধুকে আশ্রয় দিয়ে থাকে তবে, নবাবকে বল যে আফগান আজ হতে তারও বন্ধু, আফগান বন্ধুকে সব দেবে আর শত্রুকে—গাজি উদ্দিন, আহমদ খাঁ প্রস্তুত হও। যাও ওয়ালি খাঁ।

(ওয়ালি খাঁর অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

সাহাজাদা, এই পিশাচদের বিচারভার সুলতান আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সেই ভার আমি তোমায় দিচ্ছি।

তইমুর। যথা আজ্ঞা গুরুজি। আতাইখাঁ, এই উপাংশু হত্যাকারীদের অর্দ্ধেক অঙ্গ মাটীতে পুঁতে কুকুর দিয়ে এদের খাওয়াবার ব্যবস্থা কর।

(আতাইখাঁ বন্দীদের লইয়া যাইতেছিল এমন সময় রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। সেনাপতি সাহেব, মিনতি করি ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

জীহানখাঁ। কে তুমি মা? বন্দীদের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?

রোশেনারা। আমার পরিচয়—সৈন্যাধক্ষ্য সাহেব, আমি ভিখারিণী, কৈ সুলতান কোথায়?

(আমেদসা আব্দালির প্রবেশ)

আমেদসা। ভিখারিণী বালিকা, তুমি আমার বন্ধু কন্যা, আমার অন্তঃপুরে যাও মা, এরা বিচারক এদের বিচারে বাধা দিও না।

রোশেনারা। বন্ধু কন্যার পরিচয় নিয়ে অন্তঃপুরচারিণী হতে তো এখানে আসি নাই সুলতান। আমি ভিখারিণী, ভিক্ষা চাই, সুলতানের দয়া ভিক্ষা চাই।

আমেদসা। বিচারকের কি দয়ামায়া থাকে বালিকা?

আতাই। নরহত্যাকারীদের ষড়যন্ত্রকারীদের মুক্তি দেওয়া বিচারকের সাধ্যাতীত।

জীহান। শুধু কি তাই! একদিন একা শয়তানই বেহস্ত ছারখার করেছিল, তার অত্যাচারে ভগবানও বেহস্তচ্যুত হয়েছিলেন। সুখের বিষয় তার দোসর ছিল না, তাহলে হয়তো সারা দুনিয়াটাই জাহান্নমে যেতো, কিন্তু আজ শয়তান, শয়তানের দোসর দুই বর্ত্তমান; না না, এদের মুক্তি অসম্ভব।

আমেদসা। তাই নাকি জীহান খাঁ! দাও আতাই খাঁ, সানুচরে শয়তানকে মুক্ত করে দাও। বিস্মিত হয়ো না তইমুর, বিস্মিত হয়ো না জীহনখাঁ, আসমানের দেবতা শয়তানের অত্যাচার সইতে পারে না, কিন্তু জমীনের এই ক্ষুদ্র মানব সেই শয়তানের ভ্রুকুটী উপেক্ষা ক'রে নির্ব্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে পারে। যাও মা স্বামী নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও, কিন্তু মনে রেখো বন্ধু কন্যা, এ বিচারকের বিচার নয়, সুলতানের দয়ার দান নয়, এ আমেদসা আব্দালির গর্ব্বাভিমান তার মনুষ্যত্বের অহঙ্কার।

(বন্দীদের বন্ধন মোচন)

রোশেনারা। সুলতান তোমার জয় হোক্।

(রোশেনারা, গাজিউদ্দিন ও বাঙ্গাশের প্রস্থান ও দামাজিগাইকোয়ারের প্রবেশ)

আমেদসা। দামাজি, মারহাট্টারা কি আবার আসবে বলে মনে কর, তাদের বড় বড় যোদ্ধা গোবিন্দরাও, রাঘবরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় পালিয়েছে, দাতাজি মৃত, তার সমস্ত পল্টনও মৃত, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে (হাসিতেছিল) শক্তিশালীর সঙ্গে শক্তি অভিমানীর বিবাদ, ঠিক হয়েছে।

দামাজি। সুলতান, এদিকে কিন্তু মারহাট্টারা রোহিলাদের সর্ব্বনাশ করেছে, বিশহাজার গ্রাম অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করে আবালবৃদ্ধ বনিতাকে পুড়িয়ে মেরেছে, উপযুক্ত রসদও সংগ্রহ করেছে, তারা আবার আসবে।

আমেদসা। তাদের আসাই তো চাই, না আসে আমন্ত্রণ দিয়ে তাদের নিয়ে এস, কিন্তু ব'ল যে অপদার্থ এই দস্যু মারহাট্টা জাতির

একজন মাত্র জীবিত থাকতেও আমেদসা আহ্মালি দেশে ফিরবে না।

দামাজি। সুলতান, সমগ্র মারহাট্টা জাতি দস্যু নয় তাদের রাজা দস্যু।

আমেদসা। মিথ্যা কথা দামাজি, সমগ্র জাতি দস্যু—তাই রাজার দস্যুতা সহ্য করছে। আবার প্রয়োজনে রাজার এই জঘন্য বৃত্তিতে সহায়তাও করছে। যাক্ দামাজি, যদি দেশকে উন্নত করতে চাও, তবে ঘরে গিয়ে কর্ম্মীর অনুসন্ধান কর, তা হোক্ সে খ্রীষ্টান, হোক্ সে মুসলমান, হোক্ সে হিন্দু, সত্য বিশ্বাসীদের জাতিভেদ নাই, মনে রেখো দামাজি সত্য বিশ্বাসীদের কখনও জাতিভেদ নাই।

দামাজি। সুলতান, মানুষ এত মহৎ হয় ?

আমেদসা। মহত্ব মানুষেরই ধর্ম্ম দামাজি, হাঁ কোলাপুর যাত্রার পূর্ব্বে আলমগীরের কন্যার সহিত তইমুরের বিবাহ উৎসব দেখে যাও এই আমার ইচ্ছা। হিন্দু বীর মুসলমানদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে তো ?

দামাজি। সে কি সুলতান, এই যে আপনিই বললেন সত্য বিশ্বাসীদের জাতিভেদ নাই।

আমেদসা। তবে এস সত্যাশ্রয়ী বন্ধু, বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজ আমরা পরস্পরের তরবারির বিনিময় করি, ভবিষ্যতে যেন হিন্দু-মুসলমান আপন তরবারি আপন গলদেশে স্থাপন না করে।

(উভয়ের তরবারি বিনিময়)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভরতপুর দুর্গাভ্যন্তর।

(রাঘবরাও ও গোবিন্দরাওয়ের প্রবেশ)

গোবিন্দ। রাঘব মহারাষ্ট্র-বাহিনীর পরাজয় এই প্রথম, তবে সুখের বিষয় রামরাজা আমাদের বন্দী।

রাঘব। কিন্তু এ কলঙ্ক-কালিমা মেখে মহারাষ্ট্র অধিকদিন নিশ্চিন্ত থাকবে না। বাদসাহের সহায় আফগান সুলতানকে অচিরেই এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। পেশোয়ার আহ্বানে আমি পুণায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু আফগানের ভারতীয় লীলার অবসান করতে সদাশিউ তোমাদের সাহায্যে আসছে। এখন দিল্লীতে সম্রাটের কন্যার বিবাহ উৎসবে সকলেই ব্যস্ত, এই শুভ অবসর; আর সূরজমল আমাদের সাহায্য করতে পশ্চাৎপদ হবে না তবে দিন ক্ষণ না দেখেও সে বের হবে না।

(সূরজমল ও জনৈক গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

গ্রহাচার্য্য।—এ গর্গাচার্য্যের বচন। রাজা এ গর্গাচার্য্যের বচন, প্রক্ষিপ্ত নয়, একেবারে খাঁটি।

সূরজ। একবার সব পাঁজিপুঁথি গুলো ভাল করে দেখে নিন্। বুঝেছ কিনা রাঘব, আমি ভাই এ সব একটু আধটু মানি।

গোবিন্দ। রাজা, আপনিও কুসংস্কারের—

রাঘব। আচ্ছা রাজা, এদিকে যুদ্ধ বাধবে আর ওদিকে আপনি পাঁজি-পুঁথি নিয়ে বসে থাকবেন। শত্রু আপনার মাথা কেটে ফেলবে যখন, তখন—

সুরজ। কাটা মাথা জোড়া লাগবে, বুঝেছ কিনা রাঘবরাও গ্রহাচার্য্যের নবগ্রহ মন্ত্রে কাটামুণ্ডু জোড়া লাগবে।

রাঘব। কিন্তু রাজা (গ্রহাচার্য্যকে দেখাইয়া) এই দশম গ্রহের শান্তি স্বস্ত্যয়ন কিছু পাঁজিতে পুঁথিতে আছে বলতে পারেন ?

গ্রহাচার্য্য। এই তোমাদের মত পাষণ্ড অর্ব্বাচীনের জন্যই আজ এই সনাতন ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ, ভারতের তাই আজ এই দুর্দ্দশা।

রাঘব। গ্রহাচার্য্য মশায় ভারতের দুর্দ্দশার কারণ আপনারা—না এই অর্ব্বাচীনেরা।

সুরজ। ও চীন জাপান কারও দোষ নাই—দোষ আমাদের, বুঝেছ কিনা, তাই তোমাদের মত রক্ত গরম যুবকদের আমরা আজ মুন্সিয়ানা করতে দিয়েছি।

গ্রহাচার্য্য। ঋষিবাক্যে সন্দিহান, পিতৃপিতামহের আচারে সন্দিগ্ধ, ধর্ম্মের নামে উপহাস! ঘোর কলি! ওহো ঘোর কলি। "ক্বচিৎ ছিন্না ক্বচিৎ ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী" তদৈব প্রবল কলিঃ, শাস্ত্র বাক্য, শাস্ত্র বাক্য—মহাজনের দিব্যচক্ষুর দৃষ্টি।

গোবিন্দ। (রাঘবকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া) গ্রহাচার্য্য মশায় আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। রাঘবরাও পাঁজিপুঁথি খুব মানে, তবে কি জানেন বয়স তো কাঁচা তাই একটু রসিকতা—

গ্রহাচার্য্য। আমার সঙ্গে রসিকতা—সুরজমল তোমাদের আর প্রতুল নাই, তোমাদের আর প্রতুল নাই।

সুরজ। ওহে বুন্দেলা, বয়স আমাদেরও আছে, রসিকতা আমরাও করে থাকি, তবে সেই সঙ্গে আমরা পাত্রাপাত্রের বিচারটা করতে ভুলি না, বুঝেছ কিনা?

গোবিন্দ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, যার নিজের বিচারজ্ঞান থাকে সে পরের বিচারটাও মানে, তাইতেই আপনি পাঁজিপুঁথি মানেন।

সুরজ। এই দেখ গোবিন্দ, বুঝেছ কিনা ভাই তুমিই ঠিক বুঝেছ, বিচার-জ্ঞান চাই, বিচারজ্ঞান চাই, নিন গ্রহাচার্য্য মশায়, পেশোয়া আমার পুরাতন বন্ধু, সে চায় আমি এদের সঙ্গে, বুঝেছেন কিনা বাদসাহী চণ্ডীমণ্ডপে একবার ধাওয়া করে কিছু টাকা ও মণি মুক্তা সংগ্রহ করি। দেখুন, বুঝেছেন কিনা সময় ভাল হলে, বুঝেছ ভাই গোবিন্দ আমি নিশ্চয়ই যাবো। তোমাদের উপায়, বুঝেছ কিনা, আমি করবোই।

গ্রহাচার্য্য। হুঁ (কিছুক্ষণ গণনা করিয়া) একাদশে বৃহস্পতি তৃতীয়ে শনি, লগ্নে রাহু—বুঝেছ সুরজমল "তৃতীয়ে শনি ধরে ছাতা"।

সুরজ। কেন বৃষ্টিকরণ যোগ আছে নাকি ?

গ্রহাচার্য্য। রাজা মূর্খ হলে অশেষ দোষ হয়। আরে না, না, "ধরে ছাতা" অর্থাৎ বহু ধনাগম অবশ্যম্ভাবী।

সুরজ। তবে আর কি, তবে আর কি—

গ্রহাচার্য্য। কিন্তু রাজা—

সুরজ। ধনাগমের সঙ্গে আবার কিন্তু ও আসবে নাকি। এ তো মন্দ নয়, বুন্দেলা কিন্তু আসছে ধনও আসছে কোন ভয় নাই।

গ্রহাচার্য্য। তুষ্টিং ভূয়ঃ, সুরজমল তুষ্টিং ভূয়ঃ। গর্গাচার্য্যের বাক্য মিথ্যা হয় না, ঋষিবাক্য একেবারে নির্ভুল, তবে—

সুরজ। নির্ভুল যদি তবে আবার 'তবে' ব'লে সুর টানছেন কেন ?

গ্রহাচার্য্য। বুঝেছ কিনা একটা কথা—রাশিতে বুধ আর অন্তরে ও গোচরে—

সুরজ। ওকি কবিতা আরম্ভ করলেন না, "অন্তরে" "গো-চরে" দেখে শিউরে উঠলেন।

গ্রহাচার্য্য। তুমি প্রকাণ্ড অর্ব্বাচীন, তোমার—

সুরজ। গ্রহাচার্য্য মশায় ছাতা ধরে আবার কিস্তু হয়, আমার আনন্দ হচ্ছে—বুঝেছেন কিনা আনন্দে আমার ধৈর্য্য থাকছে না। আর বেতো পা তাই নাচতে পারছি না, কিন্তু আপনি চট্ করে বলে ফেলুন; সুর পাল্টে ফেলুন, কিছু যজ্ঞ কি হোমের আবশ্যক হয় ফৰ্দ্দ পেশ করুন।

গ্রহাচার্য্য। হাঁ, সুরজমল যজ্ঞ করবো—রীতিমত যজ্ঞ করবো। তোমার লভ্যাংশ সহস্রগুণে বৃদ্ধি হবে। আমি যজ্ঞ করবো, গ্রহ শান্তি করবো।

সুরজ। তবে, বুঝেছেন কিনা, ফৰ্দ্দটা একটু বুঝে সুঝে—

রাঘব। সে কি রাজা গ্রহশান্তি, যজ্ঞ—তারপর আপনি রাজা, রাজফৰ্দ্দ হবে; কোন ভয় নাই।

গ্রহাচার্য্য। শাস্ত্র অনুযায়ী ফৰ্দ্দ হবে—শাস্ত্রের ক্রিয়াকলাপ তো আমি তোমার জন্য পণ্ড করতে পারি না, তবে লাভ অবশ্যম্ভাবী।

সুরজ। তবে ছাতা মাথায় দিয়ে 'কিস্তু' নিয়ে ফিরে এসেই না হয় ভাল করে হবে বুঝেছেন কিনা?

গ্রহাচার্য্য। সুরজমল, শাস্ত্র বিশ্বাস কর, আর শাস্ত্রের নিদেশ বিশ্বাস কর না।

সুরজ। বুঝেছেন কিনা, আমি সবই বিশ্বাস করি; তা যখন যজ্ঞের প্রয়োজন তখন—হ্যা হ্যা 'কিস্তু' কিম্বা 'ছাতার' অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। লেগে যান বুঝেছেন কিনা, লেগে যান।

গ্রহাচার্য্য। উত্তম, আমি ফৰ্দ্দ প্রেরণ করছি, তুমি রাজ সরকারে, আদেশ

দান কর। লাভ অবশ্যম্ভাবী, গর্গাচার্য্যের বচন নির্ভুল। ঋষি-বাক্য চির সত্য, অমল ধবল সত্য।

[প্রস্থান।

রাঘব। রাজা, তবে তো আপনার আর কোন আপত্তি নাই, গ্রহ যখন শান্ত হচ্ছে তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ?

সুরজ। রাঘব, বুঝেছ কিনা, আমি পেশোয়ার বাল্যবন্ধু, তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে কি পারি, তবে হিন্দু আমি, দেশের রাজা আমি—আমাকে শাস্ত্র তো মানতেই হবে, বুঝেছ কিনা, তুমি তোমার ঘোঁড়ায় উঠে পুণার যাও, আমি গোবিন্দরাওদের নিয়ে মোগল দরবারে হানা মারি। বুড়ো হ'লে কি হবে—বুঝেছ কিনা—তোমরা যা না পার আমি এখনও তা পারি।

গোবিন্দ। তা আর পারেন না, নইলে ভরতপুর দুর্গ এখনও অজেয় রয়েছে, মণি মুক্তার ঐশ্বর্য্যে দিল্লীর গরিমাকেও পরাজিত করেছে।

সুরজ। বুঝেছ কিনা গোবিন্দরাও, তুমিই ঠিক বুঝেছ, দিল্লীর আর কি আছে হে ? যা ছিল তা তোমরা অর্দ্ধেক সাবাড় করলে, আর অর্দ্ধেক বুঝেছ কিনা দশ ভূতে নিলে, তা যাক। বুঝেছ কিনা, ভাগ্যের ফল, এমন ঋষিবাক্য পড়ে রয়েছে "ভাগ্যম্ ফলন্তি সর্ব্বত্রং" বুঝেছ কিনা হা—হা—হা, বুঝেছ কিনা, ঋষিবাক্য নির্ভুল।

(প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ রাঘব ও গোবিন্দরাওয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আজমীরের প্রান্তদেশ—বনস্থল।

একটী কুটীরের সম্মুখভাগ—সম্মুখে অপ্রশস্ত
আঁকা বাঁকা পথ।

(রোশেনারা গাহিতেছিল।)

স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল আশা শুধু মিটিল না,
বসন্ত পলায়ে গেল ফুলকলি ফুটিল না॥
থেমে গেছে হাসি গান
সুখ সাধ অবসান
হায়রে মোহের ঘোর তবু তোর টুটিল না।
যাতনায় হয়ে সারা
ঢালি কত আঁখি ধারা
তবু এ স্মৃতির দাগ হৃদি হতে উঠিল না॥

রোশে। চোখের সম্মুখে স্বামীর কীর্ত্তি দেখলুম; কিন্তু না, না, আমি যে ভারতের রমণী, স্বামীর দেবত্বই চোখে ভেসে উঠল। মা! না, তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আর তোমায় কষ্ট দেব না। এখন শুধু কন্যার মন বুঝে তার কর্ত্তব্য ব'লে দাও, ব্যথা বুঝে বেদনা তার লাঘব কর।

(বসিয়া পড়িল)

(গ্রাম্য বালকগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

দিনের আলো নিভে এল চল ফিরে যাই ঘরে।
কলসী ভরা মিঠা পাণি উছলে বুঝি পড়ে॥
কোথা কি ফুল উঠেছে ফুটে
ছুটছে পবন সোহাগ লুটে
গন্ধ মেখে সন্ধ্যা আসে কাল সাড়ী পরে।
ডাকছে পাখী বিজন বাসে
আসছে নাগর প্রিয়ার পাশে
সে খুসি হয়ে কথা কবে রাঙ্গা অধর ধরে'॥

[প্রস্থান]

রোশেনারা। (উঠিয়া) তাইতো সন্ধ্যা হয়ে এল, যাই ঝরণা হতে জল আনি।

[কুটীর মধ্যে গমন।

(গাজি উদ্দিন, বাঙ্গাশ ও সদাশিউ রাওয়ের প্রবেশ)

গাজি। আমরা দিল্লী দুর্গের সমস্ত অন্ধি সন্ধি অবগত, সাধ্যমত আপনাদের সাহায্য করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বাঙ্গাশ ছদ্মবেশে এইমাত্র দিল্লী হতে আসছে।

সদাশিউ। কি সংবাদ?

বাঙ্গাশ। আমেদসা আব্দালি আপনাদের দর্প চূর্ণ করতে প্রচুর সমরায়োজন করছে, আর আলমগীর সুজাউদ্দৌলা আপনাদের সর্ব্বনাশ করতে সমস্ত মুসলমান একত্রিত করেছে।

সদাশিউ। হুঁ, আচ্ছা তোমরাও তো মুসলমান।

বাঙ্গাশ। হাঁ, কিন্তু আমরা আমেদসা আব্দালির ও আলমগীরের শত্রু তাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধন আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

গাজি। ভীত হবেন না মারহাট্টা সর্দ্দার! আমরা—

সদাশিউ। কিসের ভয় গাজি উদ্দিন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাদের নামে আতঙ্কে শিউরে উঠে, তাদের আবার ভয়?

(পথিকের ছদ্মবেশে সাহ আলমের প্রবেশ)

সাহ আলম। মারহাট্টা সর্দ্দার, তাদেরই ভয় অধিক, কারণ শত্রুও তাদের অধিক।

বাঙ্গাশ। কে তুমি!

সাহ আলম। আমি সামান্য পথিক্।

বাঙ্গাশ। আমাদের কথায় কর্ণপাত করবার তোমার কি প্রয়োজন?

সাহ আলম। কান আছে তাই কর্ণপাত করছি।

গাজি। বাঙ্গাশ, ও পাগলের সঙ্গে—

সাহ আলম। হাঁ, আমি পাগল, গাজি সাহেব এ পীত চক্ষুর দৃষ্টি; তোমাদের দোষ নাই।

বাঙ্গাশ। কে, তুই?

সাহ আলম। বাঙ্গাশ দিল্লীতে ছিলে, বাদসাহী বৈঠকে যোগদান করে ছিলে, কিন্তু এমন অসভ্য তো তোমায় কখনও দেখি নাই। স্বার্থের প্রেরণায় বুকখানাকে বিষের পসরা করেছ, সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাষাতেও কি বিষ মাখিয়েছ? গাজি সাহেব (ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া) আমি সম্রাট পুত্র সাহআলম; চিনতে পার?

গাজি। সেকি সাহাজাদা! এখানে এ অবস্থায়—

সাহ আলম। তার অনেক কারণ, এক কারণ দেশ পর্য্যটন ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ। কি অভিজ্ঞতা পেয়েছি জান? যেখানে যাই সেই স্থানেই তোমাদের মত এই গোপন পরামর্শের ব্যবস্থা, সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের বীভৎস জল্পনা। যাক্ তোমরা আমার পিতৃশত্রু, আমায় বন্দী করতে চাও বাধা দেব না।

সদাশিউ। কোন্ শক্তির বলে তুমি বাধা দিতে পার বালক! তবে দয়া ভিক্ষা কর—তা'হলে তোমায় মুক্তি দিতে পারি; নতুবা যুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দী থাকতেই হবে।

সাহ আলম। ভাল, ভাল, তোমাদের প্রাণেও দয়া আছে; কিন্তু মারহাট্টা বীর, ভিক্ষায় তো আমি অভ্যস্ত নয়, আমায় বন্দী কর।

বাঙ্গাশ। গাজি সাহেব, ব'লে কয়ে তাই করান না কেন?

গাজি। চুপ কর বাঙ্গাশ! সদাশিউ, অনুরোধ করি সাহাজাদাকে সসম্মানে বিদায় দাও।

সদাশিউ। গাজি সাহেব! তোমার সাহাজাদা—কিন্তু সে আমার প্রভুর শত্রু!

সাহ আলম। সদাশিউ। তাহলে এই অজাতশত্রু বালককেও তোমার প্রভু ভয় করে। যাক্, তাহলে স্বীকার করছো মারহাট্টারাও ভয় করে, তবে এতক্ষণ বৃথা আস্ফালন করছিলে কেন মারহাট্টা সর্দ্দার!

সদাশিউ। বালক কি যাদু জানে! সাহ আলম তুমি পথিক—পথিকের

পরিচয় নিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে যাও। গর্ব্বিত মারহাট্টা সর্দ্দারকে পরাজিত ক'রে—সসম্মানে উন্নতশিরে চলে যাও বালক। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

সাহ আলম। মিলন অভাবে পার্থক্যের প্রাচীর এত দুর্ভেদ্য হয়।

[প্রস্থান।

বাঙ্গাশ। ওকে ছেড়ে দেওয়া ভাল হ'ল না। ধরে' রাখতে পারলে আলমগীর পথে আস্‌তো।

সদাশিউ। বাঙ্গাশ! আমাকে আমার কর্ত্তব্য চিনিয়ে দিতে হবে না। শত্রুকে ধরে রাখবার প্রয়োজন বোধ করলে মারহাট্টা কখনও তাকে ছেড়ে দিত না। যাক্, এখন তোমাদের অভিপ্রায় কি বল।

বাঙ্গাশ। আমাদের অভিপ্রায় আপনাদের সাহায্য করা।

সদাশিউ। তোমার সঙ্কল্প কি গাজি সাহেব?

গাজি। এতক্ষণ আমারও সঙ্কল্প তাই ছিল, কিন্তু সাহাজাদাকে দেখে আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সদাশিউ। সে যাই হোক গাজি সাহেব! আমি তোমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে কখনও স্বীকৃত হতুম না।

বাঙ্গাশ। কারণ—

সদাশিউ। কারণ তোমরা জাতিদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী হতে তোমাদের কতক্ষণ? চলে যাও মুসলমান বীর আপন কার্য্যে মনোযোগী হও, সেলাম গাজি সাহেব।

(গাজিসাহেবের প্রস্থান ও গোবিন্দরাও
বুন্দেলার ও মলহরের প্রবেশ)

গোবিন্দ। ভাও, সৈন্যরা বিষম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এরূপ অলসভাবে তারা এক মুহূর্ত্তও কাটাতে চায় না। তারা চায় হয় যুদ্ধ—কিম্বা লুটপাট। না হয় দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন। কিন্তু এদিকে যুদ্ধ করবার রসদও আমাদের নাই।

সদাশিউ। তবে কি আমাদের এ অভিযান ব্যর্থ হবে; বুন্দেলা? (বাঙ্গাশের প্রতি) তোমার আর কি প্রয়োজন বাঙ্গাশ, তুমি নিজের কাজে যাও।

বাঙ্গাশ। কাজে কাজেই—

[বাঙ্গাশের প্রস্থান।

সদাশিউ। বুন্দেলা মলহর, এত বড় অভিযান, এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হবে?

মলহর। ব্যর্থ হবে কেন সর্দ্দার, রাজা সূরজমলের নিকট হ'তে কিছু রসদ সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন তাকে নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করা যাক্। এই শুভ অবসর, আমেদসা আব্দালির সৈন্যেরা অধিকাংশই মড়কে মরছে, যা কিছু বাকী থাকবে তাদের খাদ্যাভাবে মারবার উপায় করতেই হবে। দিল্লীর মালখানা ও যেখানে যেখানে মুসলমানের রসদ আছে অচিরে সেই সেই স্থান লুট করবার ব্যবস্থা করা হোক্।

সদাশিউ। সূরজমলের অভিপ্রায় জেনেছো?

বুন্দেলা। হাঁ, সে রসদ ও মালখানা লুট করতে প্রস্তুত।

সদাশিউ। তবে তাই হোক্ ভাই সব। আমেদনার অর্দ্ধেক সৈন্য রোগে মরছে, বাকী অর্দ্ধেক রসদ অভাবে অনাহারে অনিদ্রায় মরুক।
বুন্দেলা মলহর, তবে তাই হোক্—ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী—দুর্গাভ্যন্তর।

(আলমগীর, ওয়ালিখাঁ, নাজিবদ্দৌলা ও সুজাউদ্দৌলা)

নাজিব। সম্রাট, শুভ বিবাহ উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেছে, এইবার নৃশংস মারহাট্টার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাই। রোহিলার বাহুতে শক্তি আছে, অন্তরে সামর্থ্য আছে—শুধু অর্থদানে ভস্মীভূত গৃহ-নির্ম্মাণে তাদের জীবন দান করুন—অচিরেই তারা মারহাট্টার এই জঘন্য অনাচারের প্রতিবিধান করবে।

আলম। নাজিব, আলমগীর তার সমস্ত ধনভাণ্ডার রোহিলাদের দিচ্ছে। সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি রোহিলাদের সাহায্যে উৎসর্গ করছে—নিয়ে যাও, নাজিব নিয়ে যাও, পুণা আক্রমণ কর, মারহাট্টাকে ধ্বংস কর, পেশোয়ার উন্নত মস্তক অবনত করে দাও।

ওয়ালি। আচ্ছা সম্রাট, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সখ্যতা কি অসম্ভব?

সুজা। পশুর সঙ্গে সখ্যতা কোন কালেই সম্ভব নয়।

ওয়ালি। নবাব, তাদের এ পশুত্বের জন্য দায়ী কে? দেশের শাসক-সম্প্রদায় তোমরা, না শাসিত এই প্রজারা? নিজের হাতে

বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করেছিলে—আজ সে ফলে ফুলে সুশোভিত, আর বৃক্ষের মালিক তোমরা, ফুলের সৌরভ ফলের আস্বাদন ভোগ করবে না ?

সুজা। সেই বিষবৃক্ষ আজ আবার নিজের হাতেই উৎপাটিত করবো।

ওয়ালি। তাহলেও তো তোমার হাতকে বিষের জ্বালা সইতে হবে।

আলম। কিন্তু তুমি জাননা আফগানবীর, আমার এই স্বদেশবাসীরা কি উপাদানে গঠিত ! তাদের অন্তরের ভাষা এক, মুখের ভাষা অন্য—তাদের এক চোখ হাসে, অন্য চোখ বিষ ছড়ায়।

ওয়ালি। সম্রাট, তথাপি এই দোভাষীর ভাষার মর্ম্ম, ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন কিন্তু আমাদের ভাষা যে দুর্ব্বোধ্য, আমাদের আচরণ বুদ্ধির অনধিগম্য।

সুজা। এ কথা তো বিশ্বাস করতে পারলুম না, খাঁ সাহেব !

ওয়ালি। বিশ্বাস করবার শক্তি ও ভরসা কোথায় নবাব ?

আলম। খাঁ সাহেব, তবে কি আমাদের জন্য তোমাদের এই ব্যগ্রতা—

(আমেদসা আব্দালির প্রবেশ)

আমেদসা। ভাণ মাত্র, কথার কথা। আলমগীর, আফগানের এই ব্যগ্রতা এই সুদূর দেশে অসংখ্য অপরিচিতের মধ্যে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, তোমাদের রক্ষা করবার জন্য নয় ; কিন্তু বন্ধুগণ তোমাদের দোষ নাই—এ শঙ্কিত দুর্ব্বল বিষাক্ত চিত্তের উন্মাদ চিন্তা, নিমজ্জমান ব্যক্তির মূলহীন তৃণকে অশ্রায় করে বাঁচবার বিফল কল্পনা। বন্ধুগণ, ঘরের লোক যদি ঘর না রাখে— বাইরের লোকের ব্যগ্রতা কোন কাজে আসবে না মনে রেখ।

(আতাইখাঁর প্রবেশ)

আতাই। (অভিবাদনান্তে) সুলতান, আজমীরের প্রান্তে মারহাট্টারা শিবির সংস্থাপন করেছে, পুণা হতে নূতন ফৌজ এসেছে। বোধ হয় আজ না হয় কাল তারা দিল্লী আক্রমণ করবে।

আমেদসা। মারহাট্টারা কি যুদ্ধ জানে আতাই খাঁ? বীরের মুখোস পরলে বীর হয় না। মারহাট্টারা ডাকাত। কিন্তু দেশের এত লোক থাকতে তাদের ডাকাতি আমাকে বন্ধ করতে হচ্ছে এই দুঃখ।

আলম। সুলতান আপনি এত মহৎ!

আমেদসা। সুলতানও তো মানুষ আলমগীর। দেখ, এই ভারতবর্ষ একদিন হিন্দুর ছিল, আজ আবার তোমাদের। আবার হিন্দু উঠছে, কিন্তু কেউ রাখতে পারছে না—কারও থাকবে না। কেন জান? যখন হিন্দু রাজা তখন তারা পশু—আবার যখন তোমরা রাজা তখন তোমরাও পশু।

আলম। সুলতান, আপনার মত সুহৃদ পেয়েও যদি এমন ভারতবাসী তার কর্ত্তব্য না বোঝে তবে দেশের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ।

আমেদসা। আলমগীর এখনও বলছি দেশের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, নতুবা আমি পর, আমার নিজের সাম্রাজ্য আছে, আমার নিজের ঘর আছে এসব জেনেও আমারই সৌহার্দ্দ্যের কথা তোমাদের পুনঃ পুনঃ মনে আসবে কেন? বোঝ, বোঝ। আলমগীর অজানা অচেনা বারিধিবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তার তলদেশ পরীক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

[প্রস্থান।

আলম। আশ্চর্য্য স্বভাব!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পুণা—পেশোয়ার দরবার-গৃহ সংলগ্নস্থ একটি কক্ষ।

(রাঘবরাও, সাবিত্রী ও রামরাজা)

সাবিত্রী। না, আমি বুঝতে চাই না, বুঝবো না। কৌশলে বন্দী করেছ—এইবার হত্যা ক'রে নিশ্চিন্ত হও। দামাজি ফিরে এলে তাকেও হত্যা করো।

রাঘব। দামাজি কোথায় ?

সবিত্রী। সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি প্রস্তুত নই।

বাঘব। সাহুজি পত্নি! গৃহ-বিবাদের ফল কি জান ?

সাবিত্রী। জানি।

রাঘব। তথাপি তুমি পেশোয়াব শত্রুতা ক'বে, তাকে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে না দিতে এত কৃতসংকল্প কেন ?

সাবিত্রী। চুপ কর দস্যুপ্রাণ নারহাট্টা! যদি বালাজীব সেই শুভ সংকল্প থাকতো তার সহচর অনুচরেব যদি সেই সুমতি হোত—তাহলে আজ নারীর উপর, আত্মীয়ের উপর, বন্ধুর উপব এই অত্যাচার করতে তারা কখনই পারতো না।

রাঘব। রামরাজা, তোমাব অভিপ্রায় কি শুনতে চাই।

বামরাজা। শোনাতেই যে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতা কিছু আছে কি ?

বাঘব। সেটা কি লোহার শিকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েও বুঝতে পারছোনা!

রবাজা। রাঘব, তোমার এই লৌহশৃঙ্খলের—দূরে ঐ কারাকক্ষের—আরও দূরে ঐ ফাঁসি কাষ্ঠের তোমাদের রক্তচক্ষুর কতটুকু

ক্ষমতা যে তার জোরে সত্য পালনের প্রতিজ্ঞা হ'তে মানুষকে বিচ্যুত করতে পার? রাঘব পশুকে মানুষ ভয় করে না, কিম্বা তার শক্তির কাছে শিরও নত করে না।

রাঘব। রামরাজা, বৃথা আস্ফালন! ভারতবর্ষে এমন শক্তিধর কেউ নাই যে, পেশোয়াব অপমান ও প্রতিযোগিতা করে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

রামরাজা। ভগবানের রাজ্যে শক্তির অভাব হয় না—ভারতে না থাকে অন্যত্রে আছে, অন্যত্র না আছে—

(বালাজির প্রবেশ)

বালাজি। আপন জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ ক'রে অপর জাতিকে পরিপুষ্ট করবার ইচ্ছা—বাঃ বাঃ! চমৎকার উদারতা সত্যাশ্রয়ী বীর!

সাবিত্রী। আর নারীর, আত্মীয়ার বন্ধুর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী ঐশ্বর্য্যালোভী বালাজির মুখেও এ শ্লেষ বাক্য আরও চমৎকার।

রাঘব। রাজদ্রোহী প্রজার দমন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাবিত্রী। কে রাজা! মহাত্মা শিবাজীর বংশে তোমাদের জন্ম, মারহাট্টার রাজগদিতে তোমাদের কিসের অধিকার? শঠতায় রাজগদি অধিকার ক'রে আজ সেই বংশের উত্তরাধিকারিণীকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করছো, দস্যুতায় রাজপাট অধিকার ক'রে—

রাঘব। উদ্ধত নারী রসনা সংযত কর।

সাবিত্রী। কিসের ভয়ে বিনীত পুরুষ?

বালাজি। শোন সাবিত্রী, শোন রামরাজা, তোমরা আমার আত্মীয় বন্ধু

তোমাদের উপর পেশোয়ার প্রতিপত্তি দেখাবার আগে বালাজি তার আন্তরিকতা দেখাতে চায়।

সাবিত্রী। বালাজিকে ধন্যবাদ আর পেশোয়াকে অভিশাপ দিচ্ছি।

বালাজি। পেশোয়া কার জন্য, ভারতবর্ষের মালিক মহারাষ্ট্র পেশোয়া না মহারাষ্ট্র বালাজি?

সাবিত্রী। বালাজি, চতুরতা প্রকাশ বৃথা। পুনরায় বলছি, যারা অন্যায় রূপে মহারাষ্ট্রের এই রাজগদি অধিকার করেছে অন্যায় আচরণে সে অধিকার বলবৎ রাখতে চায় তাদের আমরা মানতে চাইনা, মানি না।

রাঘব। উত্তম। (বংশীধ্বনি ও চারিজন মারহাট্টা সৈন্যের প্রবেশ) সাবিত্রীকে শৃঙ্খলিত কর!

বালাজি। রাঘব, একবার শেষ চেষ্টা করতে দাও। সাবিত্রা আমি দেশের রাজা, শান্তি রক্ষক, অনুরোধ করছি এখনও বিবেচনা কর।

(মারহাট্টার ছদ্মবেশে সাহআলমের প্রবেশ.)

সাহআলম। দেশের নারীকে, দীন প্রজাকে, বিবেচনার গুরুভার না দিয়ে দেশের রাজা শান্তিরক্ষক তুমিই সেই গুরুভার গ্রহণ করনা কেন?

বালাজি। কে তুমি প্রগল্‌ভ মারহাট্টা যুবক, পেশোয়াকে তার আপন গৃহে শিক্ষা দিতে এসেছ। আশ্চর্য্য তোমার সাহস।

সাহআলম। আর তোমার? পেশোয়া? তোমায় দেখে কি বুঝবো যে হিন্দুর সাহস আজ শুধু কথার কথা, অর্থহীন শাস্ত্রবাক্য

আজ তাদের উদারতা—বাক্যে তার স্থান নাই, কার্য্যে তার গন্ধ নাই, প্রাণে তার অস্তিত্ব নাই। নতুবা রমণীকে বন্দিনী করে, দুর্ব্বল প্রজাকে বন্দী করে রাজ্য রক্ষার শান্তি রক্ষার সংকল্প কেন? পেশোয়া, হিন্দু, তোমায়, ধিক্।

সাবিত্রী। এই ভীম অন্ধকারে কে তুমি চিরসত্য আলেয়ার আলোক-হিন্দুর, মারহাট্টার গলিত বক্ষের সন্ধান দিতে এসেছ? নিভে যাও, নিভে যাও, নইলে পশু শক্তি, বিষাক্ত বাষ্প তোমায়ও গ্রাস করবে, তোমায়ও গ্রাস করবে।

সাহআলম। মা, যদি আমি আলেয়া জন্ম আমার বিষের মাঝে, লালিত পালিত আমি বিষাক্ত সংস্রবে তবে লয় প্রাপ্ত হব না কেন মা সেই বিষের মাঝে? পেশোয়া যে বিষ উদ্গীরণ করে, যাকে গ্রাস করতে ছুটেছ সেই বিষের ঢেউ দিয়ে আমায় গ্রাস কর। তোমারও বুভূক্ষা মিটুক আমরও প্রায়শ্চিত্ত হোক্। নাও পেশোয়া আমার প্রাণ, পরিবর্ত্তে জগতের জননীকে মুক্তি দাও, জাতির ধাত্রীকে রক্ষা কর, মহিমান্বিতা নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ।

বালাজি। একি প্রহেলিকা! কে তুমি বালক?

সাহআলম। আমার পরিচয়, এই দেখ পেশোয়া, (অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরী দেখাইল ও ছদ্মবেশ উন্মোচন করিল)

বালাজি। তুমি সম্রাট্ আলমগীরের পুত্র সাহআলম? ভবিষ্যত বাদসা!

সাহআলম। বাস্ তবে আর কি পেশোয়া—তোমার রুধির তৃষার বড় তৃপ্তি হবে, তোমার অন্তরাত্মার বড় আমোদ হবে। নাও পেশোয়া আমার শির গ্রহণ কর, আমি উৎসর্গ করেছি গ্রহণ

কর; কিন্তু বন্দী বন্দিনীদের মুক্ত করে দাও, দেশকে রক্ষা কর। চিন্তা করছো কেন বালাজি? এ শির তো একদিন গ্রহণ করতেই আজ তোমার হাতে যেচে দিতে এসেছি। মোগল বাদসার পুত্র, দিল্লী সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর শির গ্রহণ করে তোমার রুধির তৃষ্ণার পরিতোষ সাধন কর।

(ছুরি বাহির করিয়া বক্ষে বসাইতে যাইবে এমন সময় বালাজি হাত ধরিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লইল এবং পায়ের কাছে বসিয়া)

বালাজি। সাহআলম ভাই ভাই তুমি বয়সে কনিষ্ঠ হলেও আমার প্রণম্য, মুসলমান হলেও আমার গুরু।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লী—প্রমোদ কানন।

(তইমুর ও সহচরগণের প্রবেশ)

তইমুর। দেখ মিঞা সাহেব, দিল্লী বড় জবর সহর। এমন আরাম বিরামের স্থান কোথাও দেখি নাই। ভাগ্যিস বাবার সঙ্গে লাহোর যায়নি।

১ম স। সাহাজাদা সাধে কি সাজাহান বাদসা দেওয়ানি আমে "হামে মস্ত হামে মস্ত" লিখেছেন। আজ সেই হামে মস্তর মালিক আপনি।

২য় স। (মদ্যপান করিতে করিতে) অর্থাৎ "ভূস্বর্গ"। বারে বারে সাজাহান চাচা।

(সকলের মদ্যপান)

তইমুর। দেখ দেখি কি আরাম।

১ম স। কি সাহাজাদা, এইবার একটু বিরাম হবে নাকি ?

২য় স। হ'বে নাকি ? আরামের তেহাই দেবেনা—তাল রাখবেনা ? ও বাবা তাল কানা হলে এ সহর ছাড়তে হবে।

১ম স। সেটা কিন্তু পাকা কথা ঐ দেখনা আবগীর বেটা কোথায় নিরুদ্দেশ হোল।

তইমুর। কে হে ? সে আবার কে !

১ম স। সাহআলম। বাদসা দেখলেন যে পুত্রটি একেবারে বৈষ্ণব তাই ভেবে চিন্তে বৈষ্ণব প্রধান দেশ বাঙ্গলায় পাঠালেন ; কিন্তু হায়রে বিধি, দিল্লীর বৈঠক ময়ুর-তক্তের প্রসাদী ভোগ এখন মুরসিদাবাদে লটাপটি খাচ্ছে—শুনতে পাই শিষ্য নাকি গুরুর উপরেও উঠেছে।

২য় স। ভাল ভাল বাঙ্গলা দেশটা কিছুদিন টিক্‌লো তা হ'লে।

তইমুর। নাও নাও তাল ফেরতা গাও।

২য় স। হাঁ, হাঁ, তেহাইটা চট্ করে লাগিয়ে দাওনা বাপ্‌ধন। 'ধূম কেটে ধা' এ যে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একবার 'ধা ক্রাং মার।

(সখীদের প্রবেশ)

তইমুর। বাঃ বাঃ কেয়াবাৎ হ্যায়, দিল্লী কেয়াবাৎ হ্যায়।

১ম স। তবে আর কি দিল্লীওয়ালী সব, বেপরোয়া এমন প্রশংসা কুরুলে, মুখের কথা খসিয়ে ডুটো ধন্যবাদ দাও, সঙ্গতি রাখ।

(সখীদের গীত ও নৃত্য)

বিলাসিনী কামিনী
লুকায়ে রেখেছি সখি আঁখি কোলে দামিনী ॥
চাহি কটাক্ষে যার পানে
আর কিগো তার মন মানে
সেই জানে জ্বালা তার প্রাণে জ্বলে কি যে দিন যামিনী ॥
অতিথিরে বড় ভালবাসি
বিলাই তাহারে মৃদুহাসি
সুধারাশি—
সেজে দাসী হয়ে বসি তার নিমিষে হৃদয় স্বামিনী ॥

২য় সহ। কেমন সঙ্গতি রক্ষা। নাও, নাও সাহাজাদা আর একটু চানকিয়ে নাও। পাল্টা ধন্যবাদ দেবার সময় এসেছে।

(জহরুন্নিসার প্রবেশ)

জহর। বাঃ বাঃ কর্ম্মী আমেদসা আব্দালির উপযুক্ত পুত্র!

তইমুর। তু তুমি এখানে কেন?

১ম সহ। পথ ভুলে সাহাজাদা।

২য় সহ। না, না, ঘুঙুরের আওয়াজে।

জহর। চোপরাও, উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরের দল। বাঃ বাঃ স্বামী চমৎকার তোমার উন্নতি।

তইমুর। (ওমরাহদের প্রতি) যাও তোমরা এখন চলে যাও।

২য় সহ। আর এই দিল্লীওয়ালীরা—

তইমুর। চলে যাও সব।

(সহচর দ্বয় ও সখীদের প্রস্থান)

জহর। স্বামী, আফগান আমীরের পুত্র তুমি, ভূমধ্য সাগর হতে ভারত সাগর পর্য্যন্ত তোমার পিতার রাজ্য। আর দু' দিন পর এই বিশাল কায় রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্তা হবে। তুমি যদি বিলাসে ব্যভিচারে, বিলাসিনীর সঙ্গীতে, সুরাপানে অভ্যস্ত হও, সুখ শয্যায় শুয়ে স্বপ্নের খেয়ালে বিভোর থাক "সুখের পায়রা" এই এয়ার বন্ধুদের ঘৃণিত হাস্য পরিহাসে মন মাতিয়ে রাখ, তবে কি এই রাজ্য—যেথায় সহস্র জাতি সহস্র ধর্ম্ম, অগনিত প্রজা তোমায় এই নিশ্চিন্ত বিলাসে দিন যাপন করতে দেবে বলতে পার?

তইমুর। যাও বিরক্ত করো না।

জহর। যদি আমার কথায় বিরক্ত হও, তবে আর কি বলবো, তোমারও অদৃষ্ট তোমার মহীয়ান পিতারও অদৃষ্ট। আর যদি আমার কথায় এ কার্য্যে বিরক্তি অনুভব কর তবে এখনও আশা আছে, এখনও তোমার পিতার অদৃষ্টের জোর আছে তাঁর পূন্যবল আছে। খোদা মানুষ বিলাসের ক্ষার সমুদ্রে ডুব দেয় কিন্তু বড় দুঃখ যে সে মরে না।

(জীহান খাঁর প্রবেশ)

জীহান। মা, বিলাসের ক্ষারে মনুষ্যত্ব মরে যায় বেঁচে থাকে শুধু পশুত্ব। ছিঃ ছিঃ তৈমুর, আমি অন্তরাল হতে সমস্ত লক্ষ্য করেছি। তোমার ব্যবহারে আমি যথার্থই মর্ম্মাহত।

তইমুর: গুরুজি অসৎসহবাসে আমার যৌবনের এই প্রথম পাপ আপনাদের শুভশীর্ব্বাদের মন্দাকিনী ধারায় বিধৌত হোক্।

আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি আমার এ মতিভ্রম আর জীবনেও হবেনা।

জীহান। তৈমুর, মারহাট্টারা আজ জীবন পণ করে আমেদসা আব্দালির যশ মান বীরত্ব সামর্থ্য-গ্রাস করতে আসছে আর তুমি গণিকার সহবাসে বন্ধু নিয়ে মদ্য পানে উন্মত্ত হয়ে কর্ত্তব্যহীন হয়েছো—ছিঃ ছিঃ তইমুর, এযে আমার কল্পনাতীত আশাতীত। এতদিন ধরে' কি জীহান খাঁর কাছে এই শিক্ষা পেয়েছে, আমেদসার অমর কীর্ত্তিলোপ করবার শিক্ষাই কি পেয়েছ?

তইমুর। গুরুজি, আর আমার লজ্জা দেবেন না। বিলাসী তইমুর আজ হতে কবরস্থ হোল।

জীহান। মা ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার স্বামী-পদে ভক্তি। জীহান খাঁর বিংশ বর্ষ ব্যাপী শিক্ষা এক লহমায় ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু মা সতীকুল রাণী তোমার এক লহমার যুক্তি তোমার স্বামীকে মানুষ করে দিয়েছে, এই বার আজহতে তইমুরকে তুমিই সংসার পথে পরিচালিত করো।

(প্রস্থান)

জহর। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুজী, যেন আপনার পায়ে চিরদিন মতি থাকে।

(জহরুন্নিসার সহিত তইমুরের প্রস্থান)

———

সপ্তম দৃশ্য।

দিল্লীর সন্নিকটস্থ একটী ঝরণা ;

(আহমদ খাঁ। বাঙ্গাশ ও গাজিউদ্দিনের প্রবেশ)

গাজি। বাঙ্গাশ, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠালাভ কি সম্ভব? প্রয়োজন কি বাঙ্গাশ আমাদের প্রতিষ্ঠালাভে? আর এ দীনতার জন্য তো আমরাই দায়ী, বাঙ্গাশ।

বাঙ্গাশ। যদি তাই হয় গাজি সাহেব তবে এ দীনতা দূর করাও আমাদের দায়ীত্ব। আর তাই আমি শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছি। ঐশ্বর্য্যকে আহ্বান করে নিমন্ত্রণ দিয়ে আন্‌তে হয়, সে ইচ্ছায় কখনও ধরা দেয় না। শুনুন—মাত্র আর একবার, দুবার চেষ্টা করেছি সফল হইনি—এইবার তৃতীয়বার—আমি ঠিক বলছি, গাজি সাহেব এবার নিশ্চয়ই কৃত কার্য্য হব।

গাজি। বাঙ্গাশ, তবে তুমি যা হয় কর, আমায় আর জড়িও না বন্ধু।

বাঙ্গাশ। বেশ, এবার আপনাকে কোন কিছু কর্‌তে হবে না, কেবল আপনার অধীন ও অনুগত যে এক সহস্র পাঠান সৈন্য আছে আপনি শুধু আমার সংকেতে তাদের কিছুক্ষণের জন্য পরিচালিত করবেন। বাস এই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমি স্থির বলছি এবার আপনাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাব, তবে, আমার নাম।

গাজি। বাঙ্গাশ, তুমি কি পাগল হয়েছ। সুলতানের ও সম্রাটের অগনিত সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র এক সহস্র সৈন্য পরিচালনা করে বিজয়ী হতে চাও? বাঙ্গাশ, এবার সব যাবে, তুমি যাবে, আমি যাব সৈন্যেরাত যাবেই।

বাঙ্গাশ। গাজি সাহেব, সুলতানের অধিকাংশ সৈন্য পীড়িত, সুলতান স্বাস্থের জন্য স্বয়ং লাহোরে আর সম্রাটের অধিকাংশ সৈন্য এখন কানপুর ও অগ্রায়। কোন চিন্তা নাই গাজি সাহেব কোন চিন্তা নাই। এই দেখুন মোগল সেনাপতি আজিম খাঁর পত্র, ভিতর হতে সেও আমাদের সাহায্য করবে, চলুন আর কাল বিলম্বে কাজ নাই, আজই রাত্রের অন্ধ কারে দিল্লী দুর্গে প্রবেশ করে, কাল প্রভাতের দরবারেই আমাদের সাধ পূর্ণ করবো।

(গাজিউদ্দিনেকে পত্র প্রদান ও তাহার পত্র পাঠ)

গাজি। আচ্ছা আমি ধরে নিলুম এই আজিম খাঁ ও সুন্নায়েতের সাহায্যে দিল্লী দুর্গে প্রবেশ করবে তারপর প্রাতে দরবার অধিবেশনের সময় আজিম খাঁর অধীনস্থ সৈন্যগণের সাহার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেও সমর্থ হবে, কিন্তু আলমগীর বর্ত্তমানে —

বাঙ্গাশ। অলমগীর! দিল্লী দুর্গে প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলে আবার আলমগীর কোথায়?

গাজি। বাঙ্গাশ, বাঙ্গাশ তুমি যা খুসি কর কিন্তু মহাপ্রাণ হত্যা করোনা, আমি দেব না। প্রয়োজন নেই আমার ঐশ্বর্য্যে, প্রয়োজন নেই আমার সিংহাসনে ইচ্ছা নাই আমার এমন কাজে উৎসাহী হতে।

বাঙ্গাশ। দেখুন যদি কিছু হয় সুন্নায়েৎ তার ফলভোগ করবে, আমরা তাকেই এ কার্য্যের হোতা প্রমান করবো; আর আমি ঠিক বলছি এবার কোন গোলযোগ হবে না। দিল্লীতে এখন কেউ নাই, হয়তো বিয়ের জের এখন ও চলছে, কিছু বিচলিত হবেন না। আপনি ত একেবারে পর। ঔরংজেব পুত্র হয়ে

পিতা সাজাহানকে বন্দী করেছিল, এই মসনদের জন্য—নির্ব্বিকার চিত্তে ভাইদের হত্যা করেছিল,—কিছু বিচলিত হবেন না। সিংহাসন লাভের পন্থা ইতিহাসের ধারা চিরকালই এক।

গাজি। বাঙ্গাশ, প্রভুদ্রোহী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে প্রাণ বিসর্জ্জনই শ্রেয়।

বাঙ্গাশ। ইচ্ছা সুখে তাকে প্রভূত্ব দিয়েছিলুম সে প্রভূত্ব স্বীকারও করেছিলুম কিন্তু দানের সে অমর্য্যাদা করেছে। গাজি সাহেব দাতাকে সে অবজ্ঞা করেছে—এখন বেইমানির প্রতিফল তাকে ভোগ করতেই হবে। সিংহাসন একদিন আমাদের হাতে ছিল আবার আমরা হাতে আনব।

গাজি। বাঙ্গাশ, আমায় একটু সময় দাও একটু চিন্তা করতে দাও।

(প্রস্থান)

বাঙ্গাশ। লোভী চঞ্চল চিত্ত গাজিউদ্দিন, তোমার চরিত্র না বুঝেই কি আমি আমার আরাধ্য ছবিকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। রোশেনারা আর দু দিন। হাতের কাছে তুমি রয়েছো, চোখের সামনে খেলা করছো, চঞ্চল চরণে দিবারাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছ সব দেখছি, কিন্তু তথাপি নিঃশব্দে সহস্র যাতনা বুকে ধরে বসে আছি। কিন্তু আর দুটী দিন মাত্র। দিল্লী সিংহাসন লাভ করতে পারি ভাল না পারি এই অজুহাতে গাজি সাহেবকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে তোমার হৃদয় সিংহাসন লাভ করবো। রোশেনারা, তোমার হৃদয় সিংহাসনেই আমার লোভ তার সঙ্গে সঙ্গে যদি দিল্লীর মণি মাণিক্যও মসনদ পাই ক্ষতি কি।

(প্রস্থান)

———

অষ্টম দৃশ্য !

দিল্লী দুর্গ দেওয়ানি আম-দরবার।

(সিংহাসনে উপবিষ্ট আলমগীর পার্শ্বে নাজিবদ্দৌলা সুন্নায়েৎ, আজিম খাঁ, সৈন্যগণ ইত্যাদি)

আলম। আজিম খাঁ, এখন তোমার সৈন্যেরাই দুর্গের প্রহরী কর্য্যে নিযুক্ত, কলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর যমুনার পার্শ্বস্থিত রংমহলের গুপ্ত দ্বার কে খুলেছিল জান ?

আজিম। কৈ একথা তো আমি এই শুনছি সম্রাট।

আলম। কিন্তু জহর যে আমায় বলছিল যে তৃতীয় প্রহরে কোন প্রহরী সেখানে ছিল না এবং দ্বারও উন্মুক্ত ছিল।

নাজিব। সম্রাট, জহরন্নিসা আমাযও একথা বলেছে ; আর সমস্ত প্রাতঃকাল অন্য একজন অপরিচিতা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে কি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

সুন্নায়েৎ। (আজিমের প্রতি) সেনাপতি, আমায় তো বলেছিলে সে যমুনার উপব দিয়ে নৌকাযোগে—

আজিম। আরে নির্ব্বোধ সে কি কথা, আর এ কি কথা !

নাজিব। আজিম, এ দরবার গৃহ, সম্রাটের সঙ্গে কথা কও।

আজিম। এটা যে রাজপথ নয় তা জানি, সৈনাধ্যক্ষ্য।

আলম। আজিম, তুমি মোগল না পাঠান? শুধু মোগলের ঔদ্ধত্যে না তার সঙ্গে পাঠানের নিমকহারামিতেও অভ্যস্ত ?

আজিম। পাঠান যদি নিমকহারাম হয় তবে তার জন্য দায়ী এই মোগল অপদেবতা।

আলম। সৈন্যগণ, রাজদ্রোহী সেনাপতিকে বন্দী কর।

আজিম। কে বন্দী করবে। এখানে এমন পুরুষ কে আছে যে আজিম খাঁকে—

(সৈন্যগণের প্রস্থান ও জহরান্নিসার প্রবেশ)

জহর। পুরুষে না পারে, রমনীতে করবে—নিমকহারামে না পারে নিমকহালালে করবে।

আলম। জহর, মা, এযে প্রকাশ্য রাজদরবার, এখানে অন্তঃপুরচারিণী মহিলার—

জহর। বাবা, শক্তিরজাতিকে তোমরা ঘরে বন্ধ রেখেইতো এমন হীন শক্তি হয়েছ। স্ত্রীজাতিকে তসবীর ভেবেই তো তোমরাই পতনের পথ প্রশস্ত করেছো, রমণীকে হীন জ্ঞানে তোমারও মতি হীন হয়েছো।

নাজিব। মা, গর্ব্বে ও আনন্দে যে আমার বাকরোধ হয়ে আসছে। দেবীজ্ঞানে যে পূজা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জহর। সৈন্যাধক্ষ্য সাহেব, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বিহ্বল হয়ে চাইলেই পূজা করা হয় না গুণ গাণের নামে মন্ত্রোচ্চারণে ও দেবী মহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। শক্তি পূজা করতে চাও শক্ত হয়ে দাঁড়াও মহাত্ম্য প্রকাশ করতে চাও মহাত্মার মত অজেয় হও। এই যে খুল্লতাত-খুল্লতাত তুমিও আজিমখাঁ রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত।

সুন্নায়েৎ। রাজদ্রোহিতার অপরাধে ?

জহর। খুল্লতাত, আমি বুঝতে পারছি হয় এ তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা কিম্বা

ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন! যাইহোক আজিম খাঁর সঙ্গে তোমার ও বিচার হবে,। এই নাও বাবা, বাঙ্গাশ ও গাজি সাহেবের পত্র, প্রয়োজন হয় অন্তরালে বিশিষ্ট সাক্ষ্যও বর্ত্তমান।

(পত্র প্রদান ওপাঠ)

সুন্নায়েৎ। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন! আমার, বেশ যদি তাই হয় ভাই বিচার করে আমায় এখুনি শাস্তি দাও।

আলমগীর। সুন্নায়েৎ তুমিও বেইমান! সৈন্যগণ—কৈ সৈন্যেরা কোথায়? তবে কি সত্য সত্যই বিদ্রোহ। নাজিব, তবে কি আলমগীর আজ বিদ্রোহ দমনেও অশক্ত তবে কি এই রাজপোষাক আমার অভিশাপ—বিচারকের দণ্ড আজ উপহাস, রাজ আদেশ কথার কথা, রাজ প্রাসাদ আমার যতুগৃহ?

সুন্নায়েৎ। ভাইজি, সৈন্যের প্রয়োজন কি? আমরা তোমার বন্দী, বিচার কর।

আজিম। কিসের বিচার, কে বিচার করবে সুন্নায়েৎ? যাকে চিরকাল পরের বিচার মেনে চলতে হয়, আজ কুরসীতে বসে সেই বিচারক হবে?

জহর। আজিম, তোমার স্পর্দ্ধার তোমার নিমক হারামির প্রতিফল এতক্ষণ আমি দিতে পারতুম কিন্তু—

আজিম। কারণ,—তুমি আজ আমেদসা আব্দালির পুত্রের উপভোগ্যা, কাল আবার হয়তো তারই—

নাজিব। তবে রে ,উল্লুক—(তরবারি দ্বারা মস্তক ভূপতিত করিয়া দিল মস্তক বিহীন আজিমের।দেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া ছট্-ফট করিতে লাগিল)।

(অন্তরাল হইতে বাঙ্গাশ নাজিবকে গুলি করিল
নাজিব পড়িয়া গেল)

নাজিব। উঃ মাঃ, খো-দা (মৃত্যু)

(আহমদ খাঁ বাঙ্গাশ কয়েক জনসৈন্য লইয়া প্রবেশ করিল)

বাঙ্গাশ। সৈন্যগণ আলমগীরকে বন্দী কর। জহরুন্নিসা প্রাণের মমতা রাখ মর্য্যাদার ভয় রাখ স্থান পরিত্যাগ কর।

সুন্নায়েৎ। বাঙ্গাশ, এই কি রাজ্যের মঙ্গল কামনা?

বাঙ্গাশ। বালক, একটু অপেক্ষা কর, এখুনি সব বুঝতে পারবে।

আলম। চলে যা, মা চলে যা। রাক্ষসের ক্ষুধা, অধর্ম্মের বন্যা, হিংস্রের গর্জ্জন দেখছিস না? সরে যা সরে যা।

জহর। বাবা, নিজের রক্ত দিয়ে আমায় তৈয়ারী করেছিলে কি তোমার সম্পদের ভাগ দিতে? এস খুল্লতাত, এস রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গাশ এস, সিংহিণী সুতার প্রাণ গ্রহণ করে তার স্থবির পিতাকে বন্দী কর।

বাঙ্গাশ। প্রয়োজন বোধে তাও করতে হবে। (অগ্রসর হইল)

সুন্নায়েৎ। কিছুতেই না বাঙ্গাশ। সুন্নায়েৎ নির্ব্বোধ কিন্তু পরের জন্য সে প্রাণ বলিদানে কুণ্ঠিত নয় (বাঙ্গাশের গলদেশ ধরিল) বাঙ্গাশ, মঙ্গল চাও ফিরে যাও।

বাঙ্গাশ। সুন্নায়েৎ, মত্ত মাতঙ্গকে নিয়ে খেলা করোনা, বিষাক্ত ভূজঙ্গকে উত্যক্ত করোনা।

(পিস্তল তুলিবে এমন সময় রোশেনারা প্রবেশ করিল)

রোশে। বাঙ্গাশ, বন্ধুর তাজা রক্তে রাজটীকা না পড়লে দিল্লীর সিংহাসনে মানাবে কেন।

বাঙ্গাশ। তুমি তু, তুমি রোশেনারা—এস রোসোনারা আমরা দুজনে সুখে রাজ্য পালন করি (হস্তধরিতে উদ্যত)

রোশে। (ছুরি বাহির করিয়া) বুঝেছি, বন্ধু হত্যাকারী বেইমান বন্ধু পত্নীর বুকের রক্ত নিয়ে তোমার রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা কর।

(নিজের বুকে নিজে ছুরি বসাইতে যাইবে এমন সময় বাঙ্গাশ পিস্তল ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে রোশেনারার দুই হাত চাপিয়া ধরিল)

বাঙ্গাশ। আত্মহারা হয়ো না, রোশেনারা কোন ভয় নাই, আমায় বোঝ।

(জীহান খাঁর কয়েক জন আফগান সৈন্যের সহিত প্রবেশ)

জীহান। মহান দিল্লীশ্বরকে সামান্য বালিকা কেমন করে বুঝাবে। শয়তান—

(সৈন্যগণ আসিয়া বাঙ্গাশকে বন্দী করিল)

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লাহোর দুর্গাভ্যন্তর।

(আমেদসা আব্দালি, জীহান খাঁ, আতাই খাঁ।
ও দামাজির প্রবেশ)

আমেদসা। জীহান খাঁ, তোমরা দিল্লীতে ছিলে অথচ সেখানে দিনে খুন রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাত ধরা পড়লো না—খুনী আসামীও সেই সুবিধায় জেল ভেঙ্গে পালিয়ে গেল। বাঃ বাঃ।

জীহান। সুলতান, জাঠরা ভরতপুর দুর্গ হতে রাত্রের মধ্যে এসে কিছু রসদ লুট করে পালিয়েছে, আর—

আমেদসা। না না আমেদসা আব্দালির জীবনে কথার কৈফিয়ৎ সাজিয়ে রাখবার স্থান নাই—এখন এক দিকে তোমার শির অন্য দিকে ডাকাত সুরজমলের বন্দীত্ব। বেছে নাও বীর, ইচ্ছা মত সামর্থ্য অনুযায়ী পণ বেছে নাও।

জীহান। বেছে নিলাম তবে সুরজমলের বন্দীত্ব।

(প্রস্থানোদ্যত)

আমেদসা। জীহান খাঁ আলমগীরের অসুস্থতা কি গুরুতর?

জীহান। না, অতি সামান্য, তবে ভয়েই অধিক কাতর হয়েছে

আমেদসা। সে যে ভারত বর্ষের সম্রাট জীহান, এ ব্যায়রাম তারই সাজে। যাক্ তুমি তোমার কার্য্যে মনোযোগী হও।

জীহান। সেলাম সুলতান।

(প্রস্থান)

দামাজি। আশ্চর্য্য, আফগানের প্রভু ভক্তি।

আমেদসা। দামাজি, আফগান চেনে কর্ত্তব্য, করে কর্ত্তব্যের দাসত্ব, আর জীহান খাঁর এই ভক্তি প্রভু আমেদসার প্রতি নয় কর্ত্তব্যের প্রতি।

দামাজি। সুলতান আফগানের নিকট আমাদের অনেক শিখবার আছে।

আমেদসা। বড় দুঃখ দামাজি, একদিনের শৌর্য্যবীর্য্যের আধার সকল শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বিশ কোটী নরনারীর আবাসভূমি ভারত, আজ সহায় সম্পদহীন, দীনের দীন, শিক্ষাহীন। তার অধিবাসী জগতের চক্ষে পুরীষের চেয়ে হেয়, দাসের চেয়েও অধম, কবন্ধের চেয়েও অদ্ভুত।

দামাজি। হাঁ সুলতান, ভারতবাসী সত্য সত্যই অদ্ভুত জীব, আমিও তার একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থল; কিন্তু তথাপি দেশের জাতির সর্ব্বনাশ করতে চাই না। আমি শুধু ব্যক্তিগত প্রতি— হিংসার ক্ষুধায় ক্ষুধিত।

আমেদসা। মারহাট্টা-বীর, হিংসা প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবেই প্রকাশ পায়, কিন্তু কিছুদিনের পরিচয়ে সে তার পরিচিতের মাপকাটির ধার ধারে না, তার চিহ্নিত গণ্ডীর মধ্যেও আবদ্ধ থাকেনা।

দামাজি। কিন্তু সুলতান এ যুদ্ধে আমি আমার দেহের শোণিত দানে আপনার সাহায্য করে দেখাতে চাই যে আমি স্বার্থপ্রয়ী নই,

সত্যাশ্রয়ী। একবার যা সত্য বলে বুঝেছি তার জন্য দেহের শোণিত কেন—

আমেদসা। দামাজি, সত্য পালনেই যদি তোমার দেহের শোণিত দান বাসনা হয় তবে আর কিছু দিন অপেক্ষা কর। সে শুভদিনের জন্য আর কিছু দিন ধৈর্য্য ধর বন্ধু। আফগান সুলতানের সঙ্গে মারহাট্টার যুদ্ধ অনিবার্য্য, বন্ধু অপেক্ষা কর—দেশে ফিরে যাও—জাতির মধ্যে ফিরে যাও শুভদিনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে সেই খানেই অপেক্ষা কর। আর সেই শুভদিনে দামাজি, পার দেহে যত শোণিত আছে, দেশের কল্যাণে সত্য পালনে ধারায় ধারায় ঢেলে দিয়ে দেশের বক্ষে বহমান অগ্নিপ্রবাহ নির্ব্বাপিত করো, বন্ধু।

দামাজি। আপনি এত উদার সুলতান!

আমেদসা। এ আমার উদারতা নয় দামাজি, তোমারই ক্ষুদ্রতা, নতুবা স্বদেশবাসীর রক্তে তর্পণ অভিলাষ কেন? সত্যাশ্রয়ী বীর! দামাজি, বন্ধু, ব্যাধি আরোগ্যের ইচ্ছা থাকে স্বদেশে ফিরে যাও—আর চাপা দিয়ে রাখতে চাও এ বিদেশী আফগানের পায়ে জড়িয়ে থাক।

দামাজি। আমি কি আপনার ভরসাও করতে পারিনা সুলতান!

আমেদসা। পরের ভরসা—বন্ধু স্বপ্নের হাসি কান্না, খেয়ালের তাড়না, কখন আছে, কখন নাই।

দামাজি। এই মহাজন মহারাষ্ট্রের শত্রু! সুলতান তাই যাব,—জন্ম ভূমিতেই ফিরে যাব; কিন্তু আপনার এ ঋণ পরিশোধ—

আমেদসা। (তরবারিতে হাত দিয়া) আততায়ী সুলতানের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা বন্ধু সুলতান তো করে দিয়েছে, দামাজি।

দামাজি। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সুলতান, সেলাম।

(প্রস্থান)

আতাই। সুলতান, দাসকে মার্জ্জনা করুন। বারবার বন্ধুদের অযাচিত সাহায্য উপেক্ষা—

আমেদসা। বালক! তোমাদের মত প্রকৃত বন্ধুর প্রাণপণ সাহায্য উপেক্ষা আমেদসা ক'রে না. উপেক্ষা করে সে এই বহুরূপী সাময়িক বন্ধুর গর্ব্বের দান। আমি আফগান, সে ভারতবাসী। আমি যশের কাঙ্গাল, সে প্রতিহিংসায় অন্ধ, আমি যুদ্ধের আশ্রয়ে গড়তে চাই, সে যুদ্ধের ফলে ভাঙ্গতে চায়। আমি বিদেশবাসীকে মিত্র করে বলশালী হতে চাই, সে স্বদেশবাসীকে হত্যা করে শক্তিহীন হ'তে চায়। আতাই খাঁ, বালক, শুধু সমানে সমানে আলিঙ্গন—আর ন্যায়ে ন্যায়ে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী।

(প্রস্থান)

আতাই। এই গুণেই দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতি তোমার হাতে আজ খেলার পুঁতুল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী ও আজমীরের মধ্যস্থ বনপথ।

রোশেনারা। এই বাঙ্গাল, কি উদ্দেশ্য তার! সে অকাতরে আমার সম্মুখে কত লোকের প্রাণনাশ করলে—আমার মা ভাইকে খুন করলে কিন্তু দিল্লীতে আমার কাছে বাধা পেয়ে বন্দী হোল অথচ আমার

কেশাগ্রও স্পর্শ করলেনা। একি বন্ধু-পত্নীকে সম্মান প্রদর্শন— না অন্য কোন কু-অভিপ্রায় পূরণের পূর্ব্বাভাষ? না, না, তার বক্রদৃষ্টি কত লোলুপ, তার ভাবভঙ্গী যেন কত অর্থব্যঞ্জক সে আমার মিত্র-রূপী শত্রু—সংযমের আবরণে সে আমার কাল। যেমন করেই হোক স্বামীকে শীঘ্রই ওর সঙ্গ ছাড়াতেই হবে। কিন্তু স্বামী কোথায়? দিল্লীতে নাই, বাঙ্গাশও তাঁর অনিষ্ট করে নাই,তবে কি আমি ভুল করেছি। তবে কি তিনি আজমীরেব কুটীরেই আছেন! খোদা অন্ধের সম্বল ঐ যষ্টিটুকু হতে আমায় বিচ্যুত করোনা। সতীনারীর অমর্য্যাদা করোনা।

(রোশেনারার গীত)

সম্বল মম নয়নের জল আর তো কিছুই নাই।
আজি অভাগিনী বিশাল ধরণী আমারে দিলে না ঠাঁই ॥
যাচিয়া সাধিয়া সুখের লালসে,
ডুবেছিনু কবে মোহ তন্দ্রাবশে,
আজি মরু শুধু করিতেছে ধূ ধূ জাগিয়া যেদিকে চাই ॥

(প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া গাজিউদ্দিন ও বাঙ্গাশের প্রবেশ)

বাঙ্গাশ। রোশেনারা আমাদের পরামর্শ কোনরূপে জান্তে পেরে আজ আমাদের প্রাণ বাঁচাতে সে আমাদেরই উদ্দেশ্য-পথের অন্তরায় হয়েছে; নইলে তো দিল্লীর মসনদে আমরাই। কিন্তু বরাত আমাদের জোর—নইলে চোরের উপর বাটপারি কেন? তা নইলে জ্বেলে গিয়েছিলুম আর কি? জাপ্সিন্ জাঠরা সেই রাত্রে দিল্লী দুর্গ

আক্রমণ করেছিল, মালখানা লুট করবার জন্য গারদের সকলকে ছেড়ে দিয়েছিল তাই রক্ষা পেয়েছি, বড় কপাল জোর, বড় কপাল জোর। বুঝেছেন কিনা গাজি সাহেব, এত দৈব দুর্বিপাকেও যখন আমরা বেঁচে গেলুম তখন ভাগ্যের ফল অতি শুভ।

গাজি। বাঙ্গাশ! ভাই, চল ভাগ্যের এই শুভ ফল নিয়েই কুটীরে ফিরি, আর তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। বৃথা বিবাদ বিসম্বাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি জান না, কি যাতনা বুকে ধরে তোমার জন্য যমুনার অপর পারে জঙ্গলের মধ্যে আমি সমস্ত দিন রাত্রি অপেক্ষা করেছি। কি নিদারুণ জ্বালা নিয়ে দিবারাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি! বাঙ্গাশ! চল ভাই, ঐশ্বর্য্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা ক'রে যাতনায় জড় জড় হতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।

বাঙ্গাশ। গাজি সাহেব, এবার সত্যই বলছি ভাগ্য সুপ্রসন্ন। লৌহ কারাগার হ'তে শুধু মুক্তি লাভ করি নাই। জাঠদের রাজা ভরতপুরের রাজা সুরজমলের সৌহার্দ্দ্যলাভও করেছি। সে আমায় আশ্বাস দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে, একবার চলুন এই পথে তার সঙ্গে দেখা করে যাই। তার যদি সাহায্য পাই উত্তম, না পাই আমাদের পর্ণকুটীরেই গিয়ে থাকবো। শুধু আর একবার গাজি সাহেব—শুধু আর একবার।

গাজি। বাঙ্গাশ। তোমার যা খুসী কর। আমি আর তোমায় কিছু বলবোনা।

বাঙ্গাশ। ভয় কিং গাজি সাহেব, যে কাজের যা দস্তুর তা তো করতেই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি জীবিত থাকতে আপনার গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগতে দেব না। আর গোলমাল হবে

ভেবেই এবার আপনাকে দিল্লীতে নিয়ে যাইনি, আপনি বুঝুন—আমার সাধু উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝুন।

গাজি। বাঙ্গাশ, আমি পিপাসার্ত্ত, ঐ দূরে ঝরণা রয়েছে নয়?

(প্রস্থান)

বাঙ্গাশ। গাজিউদ্দিন, তুমি যে মনে করেছো নিশ্চিন্তে কুটীরে বসে রোশেনারার সঙ্গে আবার সুখালাপে মত্ত হবে, তা হবে না—বিয়ে করেছ বাস্, তোমার কাজ ও তোমার উপর বাঙ্গাশের অনুগ্রহ ঐখানেই শেষ হয়ে গেছে। হাঁ রোশেনারার সঙ্গে দেখা হলে কি বলবো? বোঝাব যে গাজিউদ্দিনের পাছে কোন বিপদ হয় তাই তাকে যমুনার অপর পারে রেখে আমিই অগ্রসর হয়েছিলাম। আর সে না থাকলে গাজিউদ্দিনই দিল্লীর বাদসা—শুধু তার জন্যই আমায় হটে আসতে হয়েছে, হাঁ সেই ঠিক্। যাই এখন গাজি সাহেবকে নিয়ে ভরতপুরে যাই—সূরজমলের সাহায্য না পাই—এবার গাজি সাহেবকেই জালে জড়িয়ে আমি কেটে বেরুবো।

(প্রস্থান)

———

তৃতীয় দৃশ্য।

পুণা—রাজ-অন্তপুর।

(সাবিত্রী ও রামরাজা)

রামরাজা। যখন আমাদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, তখন রমণীসুলভ দৌর্ব্বল্যে সে সমস্ত ব্যর্থ করে দিও না মা। নিজ অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ো না।

সাবিত্রী। রামরাজা! ক্ষত্রিয় রমণী অঙ্গীকার বিস্মৃত হয় না। আজ শত্রু বালাজি মৃত এবং সে সত্যই অনুতপ্ত—আর রামরাজা! ক্ষমার চেয়ে ধর্ম্ম নেই। হিন্দু রমণী আমি—ক্ষমাই আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(বালাজি ও বুন্দেলার প্রবেশ)

বালাজি। পুত্রকে ক্ষমা করতে না পার, মা হয়ে সন্তানকে অঙ্কে স্থান দিতে না পার—তবে নাও মা, বালাজির সব নাও, পেশোয়ার উষ্ণীষ নাও, মারহাট্টা জাতির গৌরব দৃপ্ত এই তরবারি নাও, দাও মা অদূরে ঐ নদী বক্ষে সব নিক্ষেপ করে দাও। যাক্—সব যাক্ মারহাট্টার জাতীয় গরিমা, হিন্দুর হিন্দুত্ব, সঙ্গে সঙ্গে জননীর অপত্যস্নেহ সব ঐ নদীর তরঙ্গে মিলিয়ে দূরে সাগর গর্ভে লয় হয়ে যাক্।

(পদতলে বসিল)

(অপর পার্শ্ব হইতে দামাজি আসিয়া বালাজিকে উঠাইয়া)

দামাজি। বালাজি, ভাই উঠ। তুমি দেশের রাজা—জাতির রাজা—আমাদের সকলের রাজা। আমরা তোমার বিদ্রোহী প্রজা, আমাদের শাস্তি দাও ভাই। মা, দামাজি আজ নব জাগরণের পুলক চাঞ্চল্যে উল্লসিত, স্নিগ্ধ ঊষার পূত অরুণিমায় স্নাত, স্থির সৌদামিনীর দৃপ্তরাগে রঞ্জিত। আশীর্ব্বাদ কর মা! মহারাষ্ট্রের এই ভ্রাতৃ-স্নেহ দৃঢ় হোক।

(পদতলে বসিল)

সাবিত্রী। আশীর্ব্বাদ করি বালাজি, আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, তোমাদের এই শুভ-সম্মিলন সার্থক হোক্।

(প্রস্থান)

বালাজি। ভাই, ভাই! ভগবান শঙ্কর আজ মুখ তুলে চেয়েছেন—তাই বুকের ধনকে আবার বুকে পেয়েছি। সাগর ছেঁচা মাণিক হাতের মুষ্টিতে ধরেছি। রামরাজা, ভাই! হিন্দু তুমি, অনুতপ্তকে ঘৃণা করোনা, পাতকীকে পায়ে ঠেলনা।

রামরাজা। আর লজ্জা দিও না পেশোয়া, এখন বেশ বুঝতে পারছি যে মতিভ্রম আমাদেরই হয়েছিল। আমারা তোমার দাস, তুমি আমাদের রাজা। আমাদের মার্জ্জনা কর রাজা।

বালাজি। বিশ্বনাথ সন্তানকে মায়ের কোলে তুলে দিলে, হারান ভাইদের ফিরিয়ে দিলে, মারহাট্টা জাতির জাতীয়তা রক্ষা করলে, এইবার প্রভু, তার ক্ষুণ্ণ গরিমা উদ্ধার করবার শক্তি দাও।

(দামাজি ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দামাজি। ওঃ! এতদিন কি ভ্রমই করেছিলুম—রসালের আস্বাদন অনুভব করতে নয়নরঞ্জন মাকালের অনুরাগী হয়েছিলুম! অথচ সত্য পালনের অনুরাগ। ওঃ কি ভুলই করতে বসেছিলুম, আমেদসা আব্দালি! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য যে এখন বড়ই কঠোর, তবে—তবে আমার উপায়? না, না, উপায় তো তুমিই বলেছ বন্ধু।

চতুর্থ দৃশ্য

ভরতপুর—প্রাসাদ মধ্যস্থ বিশ্রাম কক্ষ।

(জনৈক ভৃত্য সিদ্ধি ঘুটিতে ব্যস্ত,
গাজিউদ্দিন ও বাঙ্গাশের প্রবেশ)

গাজি। আবার এলে বাঙ্গাশ, ভিক্ষাবৃত্তি জীবনে যেটুকু বাকী ছিল, তাও তো মিটলো। আর কেন, ফিরে চল। অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা নিয়ে দারুণ অশান্তিতে লাটিমের মত ঘুরপাক খেয়ে লাভ কি? ফিরে চল বাঙ্গাশ—ফিরে চল।

(সূরজমলের প্রবেশ)

সূরজ। সে কি হে, একটু রাগ হয়েছে নাকি, বুঝেছ কিনা আমাদের এই বয়স হলে বুঝতে পারবে যে, সব কাজেই একটু কেমন দেরী হয়ে যায়। তা বোস বোস—রাগ করোনা।

বাঙ্গাশ। না, না, রাগ কিসের রাজা? ও আমরা অন্য কথা বলছিলুম।

সূরজ। তা, বুঝেছ কিনা অন্য কথাই বল আর না-ই বল, তোমরা চলে গেলে আমি ঠিক মনে করবো যে আমি সাহায্য করতে চাইলুম-না তাই তোমরা, রাগ করে, বুঝেছ কিনা চলে যাচ্ছ? বাঙ্গাশ, ভাই তোমরা ত জ্যোতিষশাস্ত্র মান না? সময় বড় খারাপ—সময় বড় খারাপ। জ্যোতিষশাস্ত্র হে, বুঝেছ কিনা—বীজগণিত বীজগণিত।

বাঙ্গাশ। না না তা কেন, ও অঙ্কশাস্ত্র সকলকেই মানতে হবে।

সূরজ। বুঝেছ কিনা ভাই অঙ্কশাস্ত্র, পাটীগণিত নয়, বীজগণিত। বীজ পর্য্যন্ত গুণতে পারে এ মানতেই হবে।

বাঙ্গাশ। তাইতো বলছি রাজা, যে আপনার সময়টা খারাপ, তা আপনি কি করবেন? তবে আশা দিয়েছেন এই যথেষ্ট।

সুরজ। বুঝেছ কিনা ভাই সময়টা ভাল নয়। কাজেই, (জনান্তিকে) ওরে ব্যাটা একটু ভাং দেনা। ভদ্রলোকেরা রয়েছে—বুঝেছ কিনা বাঙ্গাশ, ও ব্যাটাদের যে কবে আক্কেল হবে কে জানে (ভাং পান) নাও—একটু একটু খাও। এক আধখানা গানও শোন।

বাঙ্গাশ। ও সব তো চলে না রাজা, তবে গান—

সুরজ। বুঝেছ কিনা, আমরা ভারতবাসী, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হতে আরম্ভ করে সকলেই যথারীতি অতিথিসৎকার করে গেছেন। আমাদেরও তো সে পাট রাখতে হবে। ঠাট্ তো বজায় চায় ভাই বুঝেছ কিনা? কিন্তু গাজি সাহেবের যে একেবারে বাক বন্ধ হয়ে গেল।

বাঙ্গাশ। কিসে খুলবে বলুন? সে ব্যবস্থা কই আপনার? নইলে এতক্ষণ খই ফুট্‌তো।

সুরজ। সে কিহে, সে আবার কি রকমটা চাও? বুঝেছ কিনা।

বাঙ্গাশ। একটু সিরাজীর ব্যবস্থা করতে পারেন?

সুরজ। বুঝেছ কিনা বাঙ্গাশ, ওই খানেই যত গোল—তবে এও জলীয় পদার্থেই পরিণত হয়েছিল। দেখ ব্যাটারা জালা জালা— চৌবাচ্ছা চৌবাচ্ছা ভাং ঠুঁকবে নেশায় বুঁদ হয়ে দিন রাত পড়ে থাক্‌বে—তবু তোমাদের ওই আমীরি চিজটা খেতে চাইবেনা! বুঝেছ কিনা একেবারে কুঁড়ে, ছুটোছুটী মোটেই পছন্দ করে না আবার শুধু কি তাই? এমন কি কেউ ও জিনিষটার দোকান পর্য্যন্ত করবে না হে, বুঝেছ কিনা, পাছে দেশে ছুটোছুটী ঘোড় দৌড় সুরু হয় এই ভয়ে।

বাঙ্গাশ। কেন আপনি তো দেশের রাজা, আপনি আইন ক'রে তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

সুরজ। আরে বুঝেছ কিনা ভাই, আইনের কি কিছু কমতি আছে? যদি কোন ব্যাটা দোকান না করে—খেতে না চায়—তা রাজা আইন করে কি করবে বল? তা বুঝেছ কিনা, সময়ে টের পাবে—গোবর গণেশ মেরে যাওয়ার টেরটা পাবে এখন, বুঝেছ কিনা!

বাঙ্গাশ। বুঝেছি। তা গানই না হয় একটা হোক্। আচ্ছা রাজা, খই ফোটাবার চিজ না হয় লোকে আনে না—ব্যবহারও করে না, কিন্তু খই ভাজবার লোকের ত গরমিল হয় না।

সুরজ। বুঝেছ কিনা, সে অভাব হলে কি ঘর সংসার চলে হে—ওরে কে আছিস, একবার গানের ব্যবস্থা কর্‌রে।

(সখীদের প্রবেশ)

সুরজ। হিন্দুর আতিথেয়তার নাম ডুবোতে বসেছিস—নে, নে, চট্ করে মুখ খোল। গাজিসাহেব যেতে বসেছে, বুঝেছিস কিনা একবার ঝাড়া ফু কর।

(সখীদের গীত)

আমাদের প্রাণ সৃষ্টি শুধু অতিথ-সেবা কর্‌তে।
মারতে নয় মারতে নয় পরের দুঃখে মরতে
লোকের মুখে ফোটাতে হাসি
চোখেতে রাখি তড়িৎ রাশি
অধরে সুধার ফোয়ার ধারা তেষ্টার সময় ধর্‌তে।

ঝিলিয়ে দুটো মিষ্টি কথা
ঘুচাই পরের মনের ব্যথা
বুকের মাঝে আগ্‌লে রাখি দিইনা ঝরে পড়তে।

(সখীদের প্রস্থান)

বাঙ্গাশ। বেশ, বেশ, ঝাড়া ফুঁর মন্তর গুলো তো মন্দ নয়।
গাজি। রাজা, তবে আজকার মত আমরা বিদায় গ্রহণ করতে পারি?
সুরজ। হাঁ, তবে এস—পার সময়ে সময়ে, বুঝেছ কিনা দেখা শোনা করো।

(গাজিউদ্দীন ও বাঙ্গাশের প্রস্থান)

থই ফোটাবার চিজ্‌টা শুনেছি ভাল। ভাঙ্গা কল্‌জে জোড়া দেয়, বুড়োকে ছোক্‌রা করে, অরসিককে সুরসিক করে। তা একবার চেখে দেখলে হয় বুঝেছ কিনা? তাইতো এখন কি করা যায়। ওরে একটু ভাং দেতো।

(নেপথ্যে—আল্লা আল্লাহো, সুলতান কি জয় ও বন্দুক ধ্বনি)

সুরজ। এঁ্যা, এঁ্যা, এমন অসময়ে বেতালায় বেসুরে চেঁচামেচি করে কেহে। ওরে ব্যাটা দ্যাখনা কে এমন ইতরামি আরম্ভ করেছে। বলি ভাংয়ের ঘোরে কি হোলি-খেলা আরম্ভ করলে নাকি?

(জনৈক শরীররক্ষীর প্রবেশ)

শরীর-রঃ। রাজা সুলতানের ফৌজ কেল্লা দখল করেছে। এখুনি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে। আপনার ফৌজ সব চুপ চাপ বসে আছে।

সুরজ। এঁ্যা এঁ্যা, বলিস্ কিরে—বলিস্ কিরে, ফৌজ বসে আছে।

তাদের ধন্যবাদ দাও হে—তাদের ধন্যবাদ দাও। বুঝেছ কিনা, কিন্তু যদি এসংবাদ মিথ্যা হয়, কিম্বা ভাংয়ের নেশায় খোঁয়ারি হয় তাহলে তোর—

শরীর-রঃ। আজ্ঞে, আপনি আজ হতে আর কোন প্রতিজ্ঞা করবেন না, কারণ সে রক্ষা করা এখন আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে।

সুরজ। কেন, বলি কেন?

শরীর-রঃ। আর কোন লোক আপনার কোন কথা শুনবে না।

সুরজ। কেন তোমরা কি আমার তলব খাওনা, বুঝেছ কিনা, তলব—তলব খাওনা?*

শরীর-রঃ। খাই, কিন্তু আপনার নয় রাজ্যের। ডাকাতের সঙ্গে যে রাজার ব্যবহার, লুট-পাট ও ডাকাতি যার পেশা, যোদ্ধার দল তার কথায় আর ভুলবে না।

সুরজ। বটে, বলে কিনা রাজ্যের—আপনার নয় রাজ্যের? বলি এ রাজ্যটা কি তোদের বাপ-দাদার না আমার বাপ-দাদার?

শরীর-রঃ। তা জানিনা, জানবার আবশ্যকও নাই, কারণ মাটী কারও একলার নয়।

সুরজ। বটে রে বাহাদুরের দল, আচ্ছা রোস একবার দে তো রে একটু ভাং

(ভাং খাইয়া প্রস্থানোদ্যত)

(ওয়ালি খাঁর সৈন্যদের সহিত প্রবেশ)

ওয়ালি।—সুরজমল, তুমি আমাদের বন্দী।

সুরজ। বুঝেছ কিনা আফগান সেনাপতি, কাজেকাজেই হ'তে হলো। (শরীর রক্ষীর প্রতি) এবার ফিরে আসি—তার পর তোরা কেমন

ছোট লোক নেশাখোর একবার দেখে নেবো। বুঝেছ কিনা?

(ওয়ালিখাঁ, সৈন্যগণ ও সূরজমলের প্রস্থান)

শরীর-রঃ। তার আগে ভদ্রলোক নেশাখোর কেমন অপদার্থ ছোট লোক হয়েছে একবার দেখে এস।

(প্রস্থান)

—o—

পঞ্চম দৃশ্য।

যমুনা তীরে দিল্লীদুর্গ—

(একখানি বজরাতে তইমুর ও জহরুন্নিসা)

তইমুর। জহর, যেখানে দিবারাত্র রাজার বিরুদ্ধে গুপ্ত মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র—সেখানে সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন তো সম্ভবপর নয়।

জহর। সেরূপ শাসকের অভাবে অবশ্য রাজ্যশাসন অসম্ভব।

তইমুর। তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে, শাসককে অত্যাচারী হতো হবে।

জহর। স্বামী, সুশাসক হ'তে হলে যদি কখনও অত্যাচারী হতে হয়—সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে যদি কারও উপর কঠোরতা প্রয়োগ করতে হয় তাহ'লে তাই করতে হবে।

তইমুর। অত্যাচারী রাজা কি সুশাসক?

জহর। দশের অত্যাচারী সু-শাসক নয়, তবে সু-শাসককে আপনার জনের উপর স্নেহ দুর্ব্বল কিংবা পক্ষপাতী না হয়ে অত্যাচারীই হতে হবে—নইলে একদিন তাদের জন্ত এই দশেই অত্যাচারী হয়ে উঠবে; আর তখন সে অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। যেমন এই বাদসাহী দিল্লীর অবস্থা।

তইমুর। জহর, আমি ঠিক বুঝিতে পারছি না তুমি, কি বলছো।

জহর। বুঝতে পারলেনা স্বামী? এই আপনার জনের জন্যই আওরংজেব সারা জীবনটা চেষ্টা করে গেছে, একের জন্য দশের মাথায় চোখ বুজে পদাঘাত করেছে। দশের সুখ বুঝে সুঝেও দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে, দশের মর্য্যাদা প্রাণপণে হানি করেছে; ফলে পর তো পর রয়েই গেল—আর এই আপনার জনেরাও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাটা নিজেরাই করে নিয়ে পরের উপরও যদি কিছু থাকে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আওরংজেব গাছ পুঁতে গেছে এখন ফল ভোগ করছে তার ওয়ারিশানগণ, এইবার বুঝেছ।

তইমুর। জহর, জহর, দেখতো ঐ একটা নৌকা কেল্লার তোপখানার কাছে দাঁড়াচ্ছে না? ওখানে তো ঘাট নেই। ওকি একখানা তক্তা বেয়ে দুজন মোগল সৈনিক নৌকার উপর উঠছে নয়?

জহর। হাঁ তাইতো, ওকি লোক দুটো সৈনিকদের পোষাক খুলে নিলে না, ব্যাপার কি দেখতে হলো।

তইমুর। তাইতো, সৈনিকেরা তো নেবেও গেল। নৌকাটা কিন্তু এই দিকেই আসছে। আচ্ছা আমরা এই স্থানে একটু অপেক্ষা করি।

জহর। না, এ রংমহালের ঘাটে আমাদের দেখলে হয়তো নৌকা ভিড়োবেনা। সৌনিকের পোষাক বদল করলে অথচ সৌনিক-দের সঙ্গে কেল্লায় গেল না। নিশ্চয়ই ঐ নৌকারোহীদের কোন কু-মতলব আছে। এস, আমরা একটু দূরে অপেক্ষা করি।

(নৌকা লইয়া একপার্শ্বে গেল, অপর পার্শ্ব হইতে একখানি নৌকা আসিয়া প্রবেশ করিল ; নৌকার উপর গাজিউদ্দিন ও বাঙ্গাশ)

বাঙ্গাশ। গাজি সাহেব, মোগলসৈনিকের পোষাক পরে তো আমাদের মন্দ দেখায় না, তা যাই হোক আপনাকে দেওয়ানি খাসের পাশের ঘরে লুকিয়ে রাখব, সেই খানেই ঐ সেপাই দুটো আর ওদেরই দলের লোক পাহারা থাকবে। আমি খাস মহলে গিয়ে খোঁজ নোব—আজ আলমগীর কোথায় শোবে। আপনাকেও এবার কিছু করতে হবে না। সেবার সব ঠিক হয়েছিল ঐতো বললুম শুধু আপনি ছিলেন না তাই সম্রাট বলে ঘোষণা করতে পারা গেলনা, নইলে তো বাজীমাৎ।

গাজি। বাঙ্গাশ! আমি পুঁতুল—আমি পুঁতুল, আমায় ঘোরায় ফেরাও—যে দিকে খুসি ঘোরাও ফেরাও, আমি চুপ্-চাপ্ ঘুরি ফিরি! আমি আর কিছু বলবোনা।—আশ্চর্য্য! বাঙ্গাশ, তুমি কি আমায় যাদু করেছো!

বাঙ্গাশ। তবে ফিরে চলুন, ভবতপুরেও শুনেছেন, এখানেও শুনলেন—রোশেনারাকে বন্দিনী করে রেখেছে, হয়তো—

গাজি। বাঙ্গাশ, তোমার যা খুসি কর, আমি আর কথাটীও কইবো না।

বাঙ্গাশ। ঐ একটা নৌকা এদিকে আসছে। শিগ্‌গির নেমে আসুন। (মাঝির প্রতি) যা নৌকাটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে যা!

(গাজিউদ্দিন বাঙ্গাশের পিছু পিছু মন্ত্রমুগ্ধের মত আসিয়া রংমহালের ঘাটে নামিল ও দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, নৌকা চলিয়া গেল ; তইমুরের নৌকা আসিল)

জহর। স্বামী, আমার অনুমান সত্য, এ ও ষড়যন্ত্র—এ ও ষড় যন্ত্র। এস, আমরা দুষমণদের অনুসরণ করি। রক্ষী, ঐ নৌকা ও নৌকার মাঝিকে দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্ত আটক্ করে রাখ।

(জহরুন্নিসা ও তইমুরের ভিতরে প্রবেশ)

—o—

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুঞ্জপুর-দুর্গাভ্যন্তর—

(আমেদসা আব্দালি, জীহান খাঁ ও ওয়ালি খাঁ এবং বন্দী সূরজমলের প্রবেশ)

জীহান। সুলতান, এই রাজা সূরজমল, এখন গোলামকে বিদায় দিন, এইবার সাহাজাদার কাছে যাই।

(প্রস্থান)

সূরজ। বল না হে আফগান সেনাপতি, সময়টা এখন ভাল এই সময়ে সুলতানের কাছে এ গোলামের আর্জ্জিটাও পেশ কর না ভাই।

ওয়ালি। সুলতান, রাজা সূরজমল তার মুক্তির জন্য এক কোটী স্বর্ণ মুদ্রা

ও তার সমস্ত হস্তী আমাদের দিতে চায় এবং সে তার কৃত কার্য্যের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত।

সূরজ। বুঝেছেন কিনা সুলতান, দুঃখে আমার কান্না আসছে। আমি পরের কথায় নেচেছিলুম—আমার যথেষ্ট অপরাধ হয়েছে। এখন আমায় মুক্ত করে দিতে বলুন।

আমেদসা। রাজপুতহিন্দুর এত অধঃপতন। মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম সব যাক্ প্রাণ চায়!

সূরজ। আজ্ঞে বুঝেছেন কিনা, প্রাণ থাকলেই মান মর্য্যাদা সব থাকবে। এখন এই লোহার শিকলটা খুলে নিতে বলুন, রাজার হাত তো—বুঝেছেন কিনা?

আমেদসা। হিন্দুর আর আশা নাই।

সূরজ। আজ্ঞে, এ লোহার বেড়ী খুলে নিলে বুঝেছেন কিনা এখনও আশা আছে।

আমেদসা। অপদার্থ ভাঁড়। হুঁ লোহার শিকল খুলে নিচ্ছি কিন্তু সম্মান বিক্রয়ে মুক্তিলাভে কি প্রয়োজন সূরজমল?

সূরজ। প্রয়োজন, বুঝেছেন কিনা প্রাণে আবার প্রয়োজন নাই—অনেক প্রয়োজন আছে।

আমেদসা। হাঁ মানুষের প্রাণে প্রয়োজন আছে কিন্তু পশুর প্রাণে কি প্রয়োজন?

সূরজ। আজ্ঞে, পশু আমি আমি—

আমেদসা। ওয়ালি খাঁ, এমন পশুটাকে পশুশালায় না পাঠিয়ে দরবারে এনেছিলে!

সূরজ। আজ্ঞে দেখুন দেখি আপনার দরবারে কি আমাদের মত লোক দাঁড়াতে পারে, তবে বুঝেছেন কিনা এমন কাজ আর কখনও

হবে না। এখন শালাগুলির ব্যবস্থা না করে আমাকে দয়া করে বুঝেছেন কিনা ভরতপুরেই পাঠিয়ে দেন।

ওয়ালি। ভবিষ্যতে যদি বিরুদ্ধাচরণ কর?

সুরজ। আরে রাম এতবড় শক্তিমানের সঙ্গে—

আমেদসা। শক্তিমান বলে ভয় করছো ভক্তি করছোনা, সুরজমল?

সুরজ। আজ্ঞে ও ভয় ভক্তি একই কথা। প্রথমে অপরিচিত বলে ভয় হয়, বুঝেছেন কিনা তার পর গুনপনায় মুগ্ধ হলেই ভক্তি আসে। এখন আমি ভক্তি গদ গদ হয়েছি বুঝেছেন কিনা—

আমেদসা। সুরজমল, এত গুন তোমার তবু তুমি রাজা বলে পরিচিত! আজ হতে তোমাকে আমি 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দিলাম। তুমি যাও অভিষেকের আয়োজন কর।

সুরজ। কিন্তু সুলতান, এই শিকলটা যে আমায় বড় লজ্জা দিচ্ছে। এর একটা ব্যবস্থা বুঝেছেন কিনা?

আমেদসা। মহারাজাবাহাদুরের হাত দুখানিকে মুক্ত করে দাও। ভবিষ্যতে তোমাদেরই পদ সেবায় নিযুক্ত হবে। তিনি নিজে গুণিব্যক্তি তোমাদের ও গুন গাইবেন।

সুরজ। বুঝেছেন কিনা সুলতান আপনি মহৎ ব্যক্তি, উদারচেতা তাই আমার গুনাগুন বুঝে সন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু দেশের লোক মূর্খ, হস্তী মুর্খ, শুধু তাই নয় বুঝেছেন কিনা এমন হিংসুটে লোক—

আমেদসা। দেশের লোক তোমার হিংসা করে নয়?

সুরজ। ফেটে যায় সুলতান ফেটে যায় বুঝেছেন কিনা হিংসায় ফুটী ফাটা হয়।

আমেদসা। আচ্ছা মহারাজা বাহাদুর হিংসকদের আমি শাস্তি দেব, তুমি এখন এস।

সুরজ। (যাইতে যাইতে) ধরে ছাতাটা আগেই এসে ছিল এতদিনে গ্রহাচার্য্যের 'কিস্তটা' এল, বুঝেছো কিনা?

(সুরজমলের প্রস্থান)

আমেদসা। ওয়ালিখাঁ কেমন অদ্ভুত চরিত্র দেখলে?

ওয়ালি। সুলতান, ভারতবাসী বোধ হয় একটু শান্তিপ্রিয়।

আমেদসা। হাঁ, শান্তিপ্রিয় পরের কাছে শক্তিশালীর নিকট, কিন্তু আপন জনের কাছে অশক্তের নিকট এত অশান্তি সৃজনা করতে এদের জোড়া দুনিয়ায় পাবেনা, ওয়ালিখাঁ।

(আমেদসা ও ওয়ালিখাঁর প্রস্থান)

—*—

সপ্তম দৃশ্য।

দিল্লীদুর্গ খ সমহলের ছাদ।

আলমগীরের প্রবেশ।

আলম। (পদচারনা করিতে করিতে) না, না, এ সয়তানের রাজ্য, বেইমানের রাজ্য। এ যে মোগলের গদি দিল্লির মসনদ, এর পরিনাম এই এর পরিণাম এই—

(দৌলত উন্নিসার প্রবেশ)

দৌলত। দাদা, দাদা,

আলম। কে বোন এসেছিস, সম্রাট ভাইকে দেখতে এসেছিস? মরি নাই মরতে পারি নাই, মরা হয় নাই, এখনও যন্ত্রনার বাকী

আছে। দৌলত ভাইকে শ্বান্তনা দিতে এসেছিস না কাঁদাতে এসেছিস, কিন্তু দৌলত দিল্লির আকাশ জ্বালাময়ী ঝটীকাপ্রবাহে পূর্ণ, দিল্লির বুকে মরুর তৃষা লুক্কায়িত, শ্বান্তনাদানে কিম্বা অশ্রুপাতে কোন ফল হবে না, বৃথা চেষ্টা বোন্ বৃথা চেষ্টা।

দৌলত। দাদা, খোদার অসীম কৃপা তাই তুমি--

আলম। হাঁ, হাঁ, তাই আমি মরণের আঙ্গিনা হতে ফিরে এসেছি, আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছি। এখনও যে শেষ হয়নি দৌলত এখনও যে বিচার শেষ হয়নি! যাক্ দৌলত কখন এলি বোন্, আমেদ-সাহেব কোথায়?

দৌলত। দাদা এইমাত্র আমরা কুঞ্জপুর হতে আসছি। তিনি অসুস্থ ছিলেন তাই আগে আসতে পারিনাই।

আলম। আমার বিপদ, আমার বন্ধুর আত্মীয়ের বিপদ হবেনা? তবে আর চার চৌরস কপাল কাকে বলে দৌলত? তা বেশ বেশ এখন যাও বোন বিশ্রাম কর, পরে দেখা হবে।

দৌলত। আর খোলা ছাদে থেকোনা, অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আলম। অনেকক্ষণ সন্ধ্যাহয়ে গেছে নয়? চল বোন, আমি যাচ্ছি।

(দৌলতের প্রস্থান)

ঐ উর্দ্ধে সুনীল আকাশে তারকার ফোয়ারা, ঐ নিম্নে কলস্বরা যমুনার তৃপ্তিধারা, ঐ দূরে যুম্মা মসজিদের ধবল ধূসর শীর্ষদেশ, ঐ কেল্লার গম্বুজে গম্বুজে স্ফটীক স্বচ্ছ আলোকের শুভ্ররেশ, হর্ষসঙ্গীত মুখরিত ঐ রংমহাল, নীলোজ্জ্বল নয়নারাম ঐ শীশ-মহাল; সব সেই, কিন্তু বদলেছে শুধু আজ আলমগীর, বদলেছে শুধু আজ এই সবের অধিকারী। অন্তরে বাহিরে তার আজ অসম্ভব পরিবর্ত্তন—বাহবা সাম্রাজ্য, বাহবা মসনদ!

(সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করিয়া বাঙ্গাশ ও
দুইজন মোগল সৈনিক প্রবেশ করিল)

কে, তোরা—

সৈনিকদ্বয়। আজিম খাঁর প্রেতাত্মা—

বাঙ্গাশ। আর আমি তোমার উত্তরাধিকারী।

(সৈন্যগণ গিয়া ধরিল ও বাঙ্গাশ চোক উপড়াইয়া দিল)

আলম। (পড়িয়া গেল) উঃ উঃ।

বাঙ্গাশ। চোখ গেছে সাঁতরাতে পারবে না এইবার এই যমুনায় ফেলে দাও। ডুবে মরুক।

আলম। আমায় কষ্ট দিওনা, একেবারে মেরে ফেল, আশীর্ব্বাদ করবো আমায় এইবার এইখানেই মেরে ফেল।

বাঙ্গাশ। ঘাতককে কি আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্য কুড়োতে আছে বৃদ্ধ ? এখন যমুনায় হাবুডুবু খেয়ে মর। অশান্তিময় রাজ পুরীতে শান্তি স্থাপিত হোক্।

(উঠাইয়া ফেলিতে যাইবে এমন সময় আমেদসা
আব্দালি, তইমুর ও জীহান খাঁর প্রবেশ
জীহানখাঁ একজন সৈনিককে গুলি করিল তইমুর অপর
সৈনিককে গুলি করিল ও আমেদসা, বাঙ্গাশের
গলদেশ চাপিয়া ধরিল)

আমেদসা। অচিন্ত রূপী শান্তিদাতা, এইবার শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণে ভারতকে পবিত্র কর।

———•———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(চক্ষুহীন আলমগীর, জহরুন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা)

আলম। জহর, আলমগীর আজ শৌর্য্যশূন্য, দৃষ্টি শক্তিহীন, পরমুখাপেক্ষী অথচ সম্রাট! ভাগ্যবান আলমগীর ভাগ্যবান!

জহর। পিতা দাদাকে আনতে অশ্বারোহী গেছে, তাকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করে অবশিষ্ট দিন ভগবৎ চিন্তায় কাটিয়ে দিন।

আলম। ভগবৎ চিন্তা, সম্রাটের ভগবৎ চিন্তা! জহর তোরও মস্তিষ্ক বিকৃত!

দৌলত। দাদা, অদৃষ্ট ছাড়া যখন পথ নাই—

আলম। দৌলত, ভগ্নি ও উন্মাদের কথা। দিল্লির সম্রাট, যে ইচ্ছা করলে হাজার হাজার অদৃষ্ট ভাঙ্গতে গড়তে পারে, তার পথ এক অজানা অচেনা উন্মত্তের দেবতা অদৃষ্ট এসে গড়বে? না, না, আমার পথ আমি ঠিক্ করেছি, ঠিক্ করেছি। দেখতে চাস্? আচ্ছা সবুর কর।

জহর। চুপ কর বাবা ঐ সুন্নায়েৎকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে সে আসছে।

(সুন্নায়েতের প্রবেশ)

সুন্নায়েৎ। ভাইজি

আলম। সুন্নায়েৎ, এসেছ, বেশ, বেশ। কিন্তু তুমি যে আমার শত্রু!

সুন্নায়েৎ। ভাইজি না বুঝে বাঙ্গাশের মিষ্ট কথায় ভুলে—

আলম। কিসের দুঃখ ভাইজি? সে তো বাদসাহী দিল্লির গৌরব, মোগল কুলুজীর লুপ্ত গরিমা উদ্ধার। কিসের দুঃখ, সুন্নায়েৎ সিংহাসন চাও?

সুন্নায়েৎ। কেন লজ্জা দিচ্ছ ভাইজি?

আলম। বেশ, লজ্জা হয় সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ কর আর লজ্জা বিরহিত মহাপুরুষ হও, সিংহাসন গ্রহণ কর—

সুন্নায়েৎ। ভাইজি সিংহাসনে আমার কখনও লোভ ছিল না আজও নাই।

আলম। তবে শাস্তি গ্রহণ কর; তোমার ঔদ্ধত্যের, তোমার অপরিণামদর্শীতার শাস্তি গ্রহণ কর। জহর, তোরা সরে যা।

জহর। বাবা, কেন উত্তেজিত হচ্ছো?

আলম। তোদেরও তো মোগলের বংশে জন্ম, ভক্তিহীন হওয়া তো তোদের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।

জহর। বাবা তুমিও কি কন্যার মন বুঝলে না।

আলম। না, না তোদের মন বোঝবার সময় আর আলমগীরের নাই। আদেশ করছি সরে যা, পিতার উপর ভক্তি দেখাতে চাস্ সরে যা।

জহর। খোদা—

(দৌলত ও জহরুন্নিসার প্রস্থান)

আলম। (ছুরি বাহির করিয়া) এই দেখ সুন্নায়েৎ, তোমাদেরই জন্য এই ছুরি সংগ্রহ করেছি।

সুন্নায়েৎ। ভাইজি, এখুনি ওই ছুরি এই বিশ্বাস-ঘাতকের, মর্ম্মহীন আত্মীয়ের বুকে বসিয়ে দাও।

আলম। দোব, সুন্নায়েৎ তাই দোব। কৈ তোমার মিত্রের দল, সুহৃদের দল কৈ?

সুন্নায়েৎ। ভাইজি, বুক পেতে দিয়েছি, আমূল বসিয়ে দাও।

আলম। ভাইরে, আমার কষ্ট মনে পড়ে না? না, না তুমি বুঝি জান না। না, না তুমি সব জান, তুমি সব জান। আলমগীরের বুকে বসে তারই শ্মশ্রু উৎপাটন করবে, সুন্নায়েৎ তা হবে না। এস কাছে এস; বুক পেতে দাও, আমি তোমায় শাস্তি দেবো।

সুন্নায়েৎ। (কাছে গেল) এই নাও ভাই, আমায় শাস্তি দাও, ভাগ্যহীনকে শাস্তি দাও।

আলম। বুক কাঁপছে কি করবো বল, বিচারক উপায় নাই। তোমার মিত্রেরা বন্দী, তাদের বিচার করতে বোধ হয় সময় পাব না। তা হোক তারা অনাত্মীয়। বাদসা সর্ব্বাগ্রে আত্মীয়েরই বিচার করবে।

সুন্নায়েৎ। ভাইজি আমায় শাস্তি দাও, আমায় শাস্তি দাও।

আলম। এমন শাস্তি তোমায় দেব, জেষ্ঠের শাস্তি কনিষ্ঠের উপর আজ এত ভীষণ হবে যে আর যেন কনিষ্ঠ কখনও জেষ্ঠের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি সঞ্চালনেও সাহসী না হয়।

সুন্নায়েৎ। ভাইজি, তুমি পারবে না, ছুরিটা আমায় দাও আমি বুকে বসিয়ে সকল জ্বালার অবসান করি।

আলম। তোমায় আবার বিশ্বাস করি সুন্নায়েৎ?—এই তো বুক; আচ্ছা চোখ বোজ চোখ বোজ আল্লার নাম কর।

সুন্নায়েৎ। এই যে ভাই চোখ বন্ধ করেছি।

আলম। সুন্নায়েৎ, ভাই একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে নয়? তাই আজ আমার এত কষ্ট, এই কষ্ট দেখতেই প্রাণ বাঁচিয়ে

ছিলে? শত্রু আমার পরম শত্রু আজ রক্তপাতে তোমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্। (নিজের বক্ষে নিজে ছুরিকাঘাত করিল)

সুন্না। ভাইজি, ভাইজি—

(জহরুন্নিসা ও দৌলতের পুনঃ প্রবেশ)

জহর। বাবা, বাবা,

দৌলত। দাদা, দাদা, এ তুমি কি করলে?

আলম। সব কাঁদ কাঁদ খুব কাঁদ, মোগল সম্রাট মরেছে, কাঁদবে না খুব কাঁদ। কিন্তু জহর 'কেমন শাস্তি শত্রুকে দিয়েছি, কনিষ্ঠকে কেমন জব্দ করেছি কেমন তার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে?

সুন্নায়েৎ। আসমানের তারা আসমানে নিভে যাচ্ছ। ভাইজি কি দুঃখ—

আলম। সুন্নায়েৎ, বড় সুখ—আজ বড় সুখ। জহর—জ—হ্—উঃ খোদা।

(মৃত্যু)

জহর। বাবা ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লি-যমুনা তীরস্থ পথ

(জনৈক বালক ও সাহ-আলম)

সাহ-আলম। হাঁ ভাই, বলতে পার সম্রাট কেমন আছেন?

বালক। সে কি, সম্রাট তো আত্মহত্যা করেছেন।

সাহ-আলম। আত্মহত্যা?

বালক। তা জান না—কারা সব তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছিল তাই মনের

দুঃখে তিনি তাঁর ভাইকে, ভাইও বুঝি সেই দলে ছিল তাই তাকে ডেকে তার সম্মুখে বুকে ছুরি বসিয়ে মারা গেছেন।

সাহ-আলম। তুমি ঠিক জান?

বালক। তা আবার জানিনা? সম্রাটের খবর কে রাখে না বল? কিন্তু তুমি দিল্লির লোক হয়ে জান না এ কি রকম ব্যাপার?

সাহ-আলম। ভাইরে আমি যে দেশ পর্য্যটক, অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ছাত্র।

(প্রস্থান)

বালক। (যাইতে যাইতে) এ কে পাগল নাকি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লি-দরবার

(জীহান খাঁ, তইমুর, বন্দীকৃত গাজিউদ্দিন, আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ ও সুন্নায়েৎ এবং সৈন্যগণ)

জীহান। সুন্নায়েৎ আত্মপক্ষ সমর্থন করে' কিছু বলবার আছে?

সুন্নায়েৎ। আফগান সৈন্যাধক্ষ্য, আত্মপক্ষ সমর্থন কিম্বা বাঙ্গাশের উক্তির বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলতে চাই না, আপনাদের যেরূপ অভিরুচি—

জীহান। বালক, তোমার ব্যবহারের জন্য তুমি লজ্জিত নও, দুঃখিত নও বরং গর্ব্বিত, আশ্চর্য্য!

সুন্নায়েৎ। এই ধর্ম্মাধিকরণে বসে' তোমাদের মুখ হতে মিথ্যা কথা বের হচ্ছে তার জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত।

তইমুর। সৈন্যগণ, এই নিলর্জ্জ ও বাচালকে আমাদের সম্মুখে হত্যা কর।

(সৈন্যগণের অগ্রগমন এমন সময় সাহ-আলমের প্রবেশ ও বাধা প্রদান)

সাহ-আলম। তইমুর, আত্ম বলিদান দিয়ে ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা করে গেছেন, যে ভাই, হাতের কাছে অস্ত্র পেয়ে বুক পেয়েও বাদসা যাকে রক্ষা করে গেছেন তাকে শাস্তি দেবার আমাদের কোন অধিকার নাই। খুল্লতাত, সিংহাসন চেয়েছিলে? গ্রহণ কর। আমিই এখন ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ এ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমি এই রাজদরবারে ঘোষণা করেছি আজ হতে এ সিংহাসনের অধিকারী তুমি, আর আমি তোমার একজন দীন ও বিশ্বস্ত প্রজা।

সুন্নায়েৎ। সিংহাসন, তার রক্তাক্ত পাদপীঠ কি শুষ্ক হয়েছে? আবার রক্তের প্রয়োজন হয়েছে? সিংহাসন, সম্রাটের রক্ত, ভাইয়ের রক্ত! হাঁ, হাঁ সিংহাসন গ্রহণ করবো, আমি সম্রাট হব, সাহ-আলম আমি সম্রাট হব!

সাহ-আলম। খুল্লতাত—

সুন্নায়েৎ। সাহ-আলম, ভয় নাই, আমি প্রকৃতিস্থ, আমি প্রকৃতিস্থ। সিংহাসন আমায় দান করলে? বেশ, আমি গ্রহণ করলুম, আমি সম্রাট, সাহ-আলম আমি সম্রাট, কেমন এখন আমি সম্রাট?

সাহ-আলম। হাঁ খুল্লতাত, এখন তুমিই সম্রাট।

সুন্নায়েৎ। আমার আদেশ

সাহ-আলম। আজ্ঞা করুন—

সুন্নায়েৎ। হাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। সম্রাটের আদেশ আজ থেকে ভারতের এই রাজার সিংহাসন প্রজার, সাহ-আলম তুমি সেই প্রজার প্রতিনিধি। হাঃ, হাঃ, কেমন, সম্রাটের আদেশ! কেমন?

সাহ-আলম। খুল্লতাত, আপনি—

সুন্নায়েৎ। সাহ-আলম, সম্রাটের আদেশ, ধর্ম্মের অনুশাসন, হা হা দিল্লির বাদসার আদেশ।

(প্রস্থান)

সাহ-আলম। এ কি এযে উন্মাদের লক্ষণ।

(প্রস্থান)

জাঁহান। সুন্নায়েতের এইবার পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে। সাহাজাদা, এই বেইমানদের বিচার কর।

গাজি। সাহাজাদা, আমাদের ফাঁসিদিন, জয়ন্তে আমাদের কুক্কুর দিয়ে খাওয়ান। আমরা সত্য সত্যই বেইমান। বিচারের প্রয়োজন নাই, আমরা বেইমানের সেরা বেইমান।

বঙ্গাশ। সাহআলম বর্ত্তমানে এরা আমাদের বিচার করবার কে?

তইমুর। চোপরাও উল্লুক!

গাজি। সাহাজাদা বিচারক তুমি, বিচার করে আমাদের ফাঁসি দাও, কিন্তু শক্তিমান বলে শক্তিহীনকে অযথা তিরস্কার করে শক্তির অমর্য্যাদা করোনা।

(আমেদসা আব্দালি প্রবেশ)

আমেদসা। কিন্তু তুমি শক্তিমান হলে কি করতে গাজিউদ্দিন? গাজি-উদ্দিন, শক্তিশালী হবার তো তোমাদের যথেষ্ট অবসর দিয়ে

ছিলুম কিন্তু শক্তিমান না হয়ে বেইমান হয়েছ, সময়ের অপ-ব্যবহার করেছ। নিমক হারামের দল—

বাঙ্গাশ। সুলতান আমাদের মার্জ্জন করুন। আমরা—

আমেদসা। না, না, না।

বাঙ্গাশ। দয়া করে এবার মার্জ্জনা করুন। আপনার বীরত্বের মনুষ্যত্বের মহিমা আর একবার ক্ষুণ্ণ রাখুন—

আমেদসা। এখনও অবসর চাও? উত্তম। আমেদসা আব্দালির দর্পচূর্ণ করতে তার সঙ্গে শত্রুতা করতে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি সঞ্চয় করতে কতদিন কত বৎসর কত সময় চাও বল?

গাজি। সুলতান আমরা বেইমান। আমাদের আর একবার দেখবার—

বাঙ্গাশ। হাঁ সুলতান আমাদের আর একবার দেখুন।

আমেদসা। জীহানখাঁ, এই ঘৃণিত কুক্কুর দুটোকে পদাঘাত করে' আমার সম্মুখ হতে দূর করে দাও।

(গাজিউদ্দিন ও বাঙ্গাশকে বাহির করিয়া দিল)

তইমুর। পিতা, পিশাচদের আবার মুক্ত করে দিলেন?

আমেদসা। তইমুর, গুপ্তছুরিকা আর অন্ধকার যার সম্বল এই মুক্ত দুনিয়ার রোশনি তার কাছ হতে কোন আশঙ্কা করে না।

(প্রস্থানোদ্যত এমন সময় আতাই খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন)

আতাই। সুলতান—

আমেদসা। তোমার চোখ মুখ এমন কেন আতাই খাঁ? কি সংবাদ?

আতাই। সুলতান, আমাদের কুঞ্জপুর দুর্গ এখন মহারাষ্ট্রের হস্তগত, ওয়ালি খাঁ ও শত্রুহস্তে নিপতিত।

আমেদসা। আর বীর তুমি, সেই সংবাদ দিতে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে' আমেদসা আব্দালির নিকট ছুটে এসেছ। জীহান খাঁ তরবারি চ্যুত করে' বীরপুঙ্গবকে সম্বর্দ্ধনা কর।

(প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান)

—•—

চতুর্থ দৃশ্য

পুণার বহির্ভাগ, বলাজি বাজিরাওয়ের নির্ম্মিত শিবমন্দিরে যাইবার পথ—অদূরে শিবমন্দির।

(বালাজি ও সাবিত্রীর প্রবেশ)

বালাজি। সাবিত্রী, একপণে বদ্ধ মারহাট্টার প্রতাপে আজ দুর্দ্ধর্ষ আফগান ত্রাস্ত, তাদের রণভেরীর নিনাদে আর্য্যাবর্ত্ত কম্পিত, তাদের রণোন্মাদে দিল্লীর সিংহাসন আলোড়িত। সংবাদ শুনেছ! আমেদসা আব্দালির হিন্দু-স্থানের আড্ডা কুঞ্জপুর দুর্গ এখন মহারাষ্ট্রের। কিন্তু বড় দুঃখ একদিনের মহাপরাক্রমশালী বালাজি বাজীরাও ভাগ্যবশে আজ বার্দ্ধক্যে হতবিক্রম, রোগে জর্জ্জর, রক্তহীনতায় পঙ্গু, পক্ষাঘাতে কুব্জ।

সাবিত্রী। পেশোয়া, আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রমে,কঠোর সাধনায় যে দেব দুর্ল্লভ উপকরণ সংগ্রহ করে দেশকে গড়েছ, যার মন্দাকিনী ক্ষীর-ধারায় আজ তোমার সহস্র ভ্রাতা পরিপুষ্ট হয়ে তোমাকে তাদের শিরোভূষণ করে রেখেছে এখন তাদের জয় কামনা কর। বিশ্বনাথের কাছে আকুল আগ্রহে তাদের সাফল্য প্রাথনা কর।

এখন এই তোমার কর্ত্তব্য এই তোমার সন্তুষ্টি। বৃদ্ধের আশী-র্ব্বাদ জাতির সম্বল, জয়শ্রী লাভের অক্ষয় কবচ। আর এখন সেই আশীর্ব্বাদের শান্তি-বারি জাতির মস্তকে সিঞ্চন ক'রে জাতিকে বলশালী কর, মন্ত্রমুগ্ধ জগৎ বিস্ময়ে আবার পেশোয়াব জয় গীতি গেয়ে উঠুক্।

(মহারাষ্ট্র সৈনিকদের গীত)

সৈন্যগণ (নেপথ্যে) রক্তনেত্রে সমরক্ষেত্রে চল করি অভিযান
ঘুচাইতে ভাই লজ্জা দৈন্য
রাখিতে দেশের মান ॥

বালাজি। সাবিত্রী, ঐ রণজয়ীদের উচ্ছ্বাস গীতি; ঐ শোন দেশের সন্তানের প্রতিজ্ঞা। বিশ্বনাথ, বালাজিকে অক্ষম নিরুপায় বার্দ্ধক্যে উপনীত করলে, ব্যাধিতে শক্তিহীন করলে যদি—তবে সেই সঙ্গে তার মৃত্যু দিলেনা কেন ?

(রাঘবরাওয়ের প্রবেশ)

রাঘব। পেশোয়া, ভাও দূত পাঠিয়েছে। আবার আমরা মথুরায় জয়-লাভ করেছি। এখন আদেশ কর, আমরা মারহাট্টার সমগ্র শক্তি নিয়ে অবশিষ্ট শত্রু সংহার করে দেশে শান্তি স্থাপন করি।

বালাজি। তবে যাও রাঘব যাও। নূতন সৈন্য নিয়ে যাও, ভাওয়ের সহায়তা কর। সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি মারহাট্টার যাবতীয় রণ-কৌশল নিয়ে পূর্ণ বিক্রমে আফগানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।

(সকলের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া মারহাট্টা—সৈন্যগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

রক্ত নেত্রে সমর ক্ষেত্রে চল করি অভিযান
ঘুচাইতে ভাই লজ্জা দৈন্য রাখিতে দেশের মান
কোষ মুক্ত কৃপাণ হস্তে
মাতৃ আশীষ ধরিয়া মস্তে
যাও বীর সবে এ ঘোর আহবে বধিতে অরাতি প্রাণ।
আজি এ লজ্জা বল কি সহিবে,
রুদ্ধ দুয়ারে বদ্ধ রহিবে ?
করিবে না জয় গৌরব আনি মায়েরে অর্ঘ্যদান ॥

(সৈনিকদের প্রস্থান)

—o—

পঞ্চম দৃশ্য

গাজিউদ্দীনের কুটীরের সম্মুখভাগ।

(আহমদখাঁ বাঙ্গাশের প্রবেশ)

বাঙ্গাশ। না অর বিলম্ব করা হবে না। ভাগ্যিস্ কিছুদূর এসে একটা ঘোঁড়া পেয়েছিলুম তাই গাজি উদ্দীনের আগে এসে পৌছেছি, কিন্তু আর বিলম্ব করা হবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে গাজি-উদ্দীন রোশেনারা দুজনেই আমার সঙ্গ এবার নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করবে। আমার এতদিনের আশা, এতদিনের পরিশ্রম—না,

না তা হবে না, সে আসবার আগে রোশেনারাকে নিয়ে পালাতে হবে। কৌশলে, জোর করে না বুঝিয়ে, তা জানি না, যেমন করে হোক পলাতেই হবে। ঐ যে এই দিকেই আসছে, আচ্ছা, অন্তরালে একটু অপেক্ষা করে গতিবিধি লক্ষ্য করি।

(অন্তরালে অবস্থান)

(রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। তাইতো আজও তো এলোনা—দিল্লীতে নাই—এখানেও নাই—তবে কি বাঙ্গাশ—ধূর্ত্ত বাঙ্গাশ তাঁর সর্ব্বনাশ করলে। খোদা তবে কি অভাগিনীর সব আশা ভরসা ফুরিয়ে গেল! বাঙ্গাশ যখন ধরা পড়েছে তখন সে কি গাজি সাহেবকেও ছাড়বে? না, না নিশ্চয়ই বাঙ্গাশ—

বাঙ্গাশ। (অন্তরাল হইতে) ওই যে আমার নাম করছে, আমি জানি রোশেনারা আমায় চায়, তাই ভাল, বুঝিয়ে বলি, তাই ভাল।

(বাঙ্গাশের অন্তরাল হইতে বহির্গমন)

বাঙ্গাশ। রোশেনারা—

রোশেনারা। কে, কে, বাঙ্গাশ? তুমি এলে, কৈ গাজিসাহেব কোথায়?

বাঙ্গাশ। গাজিসাহেব, গাজিসাহেব—

রোশেনারা। অমন করছো কেন বাঙ্গাশ, তাঁর কোন বিপদ হয়নি তো? বল বল আমি শুনতে পারবো, পাষাণী আমি, সব শুনতে পারবো।

বাঙ্গাশ। রোশেনারা তোমার কোন ভয় নাই, আমি আছি।

(হাত ধরিল)

রোশেনারা। (হাত ছিনাইয়া লইয়া) বাঙ্গাশ!

বাঙ্গাশ। রোশেনারা, তোমার ঐ দৃপ্তভঙ্গী, রক্ত চক্ষু দিয়ে আমায় পরীক্ষা কর, যত পার কটু ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কও, কিন্তু রোশেনারা তুমিই আমার জীবনের লক্ষ্য, তুমিই আমার সাধনার ফল। এস সুন্দরি, এই অবকাশে আমরা এ স্থান ত্যাগ করি, অশ্ব প্রস্তুত।

রোশেনারা। বাঙ্গাশ! যার অন্নে প্রতিপালিত, যার দয়ায় তুমি আজও জীবিত—যিনি তোমার জন্য লোক-গঞ্জনা, সমাজ-নিন্দা অকাতরে সহ্য করেন, তুমি তাঁরই স্ত্রীকে আজ অকথ্য ভাষায় সম্বোধন করছো, পাপচক্ষে তাঁরই স্ত্রীকে দেখছো, এতটা বেইমানী করে তুমি এখনো বেঁচে আছ, আর বেঁচে থেকে সুখভোগ করবে ইচ্ছা করেছো? বাঙ্গাশ! তুমি এখুনি এস্থান ত্যাগ কর, নতুবা—

বাঙ্গাশ। তাই কি পারি সুন্দরী? জীবন যেমন মৃত্যুর পানে, বাতাস যেমন আগুনের পানে ছোটে, আমিও তেমনি তোমার পানে ছুটেছি, অবিরাম গতিতে জীবনভোর তোমার পানে ছুটেছি, কোন বাধা, কোন বিঘ্ন মানি নাই, আজ তোমায় পেয়েছি—আমায় বিশ্বাস কর এ প্রাণ তোমারই।

রোশেনারা। বাঙ্গাশ এখনও বল্‌ছি তোমার পাপ জিহ্বা সংযত কর।

বাঙ্গাশ। বেশ, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু রোশেনারা তুমি বল তুমি আমার।

(অগ্রসর হইয়া হাত ধরিতে গেল রোশেনারা পিছাইয়া আসিয়া ছুরি বাহির করিয়া নিজ বক্ষে বসাইতে যাইবে এমন সময় বাঙ্গাশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল)

রোশেনারা। কু-অভিসন্ধি প্রয়াসী শয়তান! এখনও বলছি এস্থান ত্যাগ কর।

বাঙ্গাশ। বৃথা ভয় দেখাচ্ছ সুন্দরী।

রোশেনারা। বাঙ্গাশ তোমার পায়ে ধরছি আমায় ছেড়ে দাও। সৎপিতার পুত্র হয়ে' সতীর অপমান করো না, পুরুষ হয়ে প্রকৃতির শোভা বিকৃত করো না; বন্ধু হয়ে বন্ধু-পত্নীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করো না। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় মরতে দাও—আমায় মরতে দাও! আশীর্ব্বাদ করবো—আমায় মরতে দাও!

বাঙ্গাশ। তোমায় যদি মরতে দিতে পারতুম, তাহলে কি আজও তোমার কাছে কাছে থাকি, লাহোর ও দিল্লীতে তোমার প্রাণরক্ষা করি? রোশেনারা আমায় ভুল বুঝো না, আমি সত্যই তোমারই, আমার প্রতি প্রসন্না হও, ঐশ্বর্য্য ধন মান আমি তোমায় সব দেবো।

রোশেনারা। ওগো কে কোথায় আছ, বিপন্না রমণীকে রক্ষা কর, সতীর সতীত্ব রক্ষা কর।

বাঙ্গাশ। এই নির্জ্জন বনপথে মনুষ্য সমাগমের আশা বৃথা, এখনও বলছি সম্মত হও।

রোশেনারা। প্রাণ থাকতে না, গাজিসাহেব, গাজিসাহেব—

(বাঙ্গাশ রোশেনারার মুখ চাপিয়া ধরিল)

(সুন্নায়েতের প্রবেশ)

সুন্নায়েৎ। একি, ওযে বাঙ্গাশ! বাঙ্গাশ রমণীর উপর এ অবৈধ আচরণ! বাঙ্গাশ বন্ধু হে, তা হবে না, ছেড়ে দাও।

বাঙ্গাশ। সুন্নায়েৎ নিজের কাজে চলে যাও।

রোশেনারা। ওগো চরিত্রহীনের হাত হ'তে আমায় বাঁচাও। আমি সতী আমার মান রক্ষা কর, আমি তোমার জননী আমাকে মুক্ত কর

সুন্নায়েৎ! বটে বাঙ্গাশ! মা, সন্তান থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। বাঙ্গাশ, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে—

বাঙ্গাশ। সুন্নায়েৎ, বাঙ্গাশকে ভাল করেই চিনেছো বোধ হয়? যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে বৃথা আস্ফালন না করে, এখনি এস্থান হতে চলে যাও, নতুবা জাহান্নমে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

(পিস্তল তুলিল)

সুন্নায়েৎ। তোমার মত সুহৃদের সাহচর্য্যে আমার জাহান্নম ছাড়া, আজ মাথা রাখবার স্থান নাই; আর যখন সেই জাহান্নমেই যেতে হবে তখন তোমার মত উপকারী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাব না?

(গুলি করিল ও সুন্নায়েৎ পড়িয়া গেল)

সুন্নায়েৎ। মা, উঃ—পারলুম না, মা, খো—দা—

(মৃত্যু)

রোশেনারা। ওগো কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর, গাজিসাহেব, গাজিসাহেব! তোমার বন্ধু বাঙ্গাশ আমার মর্য্যাদা নাশ করছে—

বাঙ্গাশ। (মুখে হাত দিয়া) চুপ কর, রোশেনারা—মঙ্গল চাও চুপ কর।

রোশেনারা। ওগো রক্ষা—

(জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবে এমন সময় গাজিউদ্দীনের প্রবেশ)

গাজি। একি, বাঙ্গাশ, তাই বুঝি শয়তান আমায় পেছনে ফেলে চলে এসেছ?

(পিছন হইতে বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিল ও
বাঙ্গাশ পড়িয়া গেল)

গাজি। শিক্ষাদাতা গুরু, গুরুদক্ষিণা পেয়েছ, বাস্। রোশেনারা, রোশেনারা !

রোশেনারা। কে গাজিসাহেব ?
স্বামী, খোদাকে ধন্যবাদ দাও—অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও।

গাজি। একি সুন্নায়েৎ কেন ? রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহে সুন্নায়েৎ এখানে কেন ?

রোশেনারা। স্বামী ঐ মহাজন আজ আমার মান বাঁচাতে তার প্রাণ দিয়েছে। একে তুমি চেনো ?

গাজি। কে, কে সুন্নায়েৎ, খুব ভাল করে চিনি—সুন্নায়েৎকে আমি খুব ভাল করে চিনি। খোদা, কত অত্যাচার করেছি, এই বালকের উপর, না বুঝে এই মহতের উপর কত অত্যাচার করেছি, ঈশ্বর আমায় শাস্তি দাও, এই দুর্ভাগাকে শাস্তি দাও।

—০—

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভরতপুর প্রাসাদাভ্যন্তর।

(জনৈক ভৃত্য ভাং বাটিতে ব্যস্ত)

সুরজমলের প্রবেশ।

সুরজ। নে, নে, একবার আখড়াইটা দিয়ে নে এই সময়।

(সখীদের প্রবেশ ও নৃত্যগীতান্তে প্রস্থান)

(সখীদের গীত)

রঙ্গীন বাসে সেজেছি মোরা
সুরভী সাজে ভুবন ভরা
আজি শুভদিন আজি শুভদিন।
প্রেমিক এস হে রসিক এস হে
অতুল পুলকে মাতিয়া উঠ হে
　　সুখের সায়েরে হও গো লীন্।
কুঙ্কুম হাতে লাজ মাথে
চল ফিরি সবে পথে পথে
　　আজিকে শুভ দিন।

সুরজ। এরই নাম তৃতীয়ে শনি ধরে ছাতা। ঋষিবাক্য, নির্ভুল। মহারাজা বাহাদুরের আজ অভিষেক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, "ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষ।" ভাগ্যফল, ভাগ্যফল। বলিহারি যাই শাস্ত্রকার, দ্বিতীয়ে শনি লতা পাতা, তৃতীয়ে শনি ধরে ছাতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওই বুঝি সব আস্‌তে সুরু করেছে, পোষাকটা ঠিক হয়েছে তো, অনেক দাম দিয়ে তৈয়ারি করেছি, বুঝেছ কিনা। (জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ) ওরে ব্যাটা শোন্, কি রকম মানিয়েছে বল্‌তো?

ভৃত্য। আজ্ঞে দেখুন দেখি।

সুরজ। ব্যাটা ভাং ঠুকেছে, ওরে ব্যাটা তুই ত্যাখ্।

ভৃত্য। আজ্ঞে দেখছি তো।

সুরজ। ক গেলাস চালিয়েছ, শিবনেত্র করে যে দাঁড়িয়ে আছ, বলি

গেলাস গেলাস চালিয়েছ না ভাংয়ের মহানদী গোদাবরী পেটে ঢুকিয়েছ? যা ব্যাটা অপদার্থ ভাং খোর।

(সুজা উদ্দৌল্লা ও জীহান খাঁর প্রবেশ)

সুজা। ভৃত্যকে কি বলছিলেন মহারাজা বাহাদুর।

সুরজ। দেখতো নবাব, ব্যাটা ভাং খেয়ে একেবারে গোবরগণেশ মেরে গেছে।

সুজা। আপনিও তো ভাং খান।

সুরজ। নবাব, বুঝেছ কিনা তুমিও একথাটা বললে? ও ব্যাটারা ভাং খায় পেটের দায়ে, আর আমি খাই সখ করে।

জীহান। তা বেশ, বেশ, মহারাজা বাহাদুর, আপনাকে আমরা অভিনন্দিত করছি, আপনার এই উপাধি লাভে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট। সুলতানের শরীর তত ভাল নেই তাই তিনি স্বয়ং আস্‌তে পার্‌লেন না।

সুরজ। তাইতো হে জীহান খাঁ, ভারতবর্ষে সুলতানের শরীর বড় ভাল থাক্‌ছে না, তাইতো হে। আচ্ছা যখন এখানে থাকতেই হোল তখন এই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কোন শীতপ্রধান স্থানে থাকলেই তো ভাল হয়। ভারতে সেরূপ স্থান তো বিরল নয়, বুঝেছ কিনা? আর—

জীহান। আর খরচপত্র যা হবে তা আপনারাই দেবেন, কারণ আপনাদের জন্যই তো তাঁর এখানে থাকা।

সুরজ। আরে সে কথা কি একবার, একশোবার, বুঝেছ কিনা কিছুর অভাব হবে না।

(আতাইখাঁর প্রবেশ)

আতাই। মহারাজা বাহাদুর, সুলতানের পত্র। (পত্র দান ও পাঠ)

সুরজ। তাইতো হে এ আবার কি আপদ। জীহানখাঁ, কৈ একথা তো আমায় বলনি ভাই, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এমন সময়ে কোথায় পাই। একি হে, খেতাবের মূল্য নাকি আতাই? না না, বুঝেছ কিনা, মহারাষ্ট্রদের উৎপাত! তাইতো হে বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে, আচ্ছা একটু ভাং তো খাই।

আতাই। মহারাজা বাহাদুর! আমার দাঁড়াবার সময় নাই।

সুরজ। তাইতো হে! আচ্ছা অভিষেকটা তো শেষ করতে দাও, বুঝেছ কিনা?

জীহান। সে সব হবে এখন, সুলতান স্বয়ং এসে আপনার অভিষেক করবেন বলেছেন।

সুরজ। বলেছেন নাকি, বলেছেন নাকি? তা আর বলবেন না। মানুষ বড় কি অমনিই হয়।

সুজা। মানুষ মানুষের সাহায্যেই বড় হয় আর এই রকম করে'।

সুরজ। চল দেখি কত টাকার যোগাড় করে উঠতে পারি, সুলতানকে দিতেই হবে। আচ্ছা দাঁড়াও, দাঁড়াও একটু ভাং খেয়ে নি। তবে বোস নবাব, বোস সর্দ্দার।

(সূরজমলের সহিত আতাইখাঁর প্রস্থান)

জীহান। পশু বশ এইরূপেই করতে হয়। দিগ্বিজয়ী আমেদসা বুদ্ধিমান, কাজেই শক্তিমান।

(জনৈক আফগান সৈন্যের প্রবেশ ও জীহানখাঁকে অভিবাদন)

জীহান। কি সংবাদ?

সৈনিক। সাহাজাদা এই পত্র পাঠিয়েছেন। (পত্র প্রদান ও জীহানখাঁর পত্র পাঠ)।

জীহান। ভাই সব! মথুরায় আবার আফগানের পরাজয়। সাহাজাদা আমার অপেক্ষায় মথুরার সন্নিহিত বৃন্দাবনের অরণ্যে ছাউনি ফেলে আত্মগোপন করে রেখেছে। আসোয়ার, সুলতান এ সংবাদ জানে?

সৈনিক। হাঁ সুলতানের কাছেও অশ্বারোহী গেছে।

জীহান। উত্তম, তুমি আর বিলম্ব না ক'রে এখুনি ফিরে যাও। আমি প্রহরেকের মধ্যে সাহাজাদার শিবিরে উপস্থিত হব।

(সৈনিক অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল)

সুজা। আমার বিবেচনায় মহারাষ্ট্রদের গোলন্দাজ নেতা ইব্রাহিম খাঁ গাজি যখন আপনার বন্ধু, তখন তাঁকে আমাদের হাত করা উচিত। আর সে অনায়াসসাধ্য কাজ। তা ছাড়া আর আমাদের পথও নাই।

জীহান। তাইতো নবাব, চিন্তার বিষয় বটে কিন্তু এই কার্য্যে ব্রতী হয়ে' শেষে কি সুলতানের বিরাগভাজন হব?

সুজা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সুলতানের কানে একথা কিছুতেই যাবে না। জানবেন আপনি ও আমি আর আপনার বন্ধু। যদি সে আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে না চায় তা হলে যেন আমাদের বিরুদ্ধে এ যাত্রা যুদ্ধ না করে, নেহাৎ পক্ষে এমন ব্যবস্থাও করতে হবে।

জীহান। যদি সম্মত না হয়?

সুজা। জীহান খাঁ, টাকা, টাকা, কোন ভয় নাই। কেবল কথা কত টাকা। যত চায় বুঝেছেন, যত চায় দিতেই হবে।

নইলে উপায় নাই। আর টাকা যোগাতে সুরজমলের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। কোন ভয় নাই।

জীহান। চল বিবেচনা ক'রে দেখি।

(উভয়েব প্রস্থান)

---*---

সপ্তম দৃশ্য।

মথুরা প্রবেশের রাজপথ পার্শ্বস্থ বনভূমি, পার্শ্বে আফগান শিবির, দূরে ধ্বংসাবশিষ্ট হিন্দুমন্দির।

(তইমুর ও আতাইখাঁর প্রবেশ)

আতাই। সাহাজাদা, আজ ঐ মথুরানগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত কেন জান? মারহাট্টারা রসদ সংগ্রহ করতে নগরীর এই অবস্থা করেছে, তারপর মুসলমানের নামে কলঙ্ক আরোপ করবার জন্য হিন্দু হ'য়েও হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করেছে।

(দামাজির প্রবেশ)

দামাজি। সত্যের নামে এই এত বড় মিথ্যা প্রচারের আবশ্যকতা কি আফগান্? এ' কি পরাজিতের ক্রোধের না ভারতবাসীর প্রতি তোমাদের অসীম ভালবাসার নিদর্শন? যাক্, গোপনে এখনও এইস্থলে অপেক্ষা করছো জেনে বন্ধু হিসাবে সতর্ক করে' দিতে এসেছিলুম। সসম্মানে এখনও দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করতে এসেছিলুম!

আতাই। আহা কি উদার।

তইমুর। (চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল) ব্যাপার একটা কিছু আছে। আচ্ছা দামাজি, তুমি কি জান না সত্যই আমরা তোমাদের এ দেশ ও অধিবাসীকে বড়ই ভালবাসি !

দামাজি। তা হ'লে কি বুঝবো যে এ ভালবাসা ঠিক তোমাদের মুরগী পোষার মত ?

তইমুর। দামাজি, আজ যে স্বদেশ হিতৈষিতায় ফেটে পড়ছো। এই একমাস পূর্ব্বে সুলতানের পদলেহন করতে, আফগানের পদসেবায় নিযুক্ত হ'তে তো লজ্জা বোধ কর নি ? আতাই, কাফেরকে এই দণ্ডে হত্যা কর।

দামাজি। কাফেরকে হত্যা করতে পারতে, খুব সহজেই পারতে, যদি আর কিছুকাল তার পদলেহন পর্য্যায় দীর্ঘ হোত।

(জীহান খাঁ ও দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

জীহান। এত বড় শক্তিমান তুমি দামাজি যে আমেদ সা আব্দালির অধিকৃত রাজ্যে তারই পুত্রের উপর কটুবাক্য প্রয়োগ করে' নিষ্কৃতিলাভের আশা কর ?

দামাজি। জীহান খাঁ, পরাজয়েও যে আফগানের অধিকার অটুট্ থাকে তা তো জানতুম না।

তইমুর। কি ঘৃণা, কি লজ্জা! গুরুজি, পশুর সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। আতাই খাঁ, দামাজীকে বন্দী কর।

দামাজি। (তরবারিতে হাত দিয়া) না, না, সে তো সম্ভব নয় ; কিন্তু জীবিত অবস্থায় তো মারহাট্টা তার মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না। তইমুর, বন্দী করবার আগে আমায় একখানা তরবারি দাও।

আতাই। ভারতে বীরের তরবারি বুঝি একদিনের যুদ্ধেই ভোঁতা হয়ে যায় ?

দামাজি। এ তরবারি নিয়ে রহস্য করো না আফগান্। এ আমার বন্ধুর দান, একমাত্র জাতীয়তা রক্ষণের কবচ। ঈর্ষাদ্বন্দ্বে এর স্থান নেই, আত্মপ্রাণ রক্ষণে এর ব্যবহার নিষেধ। ব্যক্তিগত ভাবে, আফগান, তোমরা আমার বন্ধু; জাতিকে বিপন্ন দেখে এ তরবারি কোষমুক্ত করেছিলুম আবার প্রয়োজন হয় করবো, কিন্তু বন্ধুর হাত হ'তে প্রাণ রক্ষা করতে বন্ধুর দেওয়া এ কৃপাণ ব্যবহার করতে তো পারবো না।

তৈমুর। দামাজি, ন্যাকামিতে তোমরা বড় পাকা। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হও বন্দীত্ব স্বীকার কর।

দামাজি। পূর্ব্বেই বলেছি তইমুর, প্রাণ থাকতে মারহাট্টা মনুষ্যত্ব বলি দেবে না। প্রাণ গ্রহণ করে বন্দী কর, নয় বীরত্ব বজায় রাখবার সাহস থাকে অন্য তরবারি আমায় দাও।

তৈমুর। কোন কথা বলতে চাই না। আতাই—

(সৈনিকদ্বয় ও আতাই দামাজিকে আক্রমণ করিবে এমন সময় আমেদ সা আব্দালির প্রবেশ)

আমেদসা। আতাই খাঁ? তইমুর—

তইমুর। পিতা দামাজি এখন আমাদের শত্রু।

দামাজি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি সুলতান, মারহাট্টা আফগানের শত্রু, আর আমিও মারহাট্টা।

আমেদসা। মারহাট্টা-শত্রু, আজ তুমি নির্ভীক্; এইবার আমেদসার সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য।

জীহান খাঁ। অদ্ভুত প্রকৃতি!

আমেদ সা। দামাজি, যাও মারহাট্টা জাতিকে যুদ্ধের শুভ আমন্ত্রণ দাও, আর আপাততঃ বন্ধু আমেদ সার মহত্বকে নয় শত্রু

সুলতানের অহঙ্কারকে ধিক্কার দিতে দিতে শিবিরে ফিরে যাও। জীহান খাঁ ভাবছো কি? ভারতে পশুবধ করতে এসে' মানুষকে হত্যা করো না, দেশ জয় করতে এসে দেশের মজ্জাকে ভেঙ্গে ফেলো না; দাঁড়াবার স্থান পাবে না।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পাণিপথ প্রান্তরের দক্ষিণাংশ।

(রোশেনারা ও গাজিউদ্দীনের প্রবেশ)

গাজি। রোশেনারা, আরও কিছু উত্তরে আফগান সৈন্য সমাবেশ করেছে। মারহাট্টারা ও এই অঞ্চলে আত্মগোপন করে আছে।

রোশেনারা। স্বামী তুমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত?

গাজি। হাঁ রোশেনারা আমি প্রস্তুত, কিন্তু ভাবছি আমার এই সামান্য এক সহস্র সৈন্য এ যুদ্ধে কি করতে পারে।

রোশেনারা। গাজি সাহেব, সৈন্য সংখ্যায় কিছু যায় আসে না, যায় আসে তাদের বিশ্বস্ততায় ও রণনৈপুণ্যে। তুমি যদি নিজে দৃঢ় হও, দৃঢ়ভাবে তোমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈন্যদের চালনা কর তবে তোমার এই মুষ্টিমেয় সৈন্যই যুদ্ধজয়ের গৌরব লাভে সমর্থ হবে। স্বামী সুলতানের সমূহ বিপদ তিনি নিজে অসুস্থ, তাঁর অর্দ্ধেক সৈন্য মড়কে মৃত, কিন্তু তথাপি এবার তাঁর জীবন মরণ পণ।

গাজি। আর আমার প্রাণদাতার জীবনরক্ষা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমারও পণ জীবন মরণ।

রোশে। তবে যাও স্বামী তোমার এই সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

গাজি। রোশেনারা, সতী, যদি তাই হয়, তবে সে তোমার গুণে আর তোমার ঐকান্তিক কামনার ফলে।

রোশে। শোন, সৈন্যদের নিয়ে তুমি রণক্ষেত্রের কোন গোপনীয় স্থানে অপেক্ষা কর। যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে সুলতানের প্রয়োজন মত তোমার সৈন্যদের চালনা কর—যেখানে নূতন দলের আবশ্যক হবে সেই স্থানে, বিভাগ করে সৈন্যদের উপস্থিত কর—যেন সুলতানের সৈন্যব্যূহ কোন স্থানেও সৈন্যাভাবে শক্তিহীন হতে না পায়।

গাজি। রোশেনারা, এখন আমাকে পরিচালিত করতে তুমি, উপদেশ দিতে তুমি—কার্য্যে প্রেরণা দিতে তুমি। কিন্তু রোশেনারা আমার অতীত কাহিনী বিস্মৃত হতে পারবে কি? আমার কৃত অপরাধের—

রোশে। স্বামী, অতীতের কথা ভুলে যাও, ভবিষ্যতের আশায় বুকে বল বাঁধ। শোন, আমিও আর বিলম্ব করবো না, সুলতানাদের শিবির সান্নিধ্যে যাই। যদি প্রয়োজন হয় তাঁদের রক্ষা করতে আমিই আবার তোমার শরণাপন্ন হব। আমায় অনুমতি কর। হাঁ, আরও শোন, তোমার পিস্তলটাও আমায় দাও, কি জানি যদি কোন আবশ্যকে আসে।

গাজি। (পিস্তল দিল) খোদা, এমন অমন অমূল্য রত্নের কত অমর্য্যাদা করেছি, এমন নিদাগ বুকে কত দাগা দিয়েছি।

(উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাণিপথ—আমেদসা আব্দালির খাস শিবির।

(জহর উন্নিসা ও দৌলত উন্নিসার প্রবেশ)

দৌলত। জহর, অসংখ্য বনানী বেষ্টিত এই প্রান্তরে শিবিরাভ্যন্তরে থাকতে তোর সাধ হোল কেন বলত ?

জহর। তোমারই বা এ সাধ হলো কেন ?

দৌলত। আমার এ সাধ হোল কেন ? জহর. স্থলতানের প্রতিশ্রুতি শুনেছিস কি ? হয় তাঁর, কিম্বা ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন এ যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী। কাজেই সহধর্ম্মিণী আমি, ভাগ্য পরিবর্ত্তনের অংশ এক সময়ে এক সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করতে হবে যে, জহর। তাই অন্তঃপুরচারিণী হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি স্থলতানের পাশে পাশেই আছি। কিন্তু তুই—

জহর। আমারও স্থলতান যে—

(নেপথ্যে মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ 'হর হর মহাদেও' 'পেশোয়া কি জয়' বলিয়া চীৎকার করিল ও বন্দুকধ্বনি হইল)

এখানে এ কোলাহল কিসের ?

দৌলত। তাইতো—

(রোশেনারার প্রবেশ)

রোশে। বুঝতে পারছো না স্থলতানা, এ শত্রুপক্ষীয়ের রণোল্লাস।

জহর। রোশেনারা এখানেও তুমি।

রোশে। হাঁ জহরুন্নিসা, আমার কর্ত্তব্য করতে এসেছি, তোমাদের বিপদে আমি সাহায্য করতে এসেছি, চলে এস।

দৌলত। আচ্ছা এতো রমণীদের তাঁবু, আর তাঁবুর নিশানেও সে সংবাদ জ্ঞাপন করছে তবে শত্রু এখানে কেন ?

রোশে। সে কথা তো আমি বলতে পারছি না সুলতানা, তবে মারহাট্টারা বড় কৌশলী, হয়তো এই তাঁবু লুট করবার জন্যই তাদের একদল ভুলিয়ে সুলতানকে সিরিন্ধের বন ভূমিতে নিয়ে গেছে। হাঁ তাই তো দুর্বৃত্তেরা এই দিকেই আসছে। আর তো স্বামীকে সংবাদ দেবার সময় নাই। না, না, তা হলে তো রক্ষা করতে পারবোনা। সুলতানা, জহর তোমরা এস, আমার সঙ্গে এস। এখনও আমরা পলাতে পারবো।

জহর। মাপ কর বোন্, এ তাঁবু পরিত্যাগ করে সুলতানের মর্য্যাদা নষ্ট করতে পারি না। তুমি চলে যাও, নিজকে বাঁচাও।

রোশে। এখন বন্ধুর সঙ্গে যেতে দ্বিধা বোধ করছো, কিন্তু অনতি বিলম্বে শত্রুর সঙ্গে তো যেতে হবে।

জহর। যদি তাই হয় তাতে গৌরব আছে। বোন তুমি চলে যাও নিজকে বাঁচাও।

রোশে। কেন সময় নষ্ট করছো, এখনও সঙ্গে চল এস।

(রাঘবরাও চারিজন সৈনিকের প্রবেশ)

রাঘব। বৃথা চেষ্টা শিবিকা প্রস্তুত, সঙ্গে আসুন।

১ম সৈনিক। ছুঁড়ি গুলো তো মন্দ নয়। এস না সব দাঁড়িয়ে কেন ?

(রোশেনারাকে ধরিতে গেল ও রোশেনারা পিস্তল ছুড়িল)

রোশে। খবরদার শয়তান্।

১ম সৈনিক। গেছিরে, বাবারে।

(প্রস্থান)

রাঘব। সৈন্যগণ (বন্দী করিতে ইঙ্গিত করিল)

রোশে। (পিস্তল তুলিল কিন্তু গুলি না থাকায় গুলি করিতে পারিল না) ভগ্নীগণ, সব বৃথা হে'ল, পিস্তলে আর গুলি নাই। জহর তোমাদের কাছে কি নারীর অসময়ের বন্ধু ছুরিকা থাকে না, দানবের হাত হতে মুক্তি লাভ করতে কি নারীর সম্বল কোন অস্ত্রও কাছে রাখ না ?

জহর। নারীর চির সম্বল যে অস্ত্র নারীত্বের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষার তেজ আমাদের সঙ্গেই আছে।

দৌলত। আফগানিস্থানের যোদ্ধারা রমণীকে বন্দিনী করে যুদ্ধ জয়ের আশা করে না। বর্ব্বরের মত রমণীকে গ্রেপ্তার করেও পৌরুষ দেখায় না, কাজেই আফগান রমণী আতঙ্ক বিহ্বলা হয়ে বুকে ছুরি লুকিয়ে রাখে না। তারপর আত্ম-হত্যায় শত্রুর হাতে মুক্তিলাভ, আফগান নরনারী ঘৃণা করে।

রাঘব। সুলতানা, মহারাষ্ট্র, রমণীর অমর্য্যাদা করে না তবে তাদের যুদ্ধের প্রথাও তারা পরিবর্ত্তন করবে না। এখন আসুন শিবিকা প্রস্তুত।

জহর। মারহাট্টা বীর, নারীর উপর বীরত্ব দেখিয়ে কতদিন রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করবে ? মানুষ হয়ে রীতি নীতি, দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে—

দৌলত। জহর কাফেরের দয়া মায়ায় পদাঘাত করে নারীর গৌরব নিয়ে চলে আয়।

(সকলের প্রস্থান)

—•—

তৃতীয় দৃশ্য

পানিপথ ও সিরিন্দের মধ্যবর্ত্তী বনভূমি

(আমেদসা আবদালি ও জীহানখাঁর প্রবেশ।

আমেদসা। প্রতারিত হয়েছি, প্রতারিত হয়েছি। কৌশলী মারহাট্টাদের কৌশলে আমেদসার ও ভ্রম হয়েছে। জীহান খাঁ, শুনেছি এই পানিপথের বিস্তীর্ণ বুকে ভারতে একদিন মহাশক্তির অভ্যুত্থান হয়েছিল। আজ পারবে কি জীহান খাঁ, সেই পানিপথেই সেই জাগ্রত শক্তির ক্ষীণ ম্লান ধারাকে জন্মের মত লুপ্ত করে দিতে, জাতির পূতিগন্ধ কঙ্কাল মেদিনী বক্ষে প্রোথিত করে' হতশ্রী মহাশক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করতে ?

জীহান। সুলতান, তাহলে আমাদের সৈন্যদের আদেশ করি এই মুহূর্ত্তে তারা প্রান্তেরর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করুক ; যেন কোন দিক্ দিয়ে মারহাট্টারা অন্যস্থানে পলায়ন করতে না পারে, একটী মারহাট্টা ও জীবিত অবস্থায় যেন দাক্ষিনাত্যে না ফেরে।

আমেদসা। হাঁ এই মুহূর্ত্তে আদেশ কর সৈন্তেরা ব্যূহ রচনা করুক। আর চল, তার মাঝ থান দিয়ে আমরা বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে তরবারী সঞ্চালনে মারহাট্টার বক্ষঃ রক্ত পান করি, কামানের আগুন দিয়ে তাদের চিতা সাজিয়ে দিই ; ভারতের কেদার কান্তার সরিৎ সরোবর আফগান শৌর্য্য দর্শনে প্রকম্পিত হোক্।

(দ্রুত তইমুর ও আতাই খাঁ ও দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

তইমুর। পিতা, মারহাট্টারা আমাদের সকলের অবর্ত্তমানে বীরের নীতি অবহেলা করে রমনীদের শিবির জেনে শুনেও সুলতানাদের ধরে নিয়ে গেছে।

আমেদসা। আর এখনও সেই নীচগামী অধঃ-পতিত মারহাট্টার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ? তইমুর তুমি কি ক্ষিপ্ত !

আতাই। সুলতান, আমরা সাহাজান পুরে গিয়েছিলুম, আপনি সিরিন্ধে এসেছেন এই সুযোগে দস্যুরা তাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করেছে।

আমেদসা। জীহান খাঁ দস্যুর দল এখন ও জীবিত ? না, না, তা হবে না। এস তইমুর, এস পুত্র, বিদ্যুতের কালানল নিয়ে আমি মারহাট্টা-দের ভস্মীভূত করতে ছুটি, তুমি ভীমপ্রভঞ্জনের হাহা রব নিয়ে সেই ভস্ম রাশি মহা শূন্যে মিলিয়ে দাও ; আর এস বন্ধুগণ আমি বিষধরের অপ্রতিহত তেজ নিয়ে ভীষণ দন্তে তাদের দংশন করি আর তোমরা সেই দংশন দুষ্ট ক্ষত বিক্ষত দেহে রক্তের ঢেউ তুলে আনন্দে নেচে ওঠ।

(প্রস্থান)

সকলে। "আল্ল আল্লা হো"।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পাণিপথ মারহাট্টা শিবির

(সদাশিউ রাও ভাও, মলহর, গোবিন্দ রাও বুন্দেলা, দামাজি, ও রাঘব রাওয়ের প্রবেশ)

গোবিন্দ। রাঘব, ভাই, রমনীদের বন্দিনী না করলেই ভাল হত। বৃথা অপবাদ—

রাঘব। বুন্দেলা, মারহাট্টার যুদ্ধের প্রথা বালক কিম্বা রমনী যুবক কিম্বা বৃদ্ধের জন্য একরূপ। কার্য্য উদ্ধারের জন্য আফগান রমনীদের বন্দিনী করে রাঘব রাও বোধ হয় কিছু বিশেষ অপরাধ করেনি।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। অপরাধের বিচার অপরাধী করে না, রাঘব, করে লোকে।

সদাশিউ। সাবিত্রী, সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে বিচারকের চক্ষু নিয়ে এই রণস্থলে এসেছ যখন, তখন বিচার কর। বিচারে মারহাট্টাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি বলে দাও।

সাবিত্রী। সদাশিউ, আর্য্যবংশে তোমাদের জন্ম তথাপি তোমরা নারীর অপমান করেছ, যুদ্ধ করতে এসে ডাকাতি করেছ, নারীর শিবির জেনেও সেই শিবির জ্বালিয়ে তোমরা নারীদের বন্দিনী করেছো।

রাঘব। কিন্তু তাদের অমর্য্যাদা করি নাই।

সাবিত্রী। রাঘব, রমনীদের শিবিরে অনধিকার প্রবেশ করেছো, মুসলমানের পরদার অবমাননা করেছো, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে ঔদ্ধতের সহিত কথাও কয়েছো, অমর্য্যাদার বাকী কি রেখেছো বল, হিন্দুবীর!

সদাশিউ। প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর, সাবিত্রী, মারহাট্টার এই অজানিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর।

সাবিত্রী। তবে শোন সদাশিউ, আর মুহুর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে রমণীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, মর্য্যাদার সহিত তাদের শিবিরে পাঠিয়ে দাও। এতে যদি রণজয়ী না হও একার্য্য সম্পাদনে যদি সকলের প্রাণপাতের প্রয়োজন হয়, তথাপি অবিলম্বে এ কার্য্যে মনযোগী হও।

সদাশিউ। ভাই সব, প্রস্তুত ?

গোবিন্দ। কিছু মনে করোনা রাঘব, নারীর দীর্ঘশ্বাসে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হয়েছিল, আর—

সাবিত্রী।—আর কুরুবংশও ঐ একই কারণে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল, আর রাঘব, হয়েছিল এই পানিপথের বুকে। এই যোজনব্যাপী প্রান্তর, শুধু একটী মাত্র রমণীর অভিশাপে লক্ষ লক্ষ বীরকে অকাতরে তার উদরে গ্রাস করেছিল। এরই একস্থান ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! তাই আমার ভয় হয় সদাশিউ, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে কেন তোমরা অধর্ম্মাচরণ করলে।

রাঘব। মা, মা, আদেশ পালনে প্রস্তুত।

দামাজি। তবে এইবার আমায় আদেশ কর ভাই সব, প্রাণের বিনিময়ে আমি মারহাট্টার গৌরব রক্ষা করতে চাই।

সাবিত্রী। দামাজি, আফগান সুলতানের কাছে তুমিই সর্ব্বাংশে ঋণী। যুদ্ধে প্রাণ বলিদানেও সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। সুযোগ পেয়েছ এইবার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা কর।

দামাজি। বেশ মা, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

সদাশিউ। দামাজি, তুমি একা যাবে ?

দামাজি। একা কেন ভাও, তোমাদের শুভ ইচ্ছা ও মায়ের আশীর্ব্বাদ আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা যুদ্ধের আয়োজন কর—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করে ফিরতে পারি, তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্যই বক্ষঃশোণিত অকাতরে ঢেলে দেব।

(সাবিত্রীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

সাবিত্রী। সদাশিউ যুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো পেশোয়ার এই আদেশ।

সদাশিউ। পেশোয়ার শারিরীক অবস্থা ?

সাবিত্রী। পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের বেদনাভারে জর্জ্জরিত, উত্থানশক্তি রহিত; কিন্তু ভাও, তাঁর বিদায়কালীন ব্যগ্রতা দেখে মনে হোল যে আর একটু সুস্থ হলেই তিনি ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসবেন—স্বয়ং এ যুদ্ধ পরিচালিত করবেন। শুধু তোমরা—

(নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো" ও বন্দুক ধ্বনি)

সদাসিউ। একি ! এযে মুসলমানের আক্রমণের ইঙ্গিত। ঐ যে তাদেরই কামান গর্জ্জন। ভাইসব প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

(পুনরায় নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো" ও কামান গর্জ্জন)

সাবিত্রী। মারহাট্টা বীরকুল, গর্জ্জে ওঠ কামানের গর্জ্জনে, বিধ্বস্ত কর ঐ তরবারির আঘাতে দুর্দ্ধর্ষ আফগানে।

(সকলের "হর হর মহাদেও" বলিয়া চীৎকার ও প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর—পানিপথ রণাঙ্গন—

(আহত দামাজি, তইমুর ও আতাই খাঁ)

দামাজি। মারহাট্টা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হবে, জননীর আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে তাই রমণীদের তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া পর্য্যন্ত বাধা দিই নি নতুবা সাহাজাদা—

আতাই। অসভ্য কাফের, আফগান তরবারির তীক্ষ্নতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর।

তইমুর। এস আতাই, মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার প্রয়োজন নাই। বর্ব্বরতার প্রতিফল পেয়েছ—চলে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো সুলতান কি জয়")

দামাজি। বিশ্বনাথ, তবে কি মারহাট্টার প্রায়শ্চিত্ত হোল না? মা তোমার বিচারেও রণচণ্ডীর সন্তুষ্টি সাধন হোল না?

(পুনরায় "সুলতান কি জয়" ও বন্দুক ধ্বনি)

না, না বেঁচে থেকে ও ধ্বনি শুনতে পারবো না। যাই, যাই একজন শত্রুকেও তো পারবো। হাঁ, যাই, যা—ই—

(উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল)

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

দামাজি। মা, মা, আর একবার তোর আশীর্ব্বাদের অভয়-বানী সন্তানের প্রাণে ঢেলে দিয়ে তাকে উত্থান শক্তি দে, মাতৃপ্রেরণা সঞ্চারে তার আঁধার অন্তরে এক মূহূর্ত্তের জন্য ও আশার দেউটি তুলে ধর।

সাবিত্রী। দামাজি, পুত্র, তুমি আহত, তবে কি—

দামাজি। মায়ের আশীর্ব্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় কি জননী?

সাবিত্রী। ভগবান্! (বসিয়া দামাজির মস্তক ক্রোড়ে রাখিল)

(নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো")

(সদাশিউ ও মলহরের প্রবেশ)

সদাশিউ। মারহাট্টা সৈন্য এখনও প্রাণ পণ যুদ্ধ করছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ক্লান্ত। এরূপ অবস্থায় সম্মুখ যুদ্ধ আর অধিক্ষণ করা উচিত নয়। যাও মলহর, অশ্বারোহী আর পদাতিকদের

গতি ফিরিয়ে দাও, শুধু গোলন্দাজদের ও ইব্রাহিম খাঁ গাজিকে যুদ্ধে নিযোজিত রাখ।

(মলহরের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া গোবিন্দ রাওয়ের প্রবেশ)

গোবিন্দ। ভাও, ভাও, ইব্রাহিম খাঁ বেইমানি করেছে। সমস্ত পলটন নিয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করেছে। রাঘবরাও মৃত তার সৈন্য-গণ ও ছত্রভঙ্গ।

সদাশিউ। বুন্দেলা, ভাগ্যলক্ষ্মী কি তবে সত্যই বিরূপ!

সাবিত্রী। সদাশিউ, যদি তাই হয় তথাপি হতাশ হয়ো না। এখনও তুমি জীবিত আছ, বুন্দেলা আছে, মলহর আছে আরও শত শত বিশ্বস্ত সৈন্য জীবিত আছে। এখনও চেষ্টা কর, হতাশ হয়ো না, মারহাট্টা তুমি, হতাশ হয়ো না।

সদাশিউ। সাবিত্রী বাই ;—(দামাজিকে দেখিয়া) দামাজি, প্রভুভক্ত দামাজি তুমিও মরণ পথের যাত্রী ; বাঃ বাঃ! মারহাট্টার সব যাবে ধর্ম্ম ক্ষেত্রে অধর্ম্ম আচরণের ফলে মারহাট্টার আজ সব যাবে।

(পুনরায় "আল্লা আল্লা হো" ও বন্দুক ধ্বনি)

দামাজি। ভাও আমার আর অধিক্ষণ নাই, এখনও চেষ্টা কর। শোক-তাপ মুছে দিয়ে মারহাট্টার কর্ম্মঠ জীবনকে জাগিয়ে তোল, মারহাট্টার ভীম নগ্ন অসি সঞ্চালন কর, হিন্দুস্থান ভারতবর্ষ আবার শত্রু শূন্য হোক্।

সদাশিউ। যাও বুন্দেলা, বিশ্বস্তদের একত্রিত কর কামান থাকে, দাগ ; না থাকে শত্রুর কামান বুকে ধর। একজন মারহাট্টা জীবিত

থাকতে রণভেরী বন্ধ করো না। শত্রু নিধন করতে পশ্চাৎ-পদ হয়ো না।

(গোবিন্দরাও ও সৈনিকের প্রস্থান)

দামাজি। ভাও, নিশ্চেষ্ট থেকোনা, হতাশ হয়ো না এখনও চেষ্টা কর এখনও সময় আছে। আমার মুখের পানে তাকিও না। পরে থাক্ এই অপদার্থ মারহাট্টার ঘৃণিত দেহ পানিপথের রণাঙ্গনে পরে থাক্। শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হোক্, আফগান পদভরে নিস্পেষিত হোক্। উঃ বড় দুঃখ, মা—আশী—র্ব্বাদ ভা—

(মৃত্যু)

সদাশিউ। দামাজি, দামাজি—

(নিকটে আসিল)

সাবিত্রী। ভাও তুমি মারহাট্টা পুরুষ, উঠ কর্ত্তব্য পালন কর। রমনী আমি, জননী আমি, আমায় শোক করতে দাও, সন্তানের দেহ আগলে আমায় থাক্‌তে দাও—

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সর্দ্দার, মলহর শত্রুর গুলিতে আহত, বুন্দেলা নিহত। সমস্ত সৈন্য ও ছত্রভঙ্গ। সুলতানের একদল নূতন ফৌজ কোথায় ছিল জানি না, পিছন হতে আমাদের আক্রমণ করেছে শীঘ্র আসুন।

(নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো" ও বন্দুক ধ্বনি)

সদাশিউ। সাবিত্রী, গৌরব রাখতে পারি দেখা হবে নইলে, এই শেষ।

(সদাশিউ ও সৈনিকের প্রস্থান)

সাবিত্রী। ভগবান, হিন্দুর পতনে তোমার এত অভিলাষ!

পঞ্চম দৃশ্য

পানিপথ একটী ক্ষুদ্র তটিনীর পার্শ্বে বনভূমি।

(রোশেনারার প্রবেশ)

রোশে। এই তো সেই ক্ষুদ্র তটিনীর পার্শ্বে বনভূমি কিন্তু গাজি সাহেব কিম্বা লুক্কায়িত অবস্থায় তার সেনানী তো দেখছিনা।

(নেপথ্যে "হর হর মহাদেও")

ওইযে, ওইযে পরিশ্রান্ত আফগান সৈন্যগণ রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, ওইযে ওইযে সুলতান। তবে, খোদা তবে কি—

(দুইজন সৈন্যের সহিত গাজিউদ্দিনের প্রবেশ)

গাজি। সৈনিক, পিছন হতে তোমাদের পাঁচশত ভ্রাতা সুলতানের ফৌজের হয়ে যুদ্ধ করছে কিন্তু সুলতানের ফৌজ বুঝি আর স্থির থাকেনা। মারহাট্টা-সৈন্যাধক্ষ্য এবার নিজেই সৈন্য পরিচালনা করছে।

রোশে। স্বামী, তোমার ওই বাকী পাঁচশত সৈন্য নিয়ে পুনরায় পিছন হতে মারহাট্টাদের উপর শার্দ্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়। পিছন

হতে একটী মাত্র কামান দাগ, সব উড়ে যাবে মারহাট্টার অর্দ্ধমৃত রণশ্রান্ত সৈন্যগণ ওই কামানের মুখে চক্ষের পলকে উড়ে যাবে। আর সর্ব্বাগ্রে মারহাট্টা সৈনাধক্ষ্যকে তাগ করে কামান ছোঁড়।

গাজি। রোশেনারা, তুমি মুক্ত, শত্রুর হাত হতে মুক্ত!

রোশে। স্বামী আমি খোদাতালার কৃপায় মুক্ত কিন্তু তুমি আর বিলম্ব করোনা। যাও আফগান সুলতানের প্রাণ রক্ষা কর।

গাজি। তবে চল সৈন্যগণ। রোশেনারার ইঙ্গিতে পুনরায় আমরা পিছন হতেই শত্রুকে আক্রমন করি। আর তোমরা একজন, কালবিলম্ব না করে মারহাট্টা সৈন্যাধক্ষ্যকে লক্ষ্য করে বন্দুক দাগ।

রোশে। সৈন্যগণ তাই কর নতুবা সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে, তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, শ্রম বিফলে যাবে।

১ম সৈন্য। চল ভাই, মায়ের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

("আল্লা আল্লা হো" বলিয়া সৈন্যদের সহিত গাজিউদ্দিনের প্রস্থান)

রোশে। চল স্বামী, আমি ও নিশ্চিন্ত থাকবোনা, আমি ও তোমার কার্য্যে সাহায্য করবো—

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে "আল্লা আল্লা হো সুলতান কি জয়" ও কামান গর্জ্জন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পানিপথ-রণাঙ্গন।

(মৃত সদাশিউ, রাঘব, গোবিন্দরাও, রামরাজা, জীহানখাঁ সৈন্যগণ হস্তী ঘোটক ইত্যাদি)

(পদে আহত মলহর ও সাবিত্রীর প্রবেশ)

মলহর্। মা, ঐ সূর্য্য অস্তে গেল। হিন্দুর কীর্ত্তি কলাপ লুপ্ত করে মারহাট্টার শৌর্য্য দ্বীপ্তি চির অন্ধকারে ডুবিয়ে আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব রবি আজ পানিপথের বুকে চির দিনের মত অস্তমিত হোল। মারহাট্টার অগনিত সৈন্য যাবতীয় মারহাট্টার সর্দ্দার পানিপথের প্রান্তরে বুকের রক্ত অকাতরে ঢেলে দিলে, তথাপি দেশ মাতৃকার তুষ্টি হলো না; বীরের, সেবকের শোনিতে মৃত্তিকা রঞ্জিত হলো তবু ও দেশ রক্ষা হলো না। মা, এই হৃদয়-ভেদী-দৃশ্য দেখতে আমি কেন বেঁচে রইলুম। ভারতবর্ষ, হিন্দুর ভারতবর্ষ আজ আবার মুসলমানের, ওহো হোঃ—

(আমেদসা আব্দালি ও তইমুরের প্রবেশ)

আমেদসা। মারহাট্টা সর্দ্দার, ভারতবর্ষ আজ হতে ভারতবাসীর কোন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নয়।

সাবিত্রী। সুলতান, তোমার কীর্ত্তি দেখ, ধ্বংস লীলার অবিনশ্বর কীর্ত্তি ভাল করে দেখ।

আমেদসা। মারহাট্টা রমনি, আমেদসা আব্দালি এই চতুর্থবার ভারতে এসেছে শুধু কীর্ত্তি রাখতে। আর এই পানিপথের বুকে হিন্দুমুসলমানের এই মহাতীর্থে বীর কুলের এই অস্থি মজ্জার

উপর আজ সে এমন এক বিরাট কীর্ত্তি সৌধ নির্ম্মাণ করবে—

সাবিত্রী। এমন পৈশাচিক হত্যা কাণ্ডকে অম্লান বদনে কীর্ত্তি বলছো, সুলতান ?

আমেদসা। মা, আমেদসা আব্দালি শুধু উপলক্ষ্য। উপর হতে মহারাষ্ট্রের শাস্তির আদেশ বহুপূর্ব্বে নেমে এসেছিল, আজ আফগান আমেদসা আব্দালি সেই আদেশ জারি করলে মাত্র।

(সাহআলম, গাজিউদ্দিন, রোশেনারা ও আতাইখাঁর প্রবেশ)

সাহআলম। এইবার সেই আদেশ জারির সঙ্গে আমায়ও আদেশ করুন সুলতান, আমি মক্কা যাত্রা করি।

আমেদসা। ইসলাম যুবক, কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে ফকিরী নেবার সংকল্প ! ধর্ম্মে পতিত হয়ো না মতি চাঞ্চল্যে সরাজীবনকে অভিশপ্ত করো না। গাজিউদ্দিন, রণসাজে, রক্তাক্ত কলেবরে তুমি আমার সম্মুখে—কি উদ্দেশ্য তোমার ?

আতাই। (অভিবাদন করিয়া) সুলতান, গাজিসাহেব আজ আফগানের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। তাঁরই সহায়তায় আজ আমরা বিজয়ী।

আমেদ গাজিউদ্দিন, আমেদসার উপর যথেষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছ, তার এত দিনের অহঙ্কার আজ ধূলিসাৎ করে দিয়েছ। কিন্তু মানুষের বেশে তোমার দোস্তী লাভ করেছি এই আমার সুখ। তইমুর সংসর্গ দোষে, মানুষ শয়তান হয় কিন্তু তার মনুষ্যত্ব মরে না। গাজিউদ্দিন, বন্ধু আমার, মানুষের

বেশে তোমার সাহায্য পেয়েছি, মানুষের বেশে তোমায় পেয়েছি, এই আমার আনন্দ !

(গাজিউদ্দিন ও রোশেনারা জানু পাতিয়া বসিল)

আমেদসা। এই যে মা আমার। আশীর্ব্বাদ করি মা, স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হও। তইমুর, গাজিউদ্দিন ও আমার মাকে সুলতানের শিবিরে নিয়ে যাও।

(তইমুর, গাজিউদ্দিন ও রোশেনারার প্রস্থান)

(অপর পার্শ্বদিয়া সুরজমল ও সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ)

সুরজ। (সুজাউদ্দৌলার প্রতি) নবাব, বুঝেছ কিনা, এইবার আমার অভিষেকটার কথা—

আমেদসা। সুরজমল (কঠোর স্বরে)

সুরজ। আজ্ঞে করুন হুজুর।

আমেদসা। প্রতারক দেশের খাবে, দেশের পড়বে অথচ দেশটাকেই উচ্ছন্ন দেবে ?

সুরজ। আজ্ঞে, আজ্ঞে, বুঝেছেন কিনা—

আমেদসা। চুপ কর নেমকহারাম্। তোমাদের অভিসন্ধি আমি অবগত। ঐ দেখ, শঠ জীহান খাঁ মরে বেঁচেছে, আর শঠের শিরোমনি তুমি ও মরে বাঁচ—

(তরবারি দ্বারা মারিতে উদ্যত হইল)

সুরজ। হুজুর, হুজুর, আমায় মার্জ্জনা করুন।

আমেদসা। দেখ মারহাট্টা বীর, দেখ মা, হিন্দুর অধঃপতন দেখা যাও। জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার তোমায় হত্যা করে আমার তরবারি

কলঙ্কিত করবে না। অর্থ দিয়ে ইব্রাহিমখাঁ গার্দ্দিকে বশীভূত করেছিলে, আমার উচ্ছিষ্ট এক টুকরো রুটী সংগ্রহ করতে অসৎ কার্য্যে উৎসাহী হয়ে হিন্দুর পবিত্রতা নষ্ট করতে চেয়েছিলে! আতাই খাঁ নিয়ে যাও শৃঙ্খলিত করে এই মানব জাতির শত্রুকে মারহাট্টা দরবারে, পেশোয়া, ইচ্ছামত একে সাজা দেন।

(আতাই খাঁ সুরজমলকে ধরিয়া লইয়া গেল)

নবাব, একদিন তোমায় দোস্ত বলেছিলাম; কিন্তু আজ হতে তুমি আমার শত্রু। তুমি ও এই গুপ্ত মন্ত্রনায় লিপ্ত ছিলে। নীরব কেন? উত্তর দাও।

সুজা। সুলতান, আমি ঘুণাক্ষরে ও—

আমেদসা। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে ঢাকবার চেষ্টা করোনা। সাহআলম, এই মিথ্যাবাদী হিংস্র জানোয়ায়ের বিচার করে যেরূপ ইচ্ছা হয় শাস্তি দিও।

সাহআলম। ভারত ভূমি আজ এইসব আগাছার জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নবাব, আপনার পদমর্য্যাদা বিচারের আগে ক্ষুণ্ণ করবোনা; কিন্তু প্রতিশ্রুত হোন যে আজ হতে সাত দিনের মধ্যে আপনি আপনার বিচার শুনতে স্বয়ং, দিল্লির দরবারে উপস্থিত হবেন।

আমেদসা। সরল হৃদয়ী বালক, রাজনীতি এত সরল নয়। পাকা রাজনীতিজ্ঞ ও এত হেলার সামগ্রী নয়। কৈ হ্যায়?

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

আমেদসা। নিয়ে যাও, বন্দী অবস্থায় এই গুপ্ত ঘাতককে দিল্লিতে নিয়ে যাও।

সুজা। সুলতান আমায় ক্ষমা করুন।

আমেদসা। মুসলমান আমি, ক্ষমা করতে পারি কিন্তু বিচারক আমি ক্ষমা করতে পারি না। নবাব, তোমাদের ঐশ্বর্য্যস্পৃহাকে ধন্যবাদ, ততোধিক ধন্যবাদ তোমাদের প্রতি-হিংসার এই নীচ প্রবৃত্তিকে। সাহআলম, আগাছার সন্ধান পেয়েছ, রাখতে হয় রাখ, পরিষ্কার করতে চাও কর।

সাবিত্রী। আমেদসা সত্যই দেবতা?

সুজা। সুলতান আমায় মার্জ্জনা করুন। সাহআলম, ভাই আমায় রক্ষা কর।

সাহআলম। বিচার গ্রহণে এত ভয়? যান নবাব আজ আপনি মুক্ত; কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার!

(সুজাউদ্দৌলা ও সৈনিকদের প্রস্থান)

ও কি? যষ্টিতে ভর দিয়া শিবিকা হতে অবতরণ করে কে সে কি, পেশোয়া!

মলহর। (দেখিয়া) পেশোয়া, শূরশ্রেষ্ঠ পেশোয়া—

(প্রস্থান)

সাবিত্রী। সুলতান, মহত্বের ঔজ্জ্বল্যে বিরাজিত থাকতে চাও—পেশোয়ার প্রাণ রক্ষা কর—তোমার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে ও মানীর মান রক্ষা কর।

আমেদসা। দেবী সন্তানকে ভূল বুঝোনা। মানীর মান, মহত্বের প্রাণ রক্ষা জীবিতের ধর্ম্ম, কোরানের অনুশাসন—আমেদসা আব্দালি এখনও জীবিত আর আজীবন সে মুসলমান। এস দেবী, দেব পূজায় আমার সহায়তা করবে, এস।

সাবিত্রী। নরদেতা আমেদসা, তাই তুমি এত শক্তিশালী।

(আমেদসা আব্দালি, সাহআলম ও সাবিত্রীর প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

পানিপথ— দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর।

(রুক্ষকেশে বালাজির প্রবেশ)

বালাজি। কই, কই পানিপথের রণাঙ্গণ! কোথায় পরে আছে মহারাষ্ট্রের অমূল্য মনি। সদাশিষ্ট রাঘব, গোবিন্দ, কৈ উত্তর পাচ্ছিনা কেন? না, না, কেউ নাই মারহাট্টার কেউ নাই। কে উত্তর দেবে, কে উত্তর দেবে? কুমারিকা হতে হিমাচল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি উঠছে—ঐ-ঐ মারহাট্টার কেউ নাই। কেন, এই যে মারহাট্টার প্রেত বর্ত্তমান, মারহাট্টার প্রাণ হীন্ কঙ্কাল বর্ত্তমান, মারহাট্টার জীবন্ত অভিশাপ বর্ত্তমান। কম্পিত হস্তের যষ্টি তার ভীম অসি, শক্তি হীন কুব্জ্য দেহ তার যুদ্ধের বর্ম্ম. দৃষ্টি হীন পিঙ্গল চক্ষু তার বৈরী-ধ্বংসী উত্তেজনা। তবে আর কি নাই? সব আছে সব আছে। আমি যুদ্ধ করবো, প্রতিশোধ নেবো—হা, হা, হা, প্রতিশোধ নেবো।

(মলহরের প্রবেশ)

মলহর। মহান, পেশোয়া—

বালাজি। কে, কে, মলহর! তোমায় হত্যা করেনি, আফগান তরবারি তোমায় হত্যা করেনি? না, না, আফগান তরবারির ধার

নাই। এস আবার নূতন করে গড়ি। না, না, আমার যে শক্তি নাই বিধির বিচারে আমার শক্তি নাই। তা হোক্ তুমি তো আছ? দাঁড়াও তো ভাই একবার আবার সোজা হয়ে দাঁড়াও, শুধু একবার প্রাণে শক্তির সংযোজনা কর, দেখবে, মলহর দেখবে, আফগান শক্তি পঙ্গু হয়ে যাবে, আফগান শৌর্য্য ধরা হতে চির বিদায় নিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যাবে।

মলহর। পেশোয়া, মলহর আজ শুধু প্রাণে প্রাণে জীবিত—দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ পদ বিহীন, যাতনায় মরনোম্মুখ। তাই পেশোয়া তাই সে এই দুঃস্বপনের এই শোচনীয় পরিণামের জীবন্ত সাক্ষ্য।

বালাজি। বাস, আরও উত্তম। আফগান সুলতান, যৌবন কিম্বা বলশালী অবস্থায় তুমি পেশোয়ার সম্মুখীন হওনি তোমার ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন।

(আমেদসা আব্দালি, সাবিত্রী ও সাহআলমের প্রবেশ)

আমেদসা। পেশোয়া, আমেদসা ভাগ্যহীন তাই সময়ে তোমার মত বীরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি; কিন্তু বীর আমি এখন তোমার সহানুভূতি কামনা করি।

বালাজি। ভয় নাই আফগান সুলতান। ভারতের বিভীষিকা, শক্তিশালীর ভীতি মহারাষ্ট্র পেশোয়া, আজ জরা ব্যাধিগ্রস্থ, দেহের মাংস তার লোল, দৃষ্টি তার ক্ষীণ, বাহু তার অবশ, চক্ষু তার কোঠর প্রবিষ্ট, তাই আজ সে এই হত্যাকাণ্ডের নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট সাক্ষী। শত্রু দলনে তাই আজ সে এত কাতর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আফগান, ভারতের ধনসম্পদ কি এতই লোভনীয়; ভারতের সুখ শান্তি কি এতই ঈর্ষার বস্তু! কি

প্রয়োজন ছিল আমেদসা, তোমার ভারতবাসীর এই অনাবশ্যক রক্তপাতে ?

আমেদসা। প্রয়োজন ছিল বই কি পেশোয়া। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা একবার চিন্তা করে দেখ—ভারতের বিভিষিকা পেশোয়া, চিন্তা কর চিন্তাকর—প্রয়োজন ছিল কিনা, চিন্তা কর। দুর্ব্বলের উপর তোমাদের উৎপীড়ন, দেশ বাসীর উপর তোমাদের জুলুম ; নারীর উপর অত্যাচার, রাজ্য প্রতিষ্ঠাও শান্তি রক্ষার নামে রাজ্য ধ্বংস ও অশান্তি স্বজনার তীক্ষ্ণ ধারা একবার চিন্তা করে দেখ। এইবার আশা করি বুঝতে পারবে, এ রক্তপাত, পেশোয়া. অনাবশ্যক নয়, তোমাদেরই কৃত অপরাধের অবশ্যভাবী পরিণাম, প্রকৃতির অনিবার্য্য প্রতিশোধ, গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত !

বালাজি। ম্লেচ্ছ, তুমি সেই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পুরোহিত ! বাঃ বাঃ যোগ্যতা আছে স্পর্দ্ধা আছে।

সাবিত্রী। পেশোয়া, সুলতান দেবতা, তাঁর উপর অন্যায় ক্রোধ করো না। উত্থান পতনের এই পুণ্যতীর্থে, ভগবান বাসুদেবের দুস্কৃতের বিনাশ ও সাধু প্রাণ রক্ষার্থ এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বিচারালয়ে, হর্ষবিষাদের অশ্রুভরা এই দ্বৈপায়ন হ্রদের কূলে শুভক্ষণে শুভলগ্নে দুই শক্তিতে দুই মহাপুরুষে মিলিত হও। এখনও হয় তো আশা আছে।

সাহ আলম। পেশোয়া. চির উদার হিন্দু, উদারতা দেখাবার এই প্রকৃষ্ট সময়। পুণরুত্থানের মন্ত্র গেয়ে উঠবার এই সুবর্ণ সুযোগ, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহ বিতরণ করবার এই মাহেন্দ্রক্ষণ।

আমেদসা। পেশোয়া, ভাই, আমায় সাহায্য কর—ভিক্ষা চাই, সাহায্য

কর—এই খণ্ড ভারতে এক মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য কর। দানশীল হিন্দু, দাতাশ্রেষ্ঠ পেশোয়া হতাশ হৃদয়ে ভিক্ষুককে বিদেশী বলে বিধর্ম্মী বলে তোমার দ্বার হতে বিদায় দিও না। মুখপানে তাকিয়ে দেখছো কি পেশোয়া? বীর আমি কর্ম্মী আমি ইসলাম ধর্ম্মী আমি, সরলতার পুরস্কার আমিও জানি বন্ধু! (পদতলে বসিতে উদ্যত)

বালাজি। (উঠাইয়া) আমেদসা আব্দালি, বন্ধু, কে বলে তুমি হৃদয় হীন কে বলে তুমি নর-হত্যা-কারী? ভাইরে, না বুঝে অন্যায় করেছি যথেষ্ট প্রতিফল হয়েছে। না জেনে তোমায় কটু সম্বোধন করেছি, মাফ্ কর। সাহআলম, আমার হারাণ রতন, আদরের ভাই, মৃত্যু আমার শিয়রে; এ ভারতের ভার তুমিই গ্রহণ কর ছোট ভাইটী আমার।

আমেদসা। মহারাষ্ট্র পেশোয়া, দিল্লির নবীণ সম্রাট, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আজ হতে দুই ভাই তোমারা একমনে একপ্রাণে সত্য পালনে আত্ম নিয়োগ কর। জগৎ দেখুক্ স্তম্ভিত, হয়ে দেখুক ভারতেব হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান, এক মুখের দুই চক্ষু, একই পথের দুই যাত্রী।

(বালাজি ও সাহআলমের আলিঙ্গন)

যবনিকা।